দৈনিক প্রার্থনা।

[কমলকুটীর।]

শ্রীমদাচার্য্য (কেশবচন্দ্র) সেন।

(প্রথম ভাগ।)

কলিকাতা।

ব্রাহ্মট্রাষ্ট্ সোসাইটী দ্বারা প্রকাশিত।

১৮০৭ শক। অগ্রহায়ণ।

 মূল্য ।০ আনা।

ভূমিকা।
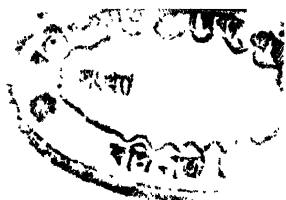
আচার্য্যদেবের প্রার্থনা পাঠে সকলেই বিশেষ উপকার লাভ করিতেছেন অবগত হইয়া আমরা অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত তাঁহার কমলকুটীরস্থ দেবালয়ের দৈনিক প্রার্থনা সকল ক্রমান্বয়ে প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এই সকল প্রার্থনা প্রকাশ করিতে যে কত দিন লাগিবে আমরা তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। আচার্য্যদেব প্রতিদিন নূতন সুগন্ধযুক্ত প্রস্ফুটিত কুসুম দিয়া তাঁহার চিন্ময়ী জননীর পূজা করিয়া গিয়াছেন, এই সকল প্রার্থনা পাঠ করিলে তাহা সুন্দররূপে উপলব্ধি হইবে। যাঁহারা আচার্য্যজীবনের আধ্যাত্মিক সংবাদ সকল জানিবার জন্য ব্যাকুল, তাঁহারা এই সকল প্রার্থনাপাঠে নিশ্চয়ই অভীষ্ট লাভ করিবেন।

দুএকটী প্রার্থনার শিরোভাগস্থ বিষয় একই দর্শন করিয়া যেন কেহ মনে না করেন যে, সেই প্রার্থনাগুলির মধ্যে একই বিষয়ঘটিত প্রার্থনা রহিয়াছে। একই বিষয়ে নূতন ও স্বতন্ত্র প্রার্থনা অধ্যাত্মজীবনের মহোচ্চ ভাব প্রদর্শন করে। এমনও ঘটিয়াছে কোথাও কোথাও আমাদিগের ব্যস্ততানিবন্ধন সূক্ষ্মরূপে বিষয়নির্দ্দেশ ঘটিয়া উঠে নাই। সে সকল ত্রুটি আমাদিগের নিজের। পুনর্মুদ্রন কালে আমরা উহার শোধনে যত্ন করিতে পারি।

তবে আমাদিগের প্রার্থনা এই, প্রার্থনার নিত্যনবীনত্বে যেন বিষয়বিভাগ দর্শন করিয়া কাহারও সংশয় উপস্থিত না হয়।

সূচী পত্র।

বিষয়।			পৃষ্ঠা।

বিষয়।			পৃষ্ঠা।

প্রার্থনা।

[কমল কুটীর]

ঐশীয় অলৌকিক বল।

১লা সেপ্টেম্বর, ১৮৮১।

হে পরম পিতা, হে পৃথিবীর গতিহীন কীটদিগের প্রতিপালক, সে আশ্চর্য্য অলৌকিক বল কোথা হইতে আসে যাহাতে পাপ জয় হয়, সে বায়ু কোথা হইতে আসে যাহা বহুকালের পাপ উড়াইয়া লইয়া যায়? সমান্য বলে পাপ জয় হয় না। শয়তাননিগ্রহ ও রিপুদলন ছোট হস্তীতে হয় না, হাই তুলিলে পাপ যায় না, সামান্য চেষ্টায় মন ভাল হয় না। হাড়ের ভিতর পর্য্যন্ত ধুইয়া যায় সেটি কি সহজে হয়? পুরাতন বাড়ীর গোড়া অবধি ভাঙ্গিয়া নূতন পত্তন করিয়া বাড়ী করা, সে কি সহজে হয়? হাজার হাজার পাপ মনে বাসা করিয়া আছে, সেকি একটু নিশ্বাসে উড়িয়া যাইতে পারে? জগদীশ, ভারি বল চাই সোজা করিতে। যে মন একবার বেঁকেছে, সহজে সোজা হয় না; মৃত্যুঞ্জয় বল, সে বল কোথায়, যাতে পাপ জয় হয়? নিজের চেষ্টা বিদ্যা বুদ্ধি, এসব কি মনকে অশুদ্ধ পথ হইতে শুদ্ধপথে আনিতে পারে? ইতিহাসে আমরা কি দেখিতে

পাই? ইতি পূর্ব্বে যে অধার্ম্মিকেরা ভাল হইয়াছিল, তারা কি নিজের বলে, চেষ্টা করিয়া, সাধুসঙ্গে থাকিয়া, অনেক দিন অভ্যাস করিয়া ভাল হইয়াছিল, না আর কোন বল আছে, দেবদত্ত, স্বর্গ হইতে প্রেরিত শক্তি যাহাতে মনুষ্য-সন্তানকে ভাল করে? দীনবন্ধু, সহজ বুদ্ধিতে বলে, স্বর্গীয় বল বিনা ভাল হওয়া যায় না। পাপের সামান্য একটি খড়্কে পড়ে আছে, কত ঠেলিলাম নড়ে না। স্বর্গ থেকে পবিত্র প্রেমের বায়ু আসিলে তবে নড়িবে। হে পিতা, তোমাকে ভালবাসি না এই একটি পাপ কিছুতে গেল না। কত চেষ্টা করিলাম, স্বর্গ থেকে বল এলো তবে হইল। কাহারও স্বার্থপরতা আছে, কত বৈরাগ্য অভ্যাস কচ্চে, ধূলো মাখ্‌চে, ভাঁড়ে জল খাচ্চে, কিন্তু কিছুতে যায় না। স্বর্গের বল না এলে কিছুতে যায় না। আমি ছেলে বেলা একটু অহঙ্কার শিখেছি যে, আমি একটু প্রার্থনা করিতে পারি, আমার বিদ্যা আছে বুদ্ধি আছে; কত চেষ্টা কচ্চি কিছুতে অহঙ্কার যায় না; কিন্তু তুমি ব্রহ্মাণ্ডপতি, তোমার নিশ্বাস বুকের ভিতর গিয়া অহঙ্কার টানিয়া বাহির করে। ব্রহ্ম-কৃপা বিনা একটা অসাধুতাও দূর হয় না। এজন্য সর্ব্বদা বলা উচিত "ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং"। দয়ালু পরমেশ্বর, যদি সমস্ত পৃথিবীর পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধান্ত হইল যে তোমার বলে মানুষ ভাল হয়, সে, বল লৌকিক না অলৌকিক? সে অলৌকিক। সেটা যখন প্রাণে আসে কি যে হয়, এক

ফোঁটা জল যেখানে ছিল, বন্যা হইল, এক ফোঁটা বাতাস ছিল, ঝড় হইল। সে বল বুকের ভিতর আসিলে বন্যা, ঝড়, জলপ্লাবন, বজ্রধ্বনি হইতে লাগিল। কোথা থেকে বায়ু আসিল, কোন্ দিকে যায়, কেহ জানে না। তোমার যে শক্তিবাতাস কি রকম করে আসে কেউ জানে না। তোমার কৃপাবায়ু এ রকম, যখন মনে করা যায় তখন আসে না, হঠাৎ এক দিন এসে কোথায় নিয়ে গেল। সাধু বন্ধুদের সঙ্গে খুব ভাল কথা বল্‌চি, সৎ প্রসঙ্গ কচ্চি, কিছুতে হলো না। হঠাৎ এক দিন স্বর্গ থেকে পরী নামিয়া আসিল। স্ত্রীকে বলিতেছি সহধর্ম্মিণী হও, ধর্ম্মশিক্ষা কর, আমার সখী হও, কিছুতে হইল না। স্ত্রী এক রাজ্যে, স্বামী এক রাজ্যে পড়িয়া রহিয়াছে। এক দিন স্বর্গদূত আসিল, আসিয়া দুজনের মনে অনুতাপ আনিয়া পলকের ভিতর বিদ্যুতের ন্যায় স্বর্গের জ্যোতি প্রকাশ করিল। স্বর্গরাজ্য সংসারে প্রকাশ হইল। দয়াময়ী. স্বর্গীয় অলৌকিক বলে মন ভাল হয়। দয়াময়, আমাদের কি ক্ষমতা যে কিছু করিতে পারি? চিরসংসারী—যোগী প্রেরিত প্রচারক—হবে একি ঠাট্টার কথা? তুমি যা বলিবে, শুনে আমাদের কর্ম্ম করিয়া যাওয়া, কিন্তু কেবল তাতে হবে না। অলৌকিক বল চাই। ব্রহ্মকৃপা চাই। পাপের শক্ত শিকড় কাটিতে হইবে, উপরের ডাল কাটিলে হইবে না। অলৌকিক বলের উপর বিশ্বাস চাই, ঝক্ ঝক্ করে আসিবে, এই কটা লোককে

পদাঘাত করে, আকর্ষণ করে নিয়ে যাবে; অভিমান অহঙ্কার স্বার্থপরতা দূর হবে। অলৌকিক বল স্বর্গ হইতে পাঠাইয়া দাও। মনে করিতাম নিজের জোরে পাপ মারিব, নির্ম্মল হইব, আপনারা ধার্ম্মিক হইব। এই ভ্রমে সর্ব্বনাশ হইল। যদি মা বলে ডাকিতাম, আর সেই যে স্বর্গের দূত, অলৌকিক বল আছে যদি তাহার জন্য অপেক্ষা করিতাম, আমরা যেমন পিতাকে মানি, সাধু পুত্রকে মানি, তেমনি যদি পবিত্রাত্মাকে মানিতাম, তাহলে ভাল হইত। পবিত্র আত্মাকে মানিতে হইবে; তিনি কি হয়ে আসিবেন কেউ জানে না। তিনি যৌবনে কি বার্দ্ধক্যে আসিবেন, সকালে কি সন্ধ্যায় আসিবেন, চন্দ্র হয়ে কি সূর্য্য হয়ে আসিবেন, কেউ জানে না। দয়াল, তিনি না এলে তোমার পাপী সন্তানেরা বাঁচিবে না। একটি সামান্য পাপও কেউ ছাড়িতে পারিবে না। এস দয়াময়, সেই পবিত্র বায়ু হয়ে, সেই অলৌকিক বল হয়ে এস, বুকের ভিতর শক্তি হইয়া নিশ্বাস হইয়া প্রবেশ কর। আমি সাক্ষী হব যে, ভবসাগরের কাণ্ডারী আমার জীবনতরী রক্ষা করিয়াছেন। হে করুণা-ময়ী, এই আশীর্ব্বাদ কর আমরা যেন সেই অলৌকিক বল পাইয়া সকল পাপ জয় করিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হতে পারি। [মো]

হাসি কান্নার মিলন।

২রা সেপ্টেম্বর, ১৮৮১।

হে পতিতপাবন, হে দুঃখনিবারণ, আমরা এক সময়ে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মসাধন করিয়াছি, আর এক সময়ে সুখ উল্লাসে মত্ত হইয়া তোমার নাম গান করিয়াছি। এক সময় খুব কঠোর তপস্যা আমাদের ধর্ম্ম ছিল, এক সময়ে আনন্দে নৃত্য করা আমাদের ধর্ম্ম ছিল। দুয়ের সন্ধি স্থলে আমাদিগকে আন। এমন আনন্দ হবে না যে তপস্যা একেবারে চলে যাবে, এমন অবস্থাও হবে না যে আনন্দের মত্ততা একেবারে চলে যাবে। কিন্তু তোমার সুখ বড় উচ্চ দরের। পৃথিবীর আমোদের মত নয়। তোমার স্বর্গের সাধু পুত্রদের সুখ এরূপ নিকৃষ্ট নয়। পৃথিবীতে অনেক রকম সুখ আছে, সে সব আমরা ভোগ করি আর মনে করি, সে সমুদয় ধর্ম্মের সুখ। আমরা বিষয়ীদের মত আমোদ করি, গল্প করি, ঘুমাই, বেড়াই, এসব করে মনে করি ধার্ম্মিকের মত নির্দ্দোষ পবিত্র আমোদ করিতেছি। পরমেশ্বর, এটি আমাদের দুর্বুদ্ধি। সংসারের সুখ কি ধর্ম্মের সুখ? আমরা যদি সুরাপান করিয়া আমোদ করি, সে কি ধর্ম্মের সুখ? যারা নাস্তিক, তোমাকে মানে না তারাও পরিবারের ও সংসারের সুখ ঢের

ভোগ করে। তবে কেমন করে আমাদের সুখ ধর্ম্মের হইবে? এ দুইয়ের সামঞ্জস্য কি করিয়া হইবে? যদি কেবল বসিয়া বসিয়া ভাবি কিছু হলো না, অনুতাপ করি, আর হয়ত কতক গুলো সুখ ছেড়ে দি, শরীর নির্যাতন করি, এ রকম করে কঠোর তপস্যা করাও কি তোমার অভিপ্রায়? এ রকম দুঃখ পেলেও হবে না, ও রকম সুখ পেলেও হবে না। সুখ দুঃখের মিলন চাই। খুব কঠোর তপস্যা করিব আবার খুব আনন্দে নৃত্য করিব, দুই চাই। এখন যেন তপস্যার প্রয়োজন নাই কেবল আনন্দ করিব, তাই হয়েছে। লোকে দেখে বলিবে যে যথার্থ ধার্ম্মিক কি না, একটুও অনুতাপের দরকার নাই। সাধু কে? না যে হাসে। মুখে দুঃখ নাই, মনেও দুঃখ নাই। হে ঈশ্বর, দেখ মানুষের কত ভ্রান্তি; কেবল তপস্যা করিতে লাগিল, কেবল আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। এ দুয়ের কোনটাই তোমার অভিপ্রায় নয়। আমরা যদি তোমার অভিপ্রায়ে চলি, মনে বরাবর একটা গাম্ভীর্য্য, দায়িত্ব, গুরুত্ব থাকবেই। আমরা কঠোর তপস্যা চিরকালই করিব। বলিব, পাপ যাক্। নিরভিমান হব, অক্রোধ হব। বৈরাগ্যের অস্ত্রে প্রাণ ছেদন করিব, তখন কেমন করে হাসিব? আবার যখন ভক্তিরসে উন্মত্ত হব, প্রেমে ডুবিব, তখন খুব হাসিব। দয়াময়, হাসি কান্না মিশাও, বিবেক আর আহ্লাদ মিশাও। তপস্যা ও আনন্দে মিশাও। সন্ন্যাসীর হাসি, অত্যাচারী

পাপাচারীর অপবিত্র জঘন্য হাসির মত নয়। তোমার বৈরাগী বিবেকীর হাসি অন্য রূপ। খারাপ লোকেও হাসে, ভাল লোকেও হাসে; কিন্তু ভাল লোকের হাসির ভিতর স্বর্গ। এক সাধুর হাসিতে দেশ পবিত্র হয়। ছোট পবিত্র শিশু যখন মার কোলে ঘুমিয়ে হাসে সে একরকম, আর বুড়োর চাপা হাসি এক রকম। সংসারী লোকে যে দুঃখে মুহ্যমান হয়ে কাঁদে সে এক রকম, আর তোমার সাধু যখন তোমার বিবহে কাঁদে সে এক রকম। যথার্থ রীতিতে হাসিতে চাই, যথার্থ রীতিতে কাঁদিতে চাই। মঙ্গলময়, কেবল হাসিব, কাঁদিব না, তাহাও নয়; আবার যে কেবল কাঁদিব হাসিব না, তাহাও নয়। মনের পাপের জন্য কাঁদিব, অহঙ্কার স্বার্থপরতা ভক্তিহীনতা, এসব ভাবিয়া কাঁদিব; নতুবা ধার্ম্মিক কিসে হইব? হে ঈশ্বর, এ মন রাখিতে চাই না, একটু পাপের কলঙ্ক মনে যদি আসে। ভক্তি প্রেম যদি কমে যায় নিশ্চিন্ত হয়ে থাক্‌ব না। কঠোর তপস্যা দ্বারা মন পবিত্র করিব। যুধিষ্ঠিরের মনের শান্তি আর আনন্দ দুই চাই। পুণ্যাত্মা ঈশা হেসেও ছিলেন, কেঁদেও ছিলেন। গৌরাঙ্গ হাসিতেনও কাঁদিতেনও। যথার্থ এক ফোঁটা চক্ষের জলের দাম এক কোটি টাকা। হরি, তোমার কাছে সেই সোণার হাসি আর কান্না কিনিব। কিন্তু মূল্য নাই কি দিয়া কিনিব? তুমি দয়া করে দাও।

আমাদের মনে ভাল হাসি কান্না নাই। এ চোক্ জানে না কেমন করে কাঁদিতে হয়, এ ঠোঁট জানে না কেমন করে হাসিতে হয়। খুব শান্ত গম্ভীর জিতেন্দ্রিয় কর। কঠোর সাধনে জীবন শাসিত হউক। মনের চিন্তায় অবধি অপবিত্রতা আসিতে দিব না। দুঃখের সময় যেমন কাঁদিতে মজ্‌বুত হব, সুখের সময় তেমনি হাসিতে মজ্‌বুত হব। অপবিত্র আমোদে হাসিব না, আর পৃথিবীর দুঃখ বিপদে কাঁদিব না। দয়াময়, এই আশীর্ব্বাদ কর আমরা যেন যথার্থ ধর্ম্মের ভাবে হাসিতে, আর ধর্ম্মের দুঃখে কাঁদিতে পারি এবং এই দুইয়ের মিলনে দয়াময় নামের গুণে যেন শুদ্ধ এবং সুখী হইতে পারি। [মো]

ধর্ম্ম ও নীতি।

৩রা সেপ্টেম্বর, ১৮৮১।

হে পরম পিতা, হে আদরের বস্তু, ধার্ম্মিকেরা নীতি বিষয়ে রুচি দেখান, উচ্চ বিষয়ে মনোযোগী, বড় বড় সাধনে তৎপর, কিন্তু ছোট ছোট কর্ত্তব্য বিষয়ে কেন পদস্খলন হয়? পরমেশ্বর, তুমি কি নীতি আর ধর্ম্মকে বিভিন্ন করিয়াছ? তুমি কি বলিয়া দিয়াছ যার যা পছন্দ হয় সে তাহা হোক্, যদি কেহ যোগী হতে চায়, তা হোক্, যদি সত্যবাদী হতে চায় হোক্। তুমি মানুষের হৃদয়কে কি এত ছোট করি-

স্বাছ যে দুটি জিনিষ তাহাতে একত্র রাখা যায় না? নীতি-শূন্য না হলে কি ধার্ম্মিক হওয়া যায় না? ধর্ম্মশূন্য না হলে কি নীতিপরায়ণ হওয়া যায় না? হে ঈশ্বর, এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছি? পৃথিবীতে এ রকম ঘটনা ও ব্যাপার দেখেছি যাতে বোধ হয় এক দিক্ রাখিতে গেলে আর এক দিক্ চলে না। যদি দেখিতাম যেমন এক দিকে উপাসনা বাড়্‌চে, আবার নীতির সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কর্ত্তব্য বিষয়েও খুব মনোযোগ হয়েছে, তা হলে বড় আহ্লাদ হইত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, যারা খুব উপাসনা করে, সত্য কথা বলে না, রাগ লোভ অহঙ্কার পরের অনিষ্ট করা ছাড়িতে পারে না। এটা বুঝাইয়া দাও, কেন তোমার ধর্ম্ম নীতির সঙ্গে সংযুক্ত হয় না? মানুষ উপাসনা সাধনের সঙ্গে কেন কর্ত্তব্যপরায়ণ হবে না? যোগভক্তিতে মন যেমন গভীর হবে, তেমনি কি সত্য কথাতে খুব তৎপর হবে না? ভক্তের রসনা সুমধুর হরি নাম করিতে করিতে কি খুব সত্য কথা বলিবে না? হে পিতা, আমরা পরীক্ষায় বুঝিয়াছি, এক দিক্ রাখিতে গেলে আর এক দিকে দৃষ্টি থাকে না। আমরা মনে করি, যে হরি নাম করিতে করিতে খুব প্রেম ও আনন্দ সম্ভোগ করে, সে যদি অসাবধানতায় একটু মিথ্যা কথা বলে তবে কি মিথ্যাবাদী বলে তিরস্কৃত হতে পারে? যোগী হয়ে যদি একটু রাগ প্রকাশ করে, তা হলে সে যে যোগী এ কথা কি স্মরণ করিব না? সামান্য ত্রুটি হইলে কি তাহা

ছাড়িয়া দিব না? হে পরমেশ্বর, সত্যই আমরা এ রকম করে তর্ক করি? অহঙ্কার করি, স্বার্থপর হই, আর যদি একটু ভাল করে উপাসনা করি মনে করি সব কেটে গেল। মনে করি, যে সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী সে যদি একটু রেগে একটা কঠিন কথা বলে, সে কি একটা দোষ? এই সব যুক্তি বড় সাংঘাতিক সর্ব্বনেশে যুক্তি। হে সাধুশ্রেষ্ঠ, তোমাকে দেখিলে মনে হয় যোগী ভক্তের রাগ অধিক নিন্দনীয়। আমরা যেন মনে করি যে এত সাধু, হরি নাম করে সে যদি সামান্য মিথ্যা কথা বলে তবে সে আরো ভয়ানক, এবং তাকে অধিক ভৎর্সনা করা উচিত। হে পিতা, আমাদের মধ্যে পরস্পরকে খুব শাসন করিতে দাও। আমাদের মধ্যে নীতিসম্বন্ধে পাপ যেন খুব গর্হিত বলে মনে হয়। রসনা হস্ত পদ খুব যেন শাসিত থাকে। হাতগুলি দয়াব্রতে ব্রতী থাকিবে। হে দয়াময়, নীতি আর ধর্ম্মের মিলন নাই। আমরা নীতি কি, ধর্ম্ম কি, জানি না। তোমার ভিতরেই সব। দাও, ঠাকুর, ভিতরে যেমন যোগী ভক্ত করিবে, বাহিরেও খুব শুদ্ধ নীতিপরায়ণ কর। কথাগুলি, কাজগুলি খুব শুদ্ধ করে দাও। যেমন গভীর যোগ ও খুব সুকোমল ভক্তি রস দিয়া মন সুকোমল করিবে, তেমনি হস্তপদ নীতির বন্ধনে বাঁধিয়া খুব খাটি করিয়া রাখিয়া দাও। হে দয়াসিন্ধু, এমন আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন সর্ব্বদা নীতি আর ধর্ম্ম, ভক্তি আর শুদ্ধতা

জীবনে লাভ করে সকল প্রকারে শুদ্ধ এবং সুখী হতে পারি, মঙ্গলময় তোমার চরণে এই প্রার্থনা। [মো]

এক পরিবার।

৪ ঠা সেপ্টেম্বর, ১৮৮১।

হে পরম পিতা, হে দয়াময়, আমরা ভারি ভারি সত্য লোকের কাছে প্রচার করি, সাধন করি, বড় বড় বিষয় চিন্তা করি, কিন্তু এই যে প্রাচীনতম কথা—যে সব মানুষ এক পরিবার হইবে—ইহা সাধন হইল না। জাতিনির্ব্বিশেষে যদি মানুষ মানুষকে যথার্থই এক পরিবার মনে করিতে পারে, তা হলে ঈশ্বরের একটি প্রধান আজ্ঞা পালন হয়। হে দীননাথ, হে দয়াময়, কেন আমরা সহজের কাছে হেরে যাই, যখন বড়র নিকট জিতি। কেন আমরা যে সব কঠিন ব্রত মানুষ শুনিলে ভয় পায় তা পারি, আর অত্যন্ত সহজ যা সকলে মানে তাতেই আমাদের গা হাত অবশ হইল? আমরা স্বীকার করিতেছি, আমরা পরিবারের ভাবটা সাধন করিতে পারি না। মহর্ষি ঈশা শ্রীচৈতন্যের মত পরকে আপনার করিতে কেহ পারে না। তাঁরা কাণা, খোঁড়া, পাষণ্ড, পাতকীকে ভাই বলিলেন, সে উদার প্রেম কোথায়? রাস্তার মুচিকে ভাই কবে বলিব, যখন নিকটস্থ ভাইকে স্বীকার করি না। কুড়ি বৎসর যাদের সঙ্গে আছি, তাদের এক পরিবার বলিয়া মনে হয় না, তাদের উপর সন্দেহ হয়

রাগ হয়। আমাদের মনে হয় তুমি দুই এক জনের পিতা, সকলের পিতা নও। মনে হয় কেবল আমাদের মনই তুমি যোগাও অন্য কাহারও নয়। অন্যের হইলে আমাদেরও নও। আমাদের শত্রু যারা, তাদের পিতা তুমি এ আমরা সহিতে পারি না। তারা তোমার কাছে করযোড় করিলে, ভিক্ষা করিলে, পয়সা চাহিলে, বলি কাণা কড়ি দাও। আর আমাদের বন্ধু স্ত্রী পুত্র পরিবার টাকা চাহিলে বলি মোহর দাও। তুমি পিতা তা মানি, কিন্তু কার পিতা? যে কটিকে আপনার মনে করি। আমাদের শত্রু বিরোধী যারা, তুমি তাদের পিতা নও। এই রকম করে আমরা তোমার পিতৃত্বে বিশ্বাস করি। পিতা মানে দুই এক জনের পিতা, সকলেরই পিতা নয়। আমার পিতা আমারই, শত্রুর পিতা কেন হবেন? শত্রুকে বলি, আমি যাকে যাকে ভাল-বাসি, তিনি তাদেরই পিতা, তোমার নয়। দয়াময়, পরি-বারের শাস্ত্রখানা উল্টে গিয়াছে। পিতা বলিলে সকলেরই পিতা, গরিব, দুঃখী, কাঙ্গাল, পাপী সকলেরই পিতা। তা নইলে আমার পিতা কেন হইবে? যদি কেবল সাধুরা তোমার সন্তান হইবেন, তবে তুমি আমার পিতা কেন হইবে? যখন আমাকে সন্তান বলিয়াছ, নীচতম হীন-তমকেও সন্তান বলিবে। তবে আর কি? পরিবার হইতে দাও। সকল ভেদাভেদ দূর কর। বড় বড় প্রেমের কথা, বড় বড় উৎসব হইয়া গেল। কিন্তু নীতির পরিবার, পিতৃত্ব-

চরিত্রের লোক পাওয়া যায় না। সকলে মিলে এক পরিবার হয়ে. এক মা তুমি এক পিতা তুমি, এটা ত বলিতে পারিতেছি না। কোন ধর্ম্ম পারিতেছে না, নববিধানও পারিতেছে না। খুব আড়ম্বর হইতেছে, কত সাধন ভজন হইতেছে, কিন্তু এটা হইতেছে না। আমি বলিতেছি "আমি গালাগালি দিব, হিংসা করিব, পরের সর্ব্বনাশ করিব, ঝগড়া করিব, পরনিন্দা করিব, নতুবা মানুষের জীবন ধরিয়াছি কেন ?" হে পরমেশ্বর, বুঝাইয়া দাও, এ বিষয়ে নির্ব্বোধ যেন না হই। আমরা কটি লোক এটা যেন সর্ব্বাগ্রে করিতে পারি। যেন সহোদরের মত পরস্পরকে দেখি। এটা যেন সামান্য বলে অগ্রাহ্য না করি। হে দয়াময়, মঙ্গলময়, আমরা প্রেমের সন্তান, আনন্দের সন্তান, আমাদিগকে দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন এই সহজ সত্যটি সাধন করে সকল প্রকার পাপ অপবিত্রতা ছেড়ে একটি ধর্ম্মের পরিবার হইয়া তোমার চরণতলে থাকিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হইতে পারি, তুমি অনুগ্রহ করিয়া এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

জীবে দয়া নামে ভক্তি।

৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮১।

হে প্রেমাধার কোমলহৃদয়, আমাদের এক বিষম অহ-ঙ্কারের বিষয় হইয়াছে যে আমরা ভক্ত। মনে করি আমাদের দলের বাহিরে যারা, তারা বড় শুষ্ক হৃদয়, ধর্ম্ম কর্ম্ম করে বটে, কিন্তু ভক্তির পথ ধরে না। আমরা এবিষয় লয়ে মনকে অনেক সময় স্ফীত করি যে আমরা ভক্তির পথ ধরেছি। বাহিরে যারা আছে শুষ্ক পথ ধরেছে। কিন্তু, হে হৃদয়েশ্বর, যদি সত্যকে সাক্ষী করে বলি, মানিতে হইবে যে প্রেমের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পথ আমরা লই নাই। একটু আদটু প্রেমের ভাব আমাদের আছে বটে কিন্তু অনেক নাই। দয়াময়, মঙ্গলময়, পূর্ণ প্রেমের পথ কেন ধরিলাম না, যাতে জগতের ও তোমার প্রতি প্রেম একত্র হইতে পারে। আমাদের ভালবাসা পরস্পরকে কেন পরিত্যাগ করিয়াছে? শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম যদি যথার্থ হয় তবে তাই আমাদের হয় না কেন? আমাদের প্রেম পরস্পরকে কেন বিষ মনে করে? তোমায় ভালবাসিতে গিয়া জীবকে কেন ঘৃণা করি? যত তোমাকে ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়, তত কেন জীবকে তাড়াইয়া দিতে ইচ্ছা হয়? হে মঙ্গলময়, তুমি যাকে প্রেমিক কর সেই প্রেমিক হয়

তুমি যাকে প্রেমিক কর, একেবারে প্রেমে উন্মত্ত করে দাও, সে প্রেমে মত্ত হইয়া সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড প্রেমচক্ষে দেখে। যে প্রেমিক তার চক্ষু প্রেমে অনুরঞ্জিত হয়। কিন্তু আমাদের অর্দ্ধপ্রেম, আংশিক ভক্তি কেবল এক বিষয়ে বদ্ধ। ঠাকুর, আমরা তোমার নাম গান করে একটু সুখ পাই, কিন্তু আমাদের মধ্যে লোকে যে পরিমাণে ব্রহ্মপ্রেমে উন্মত্ত হয় সে পরিমাণে মানুষের প্রতি প্রেমিক হয় না। দয়াময় হরি, পরস্পরের প্রতি অভিমান রাগ হিংসা কেন জীবন হইতে ধৌত হইয়া যায় না? জিহ্বা যদি প্রেমে খুব মিষ্ট হইল তাহাতে আর তিক্ততা থাকিবে কেন? যার মন তুমি কাড়িয়া লও তার মন ঠিক গৌরাঙ্গের মত। অপরাধী পাপী কুষ্ঠরোগী কেন সে বিচার করিবে? সে সকলকেই প্রেমে আলিঙ্গন করিবে। যার প্রেম তেমন নাই, তার এক দিন হয় এক দিন হয় না। প্রেমময়, যুগে যুগে যাহার প্রতি তুমি সদয় হইয়াছ তার প্রেম উথলিয়া পড়িয়াছে। এজন্য তোমাব কাছে মিনতি করিতেছি, প্রাণ যেমন তোমাকে ডেকে মত্ত ও সুখী হবে, তেমনি বিদ্বেষ ক্রোধ ও ঘৃণাশূন্য হইয়া সব মানুষের সেবা করিবে। কেন না প্রেমের জল সকল অগ্নি নির্ব্বাণ করে। অভিমান ক্রোধ তার হতে পারে না। দয়াময়ের সন্তান কি কখন পরের প্রতি রাগ করিতে পারে? সে যে দয়াখণ্ড। ভগবান্ কি পাপী কাঙ্গালকে ঘৃণা করেন?

তোমার কি হিংসা অভিমান হয়? তবে তোমার ছেলের হবে কেন? কুপুত্র যদি হয়, অহঙ্কার অভিমান হতে পারে, কিন্তু যে কুপুত্র হল না তার প্রেম দশ দিকে উথলিয়া পড়িবে। দাস দাসী জীব জন্তু সকলের উপর জাতিনির্ব্বি-শেষে অবস্থা নির্ব্বিশেষে সেই প্রেম পড়িবে। দয়াময়, যার প্রাণ তুমি প্রেমে পাগল করিয়াছ, সে আর আপনার রহিল না। সে কেবল ঈশ্বর ঈশ্বর করে ধ্যানে তোমাকে ডেকে আনন্দ উপভোগ করে, আর যে ভয়ানক পাপী চণ্ডাল, তাকে ভেবেও প্রেমে মত্ত হয়। দয়াময় আমাদের পরস্পরের প্রতি প্রেমের ভাব দৃঢ় কর। তোমার প্রতি আমাদের প্রেম ঠিক হয় নাই, এখনও গোড়ায় দোষ আছে। চৈতন্যের ভাব এখনও হয় নাই। তিনি যেমন তোমাকে ভেবে উন্মত্ত হতেন, তেমনি জগৎকে প্রেম করিতেন। পিতা, তোমার চরণ ধরে বলিতেছি ইহারা যেখানে যায় ইহাদের মুখে যেন প্রেমের রঙ্ প্রকাশ পায়, ইহাদের বুক হইতে যেন প্রেমের স্রোত পড়ে। পিতা, এই ভিক্ষা চাই আমাদের দলটি প্রেমে মত্ত কর। জীবে দয়া শেখাও শ্রীহরি, পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম জীবে দয়া নাই। ভাই বন্ধুদের নির্যাতন দেখিলে অত কষ্ট হয় না। হরি, খারাপ চক্ষু দুটি তুলে নিয়ে প্রেমের চক্ষু দাও, এবং যে হৃদয়ে তোমার প্রতি ভক্তি আছে তার নিকট আর একটি হৃদয় বসাইয়া দাও, যাতে জীবের প্রতি প্রেম

থাকে। তাহা হইলে জীবে দয়া নামে ভক্তি জীবনে সার করে তোমার পদারবিন্দ লাভ করি। দয়াময়, যাতে তোমার প্রেমে প্রমত্ত হয়ে, ও সব জীবকে ভাল বেসে শুদ্ধ এবং সুখী হইতে পারি, মা, দয়া করিয়া আমাদিগকে এমন আশীর্ব্বাদ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রেম ও পুণ্যের মিলন।

৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮১।

হে প্রেমময়ি, তোমার যে খুব সৌন্দর্য্য তাহা আমরা মতে বিশ্বাস করি, বুদ্ধি তাহা মানে, কিন্তু সেই যে লাবণ্য তাহা পুণ্যপ্রেমমিশ্রিত। আমরা যাহা লিখি তাহা কেবল প্রেমের লাবণ্য। আমারা তোমাকে ভাল-বাসি প্রেমময়ীরূপে। কে না দয়াময়ী মাকে ভালবাসিতে পারে, যাঁর দ্বারা রক্ষিত হয় পালিত হয়। কিন্তু সেই মাতৃস্নেহের রূপের সঙ্গে নিষ্কলঙ্ক নির্ম্মল স্বরূপের যে রূপ, তাই মিশ্রিত আছে। তোমার প্রেম সত্য ছাড়া নয়, তোমার দয়া পুণ্য ছাড়া নয়। তোমার রূপে এই দুই গুণ একত্র আছে। আশ্চর্য্য তোমার রূপ! কিন্তু আমাদের নয়ন দেখিতে পায় না যেখানে দুই রূপের মিলন হইয়াছে। প্রেমময়ি, এমন শক্তি দাও যাহাতে দুই রূপ দেখিতে পাই।

যাই মা বলে তোমাকে দেখে আনন্দে নৃত্য করিব, অমনি যেন তোমার পুণ্যরূপ বলে, অবোধ সন্তান পাপ করিস্? দুই রূপ তোমাতে আছে আমি বুদ্ধিতে দুইটা তফাৎ করি। আমি মুগ্ধ এবং আনন্দিত হই, কিন্তু পরিত্রাণ পাই না! যত বার তোমাকে ডাকিব, তুমি বলিবে "নির্ম্মল হয়ে এস, নতুবা ছুঁইব না"। ইহা বলিলে তখনই আমি কাপড় ছেড়ে শুদ্ধ বসন পরে তোমার প্রেমের মুখ উজ্জ্বল পবিত্র নয়নে দেখিব। আমি মানিব বটে যে তুমি দয়াময়, সব সন্তানকে কাছে আসিতে দাও। কিন্তু এ এক আসা, সে এক আসা। এ দরজার বাহিরে দাঁড়িয়ে থাকা, আর ও তোমার কাছে গিয়ে বসা। দয়ার রূপে কান্তি আছে, কিন্তু জেয়াদা কান্তি যখন দয়া পুণ্যে একত্র মিলে। তখন তোমার সিংহাসনের রূপ ধরে না। পুণ্য ও প্রেমে মিলে হল আনন্দস্বরূপ। আমি যেমন আনন্দিত হব, তেমনি পবিত্র হব। যত বার তোমাকে দেখিতে আসিব, দেখিব দুই রূপের কিরণ। সূর্য্যেরও জ্যোতি আবার চন্দ্রেরও জ্যোৎস্না। সুখী করিতেছ আবার শুদ্ধ করিতেছ। আমরা পুণ্য বলিয়া দয়া চাই না। মা, এমনি করে দাও, যাই তোমায় মা বলে ডাকিব, অমনি গাটা ছম্ ছম্ করিবে। মনে হবে নির্ম্মল হয়ে আসি, লোভ অহঙ্কার পাপ সব ছেড়ে আসি। কাণ যেন সর্ব্বদা শুনিতে পায় মা বলিতেছেন যে, ও অবস্থায় আসিস্‌নে, শুদ্ধ হয়ে আয়, গা ধুয়ে আয়, জঞ্জাল

ফেলে আয়। এতে আরও তোমার প্রেমের রূপ বাড়িবে। আমাদের রোগ থাকিবে অথচ তুমি কোলে করিবে এত ভাল নয়। মা তোমার পুণ্য প্রেমে মিশিলে অধিক মিষ্ট হয়। আমরা মনে করি এত পুণ্যে মিষ্টতা থাকে না, উপাসনায় সুখ হয় না; কিন্তু তা নয়। এতে ভালবাসা আরও মিষ্ট হয়। শরীর ধুয়ে গেল, আবার তোমার আদরও পেলাম। ধূলো দূর হয়ে গেল, আবার যন্ত্রণা রোগও গেল। এ মা বড় সুন্দরী যাঁর কথা বলিতেছি। ইহাঁতে পুণ্য প্রেম এক হয়ে গেছে। খালি প্রেমরূপের মূর্ত্তির মন্দির বন্ধ করে দাও। কিন্তু ওখানেই সকলে যায়। ব্রহ্মজ্ঞানীরা ঐদিকেই যায় আর বলে, মদও খাও, আর উপাসনাও কর। কিন্তু পুণ্যের মন্দিরে কেউ যায় না। আমি অনেক দূর হইতে এলাম, কিন্তু যাই তোমার পুণ্য মন্দিরে ঢুকিতে গেলাম, অমনি তুমি মিষ্ট মিষ্ট করে বল্লে "আমার ঘরে পরিষ্কার নির্ম্মল হয়ে আসিতে হয়, নতুবা হয় না। এখানে আসিতে হলে অনেক জল আছে, আমি নিজে তুলে রেখেছি, ঐ জল দিয়ে শরীর পরিষ্কার করে আয়।" একথা শুনে আমি কি আর কিছু করিতে পারি। আমি দৌড়িয়ে গিয়ে শরীর পরিষ্কার করে যেমন দরজার কাছে যাব অমনি মা হাত ধরে ঘরে নেবে। দয়াময়, প্রেমসিন্ধু, এক বার এমনি করে আশীর্ব্বাদ কর, তোমার প্রেম পুণ্যের দুখানি রূপ যে একখানি হয়েছে তাই বিবেকনয়নে ভক্তিনয়নে খুব

ভাল করে দেখি, দেখিতে দেখিতে সুখী হই, মা, তুমি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে এমন আশীর্ব্বাদ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অভিনয়।

৮ ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮১।

হে দয়াসিন্ধু, হে দীনজনপালক, হে পরিবারের উপায়, হে দেবতা, মুক্তিদাতা, বিধাতা হইয়া তুমি বিবিধ উপায় প্রেরণ করিতেছ, কত মোক্ষপথ দেখাইতেছ, কত সুমতি হৃদয়ে দেখাচ্চ, আমাদের অন্তরে কত প্রকার সুবুদ্ধির আলোক প্রকাশ করিতেছ, এ সকলের ফল যেন এই হয়, তোমাকে যেন কিছুতে না ছাড়ি। তোমাতে নিবিষ্ট চিত্ত হয়ে, ব্রহ্মগতপ্রাণ হয়ে, শেষ অবধি যেন তোমাকে দেখি। প্রেমস্বরূপ, কত লীলা দেখালে কত দেখাবে, শ্রীহরি, প্রেম-লীলা দেখিতে দেখিতে যেন জীবন শেষ হয়। কি অপূর্ব্ব কথা শুনিলাম, তুমি নাকি আমাদের মধ্যে যেমন তোমার ধর্ম্মের যথার্থ অভিনয় করে পৃথিবীতে দেখাইতেছ, তেমনি নাকি আবার অভিনয়ের অভিনয় করিবে? ব্রহ্মাণ্ড-পতি তুমি জীবজন্তু, পশুপক্ষী, পাহাড় নদী লইয়া যেমন অভিনয় করিতেছ, আবার নাকি আমাদের মধ্যে অভিনয়

করিবে? তুমি কখন কি ভাবে দেখা দিবে তাহা ভাবুক ভিন্ন কে বুঝিবে? ঈশ্বর নাট্যশালা খুলিবেন। মানুষের দুষ্প্রবৃত্তি সকল নাটক উপলক্ষ করে ব্যভিচার মদে দেশ ডুবাইতে পারে, কিন্তু ঘোর দুরাচার হইতে মা স্বরস্বতী সত্য মূর্ত্তি বাহির করিবেন তোমার সাধক বিনা ইহা কে সাহস করে বলিতে পারে? ইহাতে মানুষ অনেক দোষ দিতে পারে। নিন্দা করিবে, গালাগালি দিবে, প্রতিবাদ করিবে, অপদস্থ করিতে চেষ্টা করিবে, কিন্তু তোমার দাস যে সৎসাহস. যা তোমার মুখে শুনিবে তাই বলিবে। হে দীনবন্ধু, তোমার দশ আকারের মধ্যে এ এক আকার, দশবিদ্যার মধ্যে এক বিদ্যা নাটক। তুমি সরস্বতী, ইহার পূর্ব্বে তোমার এ নাম আরাধিত হইয়াছে। দশ-বিদ্যার এক শাখা এই নাটক। ইহা শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। কাম ক্রোধাদি রিপুকে বিনাশ করে এই নাটক। যোগীর মান রাখে এই নাটক, প্রেমিকের প্রেম বাড়ায় এই নাটক। ইনি পাপীর পাপ দূর করেন, সামাজিক কুনীতি কুরীতি লোপ করেন. সুনীতি বৃদ্ধি করেন। ইনি শুভ, ইনি শান্তি, ইনি কল্যাণ। ইহাঁকে আমরা বরণ করিব, সমাদর করিব। বলিতেছ এ নাটকস্থলে উপস্থিত হইলে পরিত্রাণ। এ নূতন সাহসের কথা বলিতে হইবে আর কাজে দেখাইতে হইবে। ধ্যান প্রার্থনা করিলে যেমন ভাল হইব, তেমনি অভিনয়ে ভাল হইব। যেমন আসল বড় পৃথিবীতে ঈশ্বর লীলা

দেখান, তেমনি নকল ছোট পৃথিবীতে নাট্যশালা দেখাবেন। পৃথিবীর ইতিহাসে যেমন বড় অভিনয়, তেমনি ছোট অভিনয় এখানে হইবে। অতএব, দেবি সরস্বতি, তোমাকে বন্দনা করে পরহিতকামনায় এই অসম সাহসিক কার্য্যে আমরা প্রবৃত্ত হইতেছি। দশ জনের পরামর্শে ধর্ম্ম সাধন আমরা করিতে চাই না, হৃদয়ে যাহা ধর্ম্ম বলিয়া বুঝিব তাহাই করিব। অতএব নববিধানের দেবি, বল দয়া করে কিরূপে নাটকের অভিনয় হবে। ইহার সূত্রপাত হবে কিরূপে, সম্পূর্ণ হবে কিরূপে, কি ভাব কি ঘটনা লিপিবদ্ধ হবে, কিরূপে পাপ পরাজিত হবে ও ধর্ম্মের মাথায় মুকুট দিতে হবে বল। আমরা যেমন উপাসনা করি, তেমনি অভিনয় করিব। দেবি, দেখ যেন একাজে অমঙ্গল না হয়, কিন্তু, দেবি, তোমার নাম যেন ভূমণ্ডলে থাকে। দেবতারা স্বর্গে নাটক অভিনয় করেন, ভক্তেরা পৃথিবীতে করেন, আর আমরা তোমার অধম ভক্ত আমরা কেন না এই আমোদ করিয়া সুখী হইব? নাট্যশালায় যদি সত্যকে জয়ী করিয়া, পাপ পরাজয় করিতে পারি, কেন করিব না? এ অতি উৎকৃষ্ট উপায়। ভারতে শঙ্খধ্বনি হইবে, অনেক কল্যাণ হইবে। হে মাতঃ, স্নেহময়ী, কৃপাময়ী, কৃপা করিয়া শরণাগতগণকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার প্রদত্ত এই অভিনয় ধন আদরে

গ্রহণ করে ভারতের মঙ্গল সাধন করিতে পারি, তোমার চরণে এই নিবেদন। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রেমের শাসন।

৯ই সেপ্‌টেম্বর, ১৮৮১।

হে দীনবন্ধু, হে যোগেশ্বর, প্রেমরাজ্য কিরূপে শাসন হইবে তাহা আমাদের বুদ্ধি কিছুতে বুঝিতে পারে না। প্রেম বুঝিতে পারি, শাসন বুঝিতে পারি না। দুয়ের সামঞ্জস্য বুঝিতে পারি না। তোমার সম্বন্ধেও পারি না, মানুষের সম্বন্ধেও পারি না। পরমেশ্বর, তুমি প্রেম বিলাইতেছ বুঝিতে পারি। আমরাও ভালবাসি, কিন্তু কাহাকেও শাসন করিতে পারি না। সকলে খুব উৎপাত করুক তবু কিছু বলিব না। ভক্তদের আর কিছু উপায় নাই। সর্ব্বস্ব যাইবে, সব সাংঘাত্য যাবে, খাওয়া পরায় গোল হইবে, লোকে খুব প্রশ্রয় পাইবে, অগ্রাহ্য করিবে, কিন্তু হরিসন্তান কেবল ভালবাসিবে। তোমার মহিমা ধন্য। ইহাতে যদি সব বিশৃঙ্খল হয়, কাজ কর্ম্ম যায়, তাই হবে, কিন্তু প্রেমত রহিল, ভগবানের ইচ্ছাত রহিল। হরি, আমি দেখ্‌চি সংসারে তোমার অনুকরণ করিতেই হইবে। একটা দোষ করিল বলিয়া কি পরকে শাস্তি দিতে হইবে? দয়াময়,

তোমার বিচার তোমার কাছে। যা কিছু বিচার করিতে হয় তুমি করিও। আর কিছু জানি না, কেবল তোমার অনুকরণ করিব। আমরা কতরূপে তোমার ধর্ম্ম ভাঙ্গিতেছি, তবু তুমি ভালবাসিতেছ। মরি কি দয়ার মাধুরী! তোমার দয়া দেখে আমরা পাপ ছাড়িব। পৃথিবীর লোকের ভালবাসা পাইয়া মোহিত হইয়া আর পাপকে প্রশ্রয় দিব না। পরের প্রেম লইয়া থাকি, আর আপনারা সাবধান হইব না? কিন্তু তুমি শাসন করিতেছ তাহা বুঝিতে পারি না, ভয়ানক সর্ব্বনাশের কর্ম্ম করিলাম আমার কিছু হইল না। এটি বড় ভয়ানক। মানুষেরা মনে করে, বড় সুবিধা। ধার্ম্মিক পাপ করিলে কেহ কিছু বলে না। তোমার সম্বন্ধে কিছু শাসন নাই। খালি মানুষের জন্য একটু ভয় আছে। তুমি কিছু কর না। পাপী নাস্তিকেরা যা খুসি করিতেছে, নরহত্যা ইত্যাদি ভয়ানক ভয়ানক পাপ হইতেছে। বারণ নাই, শাসন নাই। এ দিকে শুনিতেছি মা হইয়া খুব ভালবাসিতেছ। কিন্তু তাত বেশ। শাসন করিবে না কেন? পৃথিবীর মা গুলো ছেলেদের আদর দেয়, আস্কারা দেয়, ছেলেরা খারাপ হইয়া যায়। জননীর প্রেম বাড়াবাড়ি। আমি যদি ভয়ানক পাপ করি, আমাকে কি কিছু শাস্তি দেবে? সুতরাং প্রশ্রয় পাব, যদি একটা পাপ এখন করিতেছি, দশটা করিব। এদিকে জানিতেছি তুমি ন্যায়বান্। একটু

সামান্য পাপও তুমি ছেড়ে দেবে না। হে পরমেশ্বর, আমরাও পরস্পরকে শাসন করি না। আমরা ভালবাস্‌ব একচুলও কমাইব না। শেষ অবধি খুব ভাল বাসিব। ভক্তদের প্রতি তোমার খুব কড়া হুকুম। "ভাল বাস্‌বি, ক্ষমা কর্‌বি," ভালবাসার বিরাম নাই। তোমার অনুকরণ হইল পৃথিবীতে, তার পর শাসন। খুব প্রশ্রয় পাইব, স্বেচ্ছাচারী হইব, তুমি ত আর তাড়িয়ে দেবে না। ভক্তেরাত আর কিছু বলিবেন না। মজা করে খুব স্বেচ্ছাচারী হইব। প্রেমের মজা সকলে চায়। কিন্তু শাসন মানে না, স্বার্থপর অহঙ্কারী হবে, যোগ ভক্তি শিথিল হবে। ইহার উপায় কি? তোমার একই আজ্ঞা। "ভাল বেসে যা, ভাল বেসে যা" তাতে যে ধর্ম্মরাজ্যে বিশৃঙ্খলা হয়, তবু বল্‌চ, "ভালবাস"। তুমি আপনি প্রেম প্রেম বলিতেছ, ভক্তদেরও তাই বলিতেছ, কিন্তু তোমার প্রেমের ভিতর যে গূঢ় শাসন ও শিক্ষা আছে, আমাদের প্রেমে তাহা নাই। তোমার সম্বন্ধে যাহা নিয়ম পৃথিবীতেও তাই। পাপ করিলে, যদি তুমি শাস্তি দিতেছ না বলে খুব পাপ করি, এতে যেমন পাপ হয়, আর পৃথিবীতে যাঁরা খুব প্রেম করেন, তাঁদের কাছে প্রশ্রয় নিলেও পাপ। দয়াময়, তোমার চরণে এই প্রার্থনা, যাতে তোমার প্রেমের তাৎপর্য্য খুব বুঝ্‌তে পারিয়া তোমার এবং তোমার ভক্তদের কাছে খুব জব্দ হইয়া প্রেমের শাসনে পাপ অপরাধ সব

ছেড়ে দি, তুমি দয়া করে আমাদিগকে এমন আশীর্ব্বাদ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নির্জ্জন সাধন।

১০ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮১।

হে প্রেমসিন্ধু, হে অনাথনাথ, তোমারি রূপসাগরে ডুবিয়া থাকিব, নিরন্তর এই আশার্ব্বাদ কর। সকলের সঙ্গে গোলমাল করিয়া কাটান তোমার অভিপ্রায় নয়। ঠাকুর, তুমি চাও একা নির্জনে খুব যথার্থ অনুরাগ ও যোগের সহিত তোমাকে ডাকি, গোলমাল তুমি ভাল বাস না। তুমি চাও তোমার রূপে গুণে মুগ্ধ হইয়া খুব যোগ সাধন করি। চির কাল সকলের সঙ্গে মিলিয়া গোল করিলে কাজ হয় না। বিশেষ সাধনের জন্য নিজের সময় স্থির করি। মন প্রাণ যেন সে দিকে যাইতে প্রস্তুত হয়, এ বৃদ্ধবয়সে যে দিকে গেলে কল্যাণ হয়। সকলের সঙ্গে যে সম্পর্ক তাহাও থাকিবে। অন্য দশ জনকে ছাড়িয়া যাব না। তাদের যে তুমি দিয়াছ। যাদের জন্য দায়ী তাদের দেখিতে হইবে। কিন্তু যদি বন্ধুদের জন্য সংসার ছাড়িয়াছি, তবে হরির জন্য বন্ধুদের একটু একটু ছাড়া উচিত। তার সময় আসিয়াছে। যত টুকু সময়

কাজের জন্য দরকার, দিয়া আর সমুদয় হরির জন্য দিব। নিত্যানন্দ, এ বয়সে তোমার রূপ দেখিব, তোমার রূপসুধা পান করিব, এই ত এখনকার উপযুক্ত কাজ। দশ জনে গোল করে, আপনি ভগবান্‌কে হারালাম, অন্য দশ জনেও তাঁকে পেলে না। হে দয়াময়, এ অবস্থায় কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় মন তোমার আশ্রয় লইতেছে। কি সদুপায় তাহা বলিয়া দাও। গোলের ভিতর থাকিয়া অনেক বিষয়ে মন ক্ষতিগ্রস্ত হইল। এমন উপায় কর যাতে তোমার বাড়ীর সকল রকমে কল্যাণ ও মঙ্গল হয়। আমাদের কি এই কাজ চিরকাল খাইয়ে খাইয়ে এ রকম করে বেড়াব? নীতি ধর্ম্মের বন্ধন কি শিথিল হয়ে যাবে? দলের জন্য কি হরিকে হারাব? তাহা পারিব না। বন্ধু ভাইয়ের খাতির করিতে গিয়া তোমাকে হারাইলাম। উৎসাহের তেজ, ভালবাসা কমে গেল, কেবল মাখামাখি, কাছে বসাই সার হলো, যেখানে শ্রদ্ধা থাকা উচিত রহিল না, পরস্পরের উপর শাসন রহিল না, কেবল জেয়াদা মাখামাখি হইল। নিত্যানন্দ, সংসা-রের কাজ আমরা আস্তে আস্তে ছেড়ে দিয়ে তোমার ভিতর ডুবিব। ভাই ভগ্নী মিলে তোমার নাম সাধন করা তাও থাকিবে, আবার কুটীরের মত নির্জ্জন সাধন, তারও প্রচুর আয়োজন দেখিতেছি। তবে ঐ দিকেই গড়াতে দাও। ঐ দিকে গিয়ে আস্তে আস্তে মার চরণে স্থান পাব, হে কৃপাময়ী, হে দয়াময়ী, দয়া করে সন্তানবলে শ্রীমুখের

বাণীতে এমন আশীর্ব্বাদ কর যাতে বৈরাগী হইয়া, ব্রহ্মানু-রাগী হইয়া তোমার ভিতর নিবিষ্ট হতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আমরা যার হাতে গঠিত।

১১ ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮১।

হে অনাথবন্ধু, আমাদিগকে তুমি প্রস্তুত করিয়াছ, শিক্ষা দিয়াছ। আমরা তোমার গঠিত, তোমা দ্বারা প্রতিপালিত, তোমা কর্ত্তৃক শিক্ষিত, দীক্ষিত, এই কথা যেন পৃথিবীকে বুঝাইতে পারি। আমরা তোমার লোক, তোমার কাছে, তোমার বিদ্যালয়ে পড়িয়াছি। তোমার হুকুমে চলি, সংসারে তোমার কাজ করি, তোমার হাতের যে পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্য আমাদের ভিতর রয়েছে, তোমার যে সুগন্ধ, মিষ্টতা আমাদের ভিতর আসিয়াছে। আমরা তোমার হাতের গঠিত। কুড়ি, পাঁচিশ বৎসর তুমি আমাদের প্রস্তুত করিতেছ। বাইরের লোকের সঙ্গে আমাদের ভিন্নতা থাকা উচিত। পৃথিবী তুলনা করিয়া দেখিতেছে আমরা ভাল কি তাহারা ভাল। যদি আমাদের পৃথক্ না বলে, তোমার হাতের যশ হবে কেন? হে পরমেশ্বর, আমরা যে তোমার হস্তের গড়া জিনিষ, তাহলে ঠিক হবে কেন? আমাদের গায়ের রঙ, মুখের আকার সব তোমার হাতের করা।

তুমি তুলি দিয়া যখন আঁকিয়াছিলে সেই রঙে্র সুগন্ধ আমাদের গায়ে। হে জগদীশ, তুমি আপন হাতে যাদের গঠন কর তাদের মধ্যে যেন আমরা হই। পৃথিবীর আচা-র্য্যেরা যে শিষ্য ছাত্র প্রস্তুত করেন আমরা তাহা নই। আমরা তোমার নিজ হস্তে রচিত। অন্য কেহ স্পর্শ করে নাই। চন্দন কাঠ আনিয়া তুমি নির্ম্মাণ করেছ। এদের উপা-সনা সাধন রুচি সব সুগন্ধ। অন্য লোকের রসনায় মিথ্যা কথার দুর্গন্ধ। এ রসনার রস অমৃত রস। আমাদের ভিতর কলঙ্ক আসিবে কেন? হে পিতা,বিশ্বাস করিতে দাও,আমরা একটি নূতন দল, নব বিধানের দল। অন্য দলে ধর্ম্ম করিতে গিয়া নীতি থাকে না, ভক্ত হইতে গিয়া নীতি থাকে না। এ সব অন্যান্য ধর্ম্মে অনেক হইয়াছে। যাদের তুমি হাতে করে গড়েছ, তাদের কি এরূপ হবে? তুমি কি মনে কর নাই, যাদের তুমি দৃষ্টান্তস্বরূপ হইবে বলিয়া গড়িয়াছ, তাদের ভিতর শক্তি, সুনীতি, ধর্ম্ম, প্রেম এক হবে? ইহা যদি হয় তাদের পাপ দুর্গন্ধকে ঘৃণা করিতে দাও। দুর্নীতি কুরীতি পাপ ব্যভিচার যেখানে হয় সেখানে যেন আমরা না যাই। আমাদের অন্তরে পর্য্যন্ত যেন আতর গোলাপের গন্ধ হয়। যে দেশে যাব, চরিত্রের সৌরভ বাহির হইবে। দয়াময়ী মার হাতে গড়া জিনিষ যে কেমন হয় দেখাব। ছবিতে মা আঁকিয়াছিলেন কেমন গড়ন হবে, তার পরে গড়েছিলেন। ত্রুটি পাপ দোষ অন্ধকার যদি একটু স্পর্শ

করে, অমনি মা ধুইয়া ফেলিলেন। দয়াময়, আমাদের সর্ব্বদা নাড়িতেছ, মুছিতেছ, ধুইতেছ, কেন না যদি তোমার হাতের জিনিষ পৃথিবীতে থেকে ময়লা হয়। হে হরি, চির কাল যেন তোমার হাতের চন্দনের জিনিষ হইয়া থাকিতে পারি; তোমার কাছে পরিষ্কার হইয়া থাকিতে পারি। দয়াময়ী মা, তোমার চরণে এই প্রার্থনা যেন তোমার হাতের জিনিষ এই বিশ্বাস করিয়া সর্ব্বদা শুদ্ধ এবং সুগন্ধ হইয়া থাকিতে পারি, মা, তুমি অনুগ্রহ করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সিদ্ধাবস্থা।

১২ ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮১।

হে মুক্তিদাতা, হে অনাথবৎসল, তোমাকে সাধন করিতে করিতে মন জমাট হইয়া যাইবে? এটি ধর্ম্মের সিদ্ধি। তরল প্রেম ঘনীভূত হবে, পাতলা প্রেম ক্রমে জমাট বাঁধিবে। ছাড়া ছাড়া সাধন ক্রমে ঘনীভূত অবিভক্ত হবে। আসা যাওয়া ক্রমে অনেক বার হবে। বিচ্ছেদ ক্রমে শেষ হয়ে মিলন গাঢ়তর হইবে। আমরা সিদ্ধ হই নাই তার অনেক দোষ, কিন্তু তবু অনুসন্ধান করে দেখা উচিত যে আমরা ক্রমে সিদ্ধির দিকে যাইতেছি। আমাদের প্রেম,

জ্ঞান, ধর্ম্ম, নীতি এক জিনিষ। আমাদের খাওয়া পরা বেড়ান আর যোগ ভক্তি সাধন, এ এক জিনিষ। পরমেশ্বর, এ প্রশ্ন কি আমরা উপেক্ষা করিতে পারি? আমরা যে হরির সঙ্গে বসি তা ক্রমে জমাট হইতেছে কি না দেখিব। হে পরমেশ্বর, ঠিক যেন নেশাখোরের অবস্থা হয়। সুরাপান করিতেছে না বটে, কিন্তু যা করা হয়েছে তার নেশা রয়েছে। তেমনি জীবন ভাব কাজ চিন্তা একটা ভাবে মগ্ন হয়ে রয়েছে। ফাঁকের ঘরটা ধর্ম্ম আসিয়া দখল করিবেন। তোমার দখল সব জায়গার উপর হইবে। হে দয়াল হরি, প্রথমে খণ্ড খণ্ড ভূমি অধিকার করিলে, করিয়া ক্রমে ক্রমে উপাসনা সাধন দৈনিক আচার ব্যবহার প্রস্তুত করিয়াছ। এবার বলিতেছ, এই যে মধ্যে মধ্যে ফাঁক আছে তাহাও অধিকার করিব। যেখানে পাপের অধিকার করিবার সম্ভাবনা আছে তাহাও পূর্ণ করিব। হরি হে, তোমার কাছে সাধকেরা এই ভিক্ষা চায় যদি মাত্রা বাড়াইয়া এই ফাঁকের ঘর গুলো পূর্ণ করিয়া দাও, তা হলে অবিচ্ছেদে তোমাকে পাইয়া সুখী হই। হে দয়াময়, যদি তোমার এত রূপ, এত লাবণ্য, এত সৌন্দর্য্য আছে তবে তাহা ঢালিয়া দিয়া ফাঁকের ঘরগুলো বুজিয়ে দাও; দিয়ে এমনি করে মন প্রস্তুত কর যেন তোমার কাছে বসেই আছি, বসে নাই, অথচ বসে আছি। মদ খাচ্চি না, অথচ নেশা আছে। ভিতরে চক্ষের জল পড়িতেছে, কিন্তু বাহিরে পড়িতেছে না।

ভাই বন্ধুদের সঙ্গে বসে আছি, গল্প করিতেছি, বেড়াই-তেছি, মনটা তোমার কাছে পড়ে আছে। দয়াময়, সিদ্ধির অবস্থাটা দয়া করে এনে দেও। বাহিরের কর্ম্ম করিলেই যে হরির কাজ ছেড়ে দেওয়া হইল তা নয়। বাহিরে ভাত খেলেই যে হরিরূপসুধা পান ছেড়ে দিলাম, তা নয়। বাহিরের হাত সংসারের ধন মান ঐশ্বর্য্য স্পর্শ করিয়া সুখী হউক। ভিতরে ব্রহ্মপাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া সুখী হউক, বাহিরের চক্ষু সংসারের জিনিষ দেখুক, ভিতরের চক্ষু ব্রহ্মরূপ দেখুক। ভিতরের মন কেন অবকাশ পাইবে? হরি, ফাঁকের ঘর গুলো বুজিয়ে দাও, মধ্যে মধ্যে ঢের গর্ত্ত আছে। সমস্ত দিন তোমার কাছে বসিলেও মন তৃপ্ত হয় না। তোমার উপর বাসনার পর বাসনা, লোভের পর লোভ, ভক্তচিত্তকে হরণ করে। হরি, এই বিচ্ছেদের ফাঁক গুলো ভরাট করে দাও। সিদ্ধেশ্বরী, তোমায় ডাক্‌তে আরম্ভ করে বরাবর চলে যাব, এক দিনেরটা আর এক দিনের সঙ্গে মিলে যাবে, এক বৎসরটা আর এক বৎসরের সঙ্গে মিলে যাবে, এখান হইতে সেই বৈকুণ্ঠধামে গিয়া মিলিবে। দয়া-ময়ী, এমন আশীর্ব্বাদ কর, এমনি করে তোমাকে ডাকিতে ডাকিতে সিদ্ধির অবস্থা পাইয়া প্রেমের ঘোরে পড়িয়া চির দিনের মত শুদ্ধ এবং সুখী হতে পারি, কৃপাময়ী, অনুগ্রহ করে এমন আশীর্ব্বাদ্ কর তোমার চরণে এই প্রার্থনা। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সচ্চিন্তা।

১৩ ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮১।

হে দীন দয়াল, হে অগতির গতি, কথায় বলিয়া থাকে সঙ্গী দ্বারা মানুষের চরিত্র নির্ণয় করা যায়। যারা সৎসঙ্গের অনুরাগী তারা নিশ্চয় সাধুতার অভিলাষী। যে সাধুতা চায় না. সে অসাধুদের সঙ্গে থাকিতে ভাল বাসে, যে বিশ্বাস চায় না, সে অবিশ্বাসিদের কথা শুনিতে ভাল বাসে.যে মিথ্যাবাদী হয়, সে মিথ্যাবাদীদের সঙ্গে থাকিতে ভাল বাসে। হরি, এটিও আমারা বলিতে পারি যে, চিন্তা দ্বারা লোকের চরিত্র বুঝা যায়। ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ সর্ব্বদা সাধুচিন্তা করেন। কিসে নববিধান প্রচার হবে, কিসে বঙ্গদেশ উদ্ধার হবে, কিসে পরের দুঃখ যাবে, সর্ব্বদা এই ভাবনা তাঁর মনে। চিন্তা যদি কুপথে যায়, বুঝা গেল মানুষ ভাল নয়। যে ভাল সে যাই একাকী বসেছে, অমনি ঈশা, যুধিষ্ঠির, শ্রীগৌরাঙ্গ পুণ্যবেশ পরিয়া হৃদয়ে আসিলেন। মন ভাল হলে অবকাশ হলেই ভাল চিন্তা মনে আসে। বিষয়ীর মনে কেবল কি খাব, কিরূপে সুখে থাকিব, এই সব চিন্তা আসে। হে ঈশ্বর, চিন্তা আমাদের শত্রু, চিন্তা আমাদের মিত্র। চিন্তা দ্বারা বুঝা যায়, আমরা তোমার কি, তোমার নয়। কেবল উপাসনা করিলে বুঝিতে পারা যায় না, আমি কি রকম লোক। যখন সাধন ও ভজনের

সময় চলিয়া গেল একাকী পড়িলাম, যখন যা ইচ্ছা করিতে পারি, তখন কি চিন্তা করি তাহাতে বুঝিতে পারা যায়, আমার মন কিরূপ। স্বাধীন হইলে, একটু ছুটি পাইলেই চিন্তা যদি নরকে যায় ও শয়তানের পায়ের কাছে গিয়া পড়ে, তবেত বড় ভয়ানক। পিতা, দয়াময় তুমি দয়া করে, চিন্তা গুলোকে সচ্চিন্তার তেজে পূর্ণ করিয়া রাখ। সাধু চিন্তা সচ্চিন্তায় অত্যন্ত সুগন্ধ। মলিন লোকের চিন্তা কেবল, ভক্ত নয় তবু লোকে কিসে ভক্ত বলিবে, ধ্যানশীল নয় তবু লোকে ধ্যানপরায়ণ কিসে বলিবে। এ সব যে করে, সে লোক ভাল নয়। ভাল ভাবিলে ভাল, মন্দ ভাবিলে মন্দ। ভাল লোক ভাল ভাবে, মন্দ লোক মন্দ ভাবে। দয়াময়ের কাজের বিস্তার কত হইল, মা প্রেমময়ীর কাছে কত লোক গেল, কেন লোকের মন ভাল হইল না, ভাল লোক আবার পড়ে কেন, ভক্ত অভক্ত হল কেন, ঈশ্বর, এই ভাবিব। আবার নিজের সম্বন্ধেও ঢের ভাবিবার আছে। ব্রহ্মপাদপদ্ম কেমন সুন্দর, মনের ভিতর কেমনে নূতন বৃন্দাবন সাজাইব, কেমন করে হৃদয়ে শ্রীগৌরাঙ্গকে ডাকিয়া আনিব, যার রূপ সর্ব্বদা কিরূপে দেখিব, এই সব ভাবনা মনে আসিবে। ভাবিব কেবল নিত্যানন্দের রূপ। মা, তোমার পছন্দ তার উপর পড়েছে, যে খুব ভাবের ভাবুক। যে কেবল কতকগুলি সৎকাজ করে,তাকে তুমি পছন্দ কর না। হে দয়াসিন্ধু, হে প্রেমসিন্ধু,

কেমন করে তোমায় মনের ভিতর এ রকম করে রাখিব। প্রাণের সৌন্দর্য্য তুমি হও, বক্ষের সৌন্দর্য্য তুমি হও, চক্ষের সৌন্দর্য্য তুমি হও। চিন্তামণি, আমার হৃদয়ের সচ্চিন্তা তুমি হও। দিন রাত্রি তোমাকে ভাবিব। তোমার রূপের ডালি খুলে খুব ভাবিব। ভেবে ভেবে তোমাতে ডুবে যাই, ভাবের স্রোতে ভেসে যাই। যার চিন্তা খারাপ, সে কেমন করে তোমাকে দেখিবে? তার মনে যে আগুন জ্বলিবে। সর্ব্বদাই ঐ নাম গান করিতেছে, ভাবিতেছে, তার মনেই সচ্চিন্তা। হে মঙ্গলময়ি, দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর যেন সংসারের নীচ চিন্তা মায়া ভাবনা ছেড়ে, মার কেমন রূপ, মা কেমন সুমিষ্ট, ভাবিতে২ খুব শুদ্ধ এবং সুখী হই, মা, তুমি অনুগ্রহ করে এমন আশীর্ব্বাদ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

দয়াব্রত।

২০ এ সেপ্টেম্বর, ১৮৮১।

হে দয়াসিন্ধু, ভক্তদের জীবনের একটি আদর্শ আছে, ছবি আছে, তদনুসারে তাঁরা চলেন। আমাদের জীবনের আদর্শ আমরা দেখিতে পাই না। হে পরম পিতা, ভক্ত স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধ পথ অবলম্বন করেন। যা খুসি করিতে

পারেন না, যত যুগের, যত দেশের যত ভক্ত ভক্তির নিয়ম পালন করেন, যোগীরা তোমার নিয়ম পালন করেন। আমরা কোন নিয়ম পালন করি না। ভক্ত যাঁরা, দয়া করেন, সকলের খুব সেবা করেন। হে হরি, আমাদের মধ্যে সে নিয়ম দেখি না। ভক্ত হইলে বৈরাগ্যের নিয়ম ধরিতে হয়, কতকগুলো সুখ বিলাস ছাড়িতে হয়, কতকগুলো কষ্টকর ব্যাপার করিতে হয়। ভক্ত হইলে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া শুদ্ধতার পথে চলিতে হয়। এই সব নিয়ম ভক্তেরা যে অনেক কষ্ট করে করেন তা নয়, সহজে সেই পথে, সেই নিয়মে চলেন। যে নিয়মিতরূপে খানিক খানিক যোগের পথে চলে না, তাকে ত যোগী বলা যায় না। পিতা, এ যদি ঠিক হয়, আমাদের জীবন তার অনেক দূরে পড়ে আছে। আমাদের দান ধ্যানের নিয়ম নাই। আমরা বিশেষ বিশেষ লোকের উপর দয়াব্রতের ভার দিয়া রাখিয়াছি। অন্যের উপর সব বিষয়ের ভার দিয়াছি, পাঁচ জনকে বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছি, কিন্তু প্রতি জন যে দয়াতে বর্দ্ধিত হইতেছেন, তা নয়। স্ত্রীলোকদের ত কথাই নাই। নিয়মিত অতিথিসেবা বা দান কেহই করে না। দয়াময়, তোমার সন্তানেরা যদি নির্দ্দয় হয়, তা হলে মঙ্গলপাড়া নাম কেমন করে হবে? অধার্ম্মিক পাপী দুঃখীদের জন্য যদি আমাদের প্রাণ না কাঁদে; তা হলে আমাদের মন ত বড় কঠিন হইল। দুঃখীর প্রতি যদি ক্রমাগত দয়া না করি, উপাসনার

স্বরে যে তোমাকে বলিব "হে দয়াল ঈশ্বর," অমনি আকাশ ও স্বর্গ চীৎকার করে বলিবে, "কপট মানুষ থাম, যে দয়া করে না মানুষকে, সে দয়া পাবে না।" প্রেমময়, দয়া যে একটি স্রোত, যা জীবনে কখনও থামিবে না। দয়াময়, সকল বিষয়ে নিয়মবদ্ধ করে দাও, জিতেন্দ্রিয় করে দাও, দয়াব্রত দাও, আমাদের স্বেচ্ছাচারীর জীবন, ধার্ম্মিকের নয়। দিন যায়, রাত্রি যায়, বৎসর যায়, স্বেচ্ছাচারী আর ব্রতধারী হল না। এ জন্য কাতর ভাবে, নববিধানের দেবতা, তোমার কাছে এই প্রার্থনা করিতেছি, দান ধ্যান ব্রতে তোমার সন্তানদের জীবন ব্রতধারী করে শুদ্ধ এবং সুখী কর। অত্যন্ত গরিব যে সেও দয়া করিতে পারে। কিছু চাল, কিছু ভাত, একখানা ছেঁড়া কাপড় এ সকলেই দিতে পারে। দয়াল, তোমার নাম করে যে এক মুটো চাল রেখে দেয়, তাকেই ধার্ম্মিক বলি। দয়া হৃদয়ের ভিতর করি, দুঃখীর দুঃখমোচনের ভার সকলেরই উপর। এ ব্রতে সকলে বাঁধা আছেন। কেউ যেন মনে না করেন যে, স্বেচ্ছাচারী হবার জন্য আমি এ ধর্ম্মসমাজে আছি। সকলকে দয়াব্রতে বাঁধ। হে দয়াময়, হে কৃপাময়, হে মঙ্গলময়, কৃপা করে এমন আশীর্ব্বাদ কর, যেন স্বেচ্ছাচার ত্যাগ করে তোমার দয়াব্রতের নিয়মে বদ্ধ হইয়া শুদ্ধ এবং সুখী হইতে পারি, তুমি এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো.]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

হরিভোগ মোহনভোগ।

২১ এ সেপ্টেম্বর, ১৮৮১।

হে প্রেমস্বরূপ, হে সন্তানবৎসল, এমনি উদার তুমি, যে তোমাকে যে ভাবে সাধন করে তাকে সেই ভাবে দেখা দাও। যে বলে যোগ করব তাকে সেই ভাবে, যে বলে ভক্ত হব তার কাছে সেই ভাবে দেখা দাও। কত ভাবে, হে ভক্তবৎসল, ভক্তের কাছে তুমি প্রকাশিত হও। এত বড় ব্রহ্মাণ্ডের রাজা হয়ে মানুষের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেছ। যতগুলি রূপ সব সুন্দর। কোনটি অগ্রাহ্য কত্তে পারি না। হে জগদীশ্বর, এ সকল প্রেমবর্ষণ করিতেছ বলিয়া তুমি আমাদের অত্যন্ত প্রিয় হইয়াছ। আমরা আগে জানিতাম না যে এত প্রকারে তোমাকে পাওয়া যায়। এ সব স্বর্গের কারখানা কে বুঝিবে? হে পিতা, মানুষেরা বিবাদ কলহ করিতে লাগিল, কিন্তু বাহিরে এত গালাগালি খাইতেছি বটে, ভিতরে যে কি সুখে আছি, তা কেবল, হরি, অন্তর্যামী, তুমিই জান। এই সুখবর্ষণের সময় এই প্রার্থনা, দিন দিন সুখবর্দ্ধন কর।

হরি যেমন মনের বাসনা পূর্ণ করিতে পার সুখ দিতে পার এমন আর কেউ নয়। অতএব এ সময় বাহিরের লোকদের কাছে আমরা যত অপমানিত হইতেছি, তত এ সময় হরি সম্ভোগ যে বড় সুখের জিনিষ তা যেন বুঝিতে পারি। হরিভোগ, মিষ্ট ভোগ। অতি চমৎকার স্বর্গীয় ভোগ এই

বুঝিতে দাও। পৃথিবীতে কেবল কষ্ট ভোগ। যথার্থ সুখ-ভোগ, শান্তিভোগ, মোহনভোগ কেবল হরিভোগ। নির্জনে তাঁর কাছে বসে কেবলি তাঁর মুখশ্রী দেখা এটি কেবল হরিভোগ। কত রকম হরিভোগ আছে কে জানে? যার যত দুঃখ আছে এই হরিভোগদ্বারা দূর কর। প্রভু হে, অন্তরের অন্তরে নিমীলিত নয়নে যখন হরিভক্ত হরিকে ডাকেন, দর্শন করেন, তখন যে কি সুখভোগ করেন! নির্জন কুটিরে সকলে যেন হরিকে দেখেন এবং হরির সঙ্গে কথা কন। হে প্রেমসিন্ধু, প্রাণমোহন, হৃদয়মোহন যে বস্তুতে হয় সেই যে হরি, তা ভাল করে বুঝিতে দাও। হরির কাছে চুপ করে বস্‌লে যে সুখ ভোগ হয় তার মতন আর নাই। তাতেত আর কষ্ট ভোগ নাই। পৃথিবীর ভোগ এমনি, যে বেশী করে ভোগ করিলে অরুচি হয়, ভাল লাগে না। তোমার ভোগ সব ভোগকে ছাড়িয়ে উঠে। হরির সহবাস, রূপ ও সৌন্দর্য্য ভোগ, এ যেন সব ভোগের চেয়ে মিষ্ট হয়। তাহলে কষ্ট ভোগ করিতে যাব না। তোমার সুখভোগে ভোগী কর, এমন শান্তিভোগ সুখভোগ আশ্চর্য্য মোহনভোগে এমন মোহিত কর যেন আর অন্য ভোগের জন্য মন না যায়। হে দয়াময়, হে কৃপাসিন্ধু, দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর যেন হরিসম্ভোগে প্রাণ মত্ত হয়ে দিন দিন শুদ্ধ এবং সুখী হয়, এই তোমার চরণে প্রার্থনা। [মো] শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

এই দলেই পরিত্রাণ।

২২এ সেপ্টেম্বর, ১৮৮১।

হে দীনদয়াল, হে সন্তানবৎসল, তোমার দলটি—তোমার ভক্তেরা এস্থানে আরাম পায় না। তোমার পাড়া তোমার বিশ্বাসীদের কাছে স্বর্গ হয় নাই। হে ঈশ্বর, আমরা বৃন্দাবনেকে ঘৃণা করিয়াছি, এবং যে সকল বাড়ীতে তোমার পূজা হয়, উপাসনা হয়, সে স্থান এখনো আমাদের নিকট মনোহর হয় নাই। তোমার অনুগত ভক্তেরা কত দূরে দূরে বেড়াইতেছেন। তাঁরা ইচ্ছা করিয়া গিয়াছেন, কারণ এখানে আরাম হয় না। ক্রমে ক্রমে হয়ত অবশিষ্ট সন্তানেরাও যাবে এবং এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হবে যে উপাসনা কাহারও ভাল লাগে না। হে ঈশ্বর, আমরা নিরাশাতে পূজা করিতেছি। দশ বৎসর কুড়ি বৎসর সকলের সঙ্গে মিলিয়া ভজন সাধন করিতেছি, হরি হরি করিতেছি, কিন্তু উপাসনার মধুরতা কমিতেছে। অধিক কাল একটা কাজ করিলে আর ভাল লাগে না। এটি কালের দোষ না আমাদের দোষ? যাঁদের সঙ্গে অনেক দিন হইতে কীর্ত্তনাদি করিতেছি তাঁদের উপর অরুচি হইতেছে। প্রচ্ছন্ন ভাবে উপাসনার উপরও হইতেছে। এজন্য মনে হইতেছে ক্রমে ক্রমে সকলে বিদেশে যাবে। কারণ সেখানে প্রচারক হইলে এসব পুরাতন মুখ দেখিতে হইবে না। হে

ঈশ্বর, এই সব পুরাতন বন্ধুদের ছাড়িতে ইচ্ছা হইয়াছে। এখানে প্রচার করিব না কিন্তু অন্যান্য স্থানে, তোমার ভক্তদের মনে এ রকম ইচ্ছার উদয় হয়েছে, স্পষ্ট দেখ্‌ছি যে একটি দুটি নয়, অনেকের মনে হয়েছে। এদের সঙ্গে আর গোল করিব না, স্বতন্ত্র থাকিব, বিচ্ছিন্ন থাকিব,এ রকম মনে হয়েছে। দয়াময়, সুখস্থানের গৌরব হ্রাস হইয়াছে। বৃন্দাবনের উপর গৌরব কমিয়াছে; উপাসনা স্থানাদির উপর অনুরাগ বিহীন হইয়াছে। হে হরি, শেষাবস্থায় কেন এ রকম হইল? ক্রমে ক্রমে যদি সকলের মন সরে যায়, কি হইবে? তাহলে সকলের কাছে কি এই বুঝাইব যে বিদেশে বেশ নিষ্কণ্টকে সুখে প্রচার করি, ধর্ম্ম সাধন করি, অমঙ্গলপাড়ায় থাকিলে শরীর মন জর্জ্জরিত হয়। হে পরমেশ্বর, এ কথা যদি লোকের মধ্যে হয় আমরা বলিব, মিথ্যা কথা। এ দলেই আমাদের মঙ্গল, আমাদের পরিত্রাণ। এত কালের বৃন্দাবন, জগন্নাথক্ষেত্র, কাশীধাম কি মহিমাবিহীন হইল? এ সকল দলের লোক কি অবিশ্বাসী পাপাচারী পাষণ্ড হইল, আর অন্য দলের লোক কি বৈরাগী ভক্ত ব্রহ্মচারী হইল? হে পিতা, এ দল ছেড়ে যদি সকলে বিষয় কর্ম্মে গিয়া নিযুক্ত হয়, তবে কি বৃন্দাবনের মহিমা যাইবে? যদি এ সব ঘটনা হয় তথাপি এ দল তোমার চরণ ছাড়িবে না। হরির দলে মিশিয়া হরিকে ডাকিব। হরি, তোমার উপাসনা যেন আমাদের বিষ না হয়। বার বার শ্রীহরি

শ্রীহরি বলে প্রাণ জুড়ান যেন এই বৃদ্ধ ভক্তদের গৌরব এবং সুখ হয়। বৃদ্ধ ভক্তের আর কিছু নাই, কেবল আছ জননী। দলবল লইয়া এক জায়গায় পড়িয়া থাকিব এই চাই। পরস্পরের চাকরের মত হইয়া তোমার চরণে পড়িয়া থাকিব, ইহাই বিধানের অভিপ্রায়। দয়ালু হরি, শ্রীবৃন্দাবনের গৌরবমুকুট রক্ষা কর। হে প্রেমময়ি, হে মঙ্গলময়ি, তুমি এমন আশীর্ব্বাদ কর যেন উপাসনার অনুরাগ দিন দিন বৃদ্ধি হয়ে এ বৃদ্ধ বয়সে তোমার প্রতি অচলা ভক্তি হয়ে শ্রীবৃন্দাবনের মহিমা সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষা করিতে পারি, দেবি, দয়া করে এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বাড়ীই তীর্থ।

২৩ এ সেপ্টেম্বর, ১৮৮১।

হে প্রেমময় শ্রীহরি, যে বাটীতে অষ্ট প্রহর থাকিতে হয় তা যদি শুদ্ধ না হয়, তবে জীব কি সাময়িক পূজায় শুদ্ধ থাকিতে পারে? বাসস্থান মানুষের চরিত্রকে গঠিত করে। আমাদের বাসস্থান যেমন, চরিত্র সেরূপ। শুধু উপাসনা করিলে কি হবে? তাতে কি চরিত্র ফেরে? যার বাটীর চারি দিকের ঘরের প্রাচীর পাপ, সে ত সর্ব্বদা পাপ দেখি-বেই। এজন্য সব ধর্ম্মে দেখা যায় তীর্থভ্রমণ তীর্থদর্শন

রীতি আছে। কেন না স্থানটা পবিত্র চাই। তোমার নববিধানের সাধক আর কোথায় যাবেন? তাঁর ঘর দেবঘর হইবে। বাড়ী ঈশ্বরের ঘর এটা কেবল অনুমান করিলে হইবে না। বাটী দেবালয় এখনও হয় নাই। কলিকাতা হইতে হিন্দু কাশী গিয়া বিশ্বেশ্বরের মন্দির স্পর্শ করে, মনে করে শরীর শুদ্ধ হইল। বাটী স্পর্শ এমনি জিনিষ। আমরা কি বাড়ী স্পর্শ করে বুঝিতে পারি যে শরীর পবিত্র হইল? ঠিক কাশীতে ঠাকুর ঘরের সিঁড়ি দিয়া উঠিলে হিন্দুর যেমন মনে হবে শরীর শুদ্ধ হইল, আমাদের কি তা হয়? অন্তর্যামি, আমরা যে যে বাড়ীতে থাকি তা কি শুদ্ধ মনে হয়? আমাদের বাড়ী যেন একটা সরাই, গোলমাল করিবার স্থান, যেন একটা গুদাম। যেখানে শ্রান্ত জীব ঘুমায়, ক্ষুধিত জীব মরে, মানুষেরা আমোদ করে, সেই রকম পৃথিবীর বাড়ী গুলিকে মনে করি। আমরা বাড়ীকে দেবালয় মনে করে বৃন্দাবনে বসে হরি পূজা, হরি সেবা করিতেছি তা মনে করি না। দয়াময় হরি, এ অধর্ম্ম কি যাবে না? বাড়ীকে কি তীর্থ মনে করিব না? আমরা হরির বাড়ী মনে করিব। মনে করিব বিশ্বেশ্বর যেখানে মন্দির করেচেন সেখানে আসিয়া বসিয়াছি। করুণাসিন্ধু, এ বাটীতে থেকে স্বর্গের বাটী মনে করে যেন আমরা শুদ্ধ হতে পারি। উপাসনাও দুই ঘণ্টার জন্য। চব্বিশ ঘণ্টা যেখানে কাটাতে হবে সে

স্থান শুদ্ধ কর। দয়াময়, উভ বুদ্ধি দাও। বাড়ী বৃন্দাবনের অন্তর্গত। চারিদিকে প্রেমের ব্যাপার রয়েছে। শুদ্ধধাম, প্রেমধাম। মনে ও প্রাণে ঠিক বৃন্দাবন দেখিতে হইবে। সব পরিশুদ্ধ, যখন দেয়াল ছুঁইব ঠিক যেন হরিকে স্পর্শ করিতেছি, এটি বিশ্বাস করিতে দাও। হে দয়াময়, হে মঙ্গলময়, দয়া করে এই আশীর্ব্বাদ কর যেন আমাদের বাসস্থানে থেকে বৃন্দাবনের পুণ্য শান্তি লাভ করিতে পারি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আমাদের জীবন আশ্চর্য্য জীবন।

২৪ এ সেপ্টেম্বর, ১৮৮১।

হে প্রেমময়, হে গতিনাথ, আমাদের জীবন আশ্চর্য্য জীবন, কেন না এত কালর ভিতর আমরা এত ভাল হয়েছি। মানুষ হয়ে আমরা ভগবতীর পা স্পর্শ করি, দেখি, আবার ভগবতীর চরণ স্পর্শ করেও সংসারের কীটের মত হই, লোকের প্রতি অত্যাচার করি। এ বিষম সমস্যা কিরূপে বুঝিব? এ পশুর হাড় পশুর শরীর, ইহার ভিতর যোগ ভক্তি কিরূপে হয়? আরো আশ্চর্য্য, যে শরীরে সর্ব্বদা শ্রীবৃন্দাবন চলিতেছে সেই শরীরে পশু বাস করে কি করে? আশ্চর্য্য এই যে এত বৃদ্ধ হইতে চলিলাম, ইহার ভিতর যৌবনের আশা উদ্যম তেজ কেমন করে রয়েছে। আবার ইহাও

আশ্চর্য্য ইহার ভিতর জড়তা অবসন্নতা আস্‌ছে, মানুষ মুহ্যমান হইতেছে। এইত আমরা জড়ের মত লোক। ইহার ভিতর ঈশ্বর আছেন বার বার বলিতেছি। এই যে আস্তিক শরীর ইহার ভিতরেও আবার "ঈশ্বর কৈ, ঈশ্বর কৈ" আমার কুস্বভাব বলে। ইহাও আশ্চর্য্য, উহাও আশ্চর্য্য। আশ্চর্য্য যে আমরা এত গুলি লোক, ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের লোক, একত্র হয়ে রয়েছি। রক্তের টান নাই, কোন সম্পর্ক নাই অথচ এক জায়গায় আছি ইহা আশ্চর্য্য। আরো আশ্চর্য্য এই, কুড়ি বৎসর এক সঙ্গে এক স্থানে থাকিয়া ঝগড়া করি, পরস্পরকে পর ভাবি। এই যে পরস্পরবিরুদ্ধ জিনিষ দুটি থাকে কি করে বল দেখি? বেশ সকাল হয়েছে, আলো হয়েছে, তার ভিতর রাত্রির অন্ধকার। কিছু টাকা নাই, অথচ এত টাকা খরচ করিতেছি, আর এত টাকা খরচ করিতেছি, তবু দৈন্যতার চোকের জল, ক্লেশ যায় না। ধর্ম্মের ভিতর অধর্ম্ম এত ভয়ানক, আবার অধর্ম্মের ভিতর এত ধর্ম্ম, এত কত বড় ব্যাপার। ধনের ভিতর দুঃখ, আবার দুঃখের ভিতর ধন। সবই আশ্চর্য্য। এ সব চেয়ে আশ্চর্য্য যে এত খারাপের ভিতর এত ভাল কি করে হয়? এখনও ভক্তির কথা বলি, যোগের পথে চলি। এ আশ্চর্য্য যে তোমার পদারবিন্দ এ পাঁকের ভিতর থেকে উঠেছে। এ বড় আশ্চর্য্য, দয়াময়। হে কৃপাসিন্ধু, দয়া করে আমাদিগকে এমন আশীর্ব্বাদ কর যে এমন জঘন্যতার ভিতর

থেকে যে এত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ব্যাপার হইতেছে তা দেখে আমরা খুব চমৎকৃত ও বিস্ময়াপন্ন হই এবং দিন দিন তোমার চরণে আরো শরণাগত হই, দয়াময়, তুমি এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

দুর্ব্বোধ হরি।

২৫ এ সেপ্টেম্বর, ১৮৮১ !

হে দয়াময়, হে আশ্চর্য্য ক্রিয়ার কর্ত্তা, বিধাতা, ভুবন মধ্যে তোমার যে সকল অলৌকিক আশ্চর্য্য কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, তা দেখে লোকে নানাপ্রকার কথা তুলিতেছে। বুঝিতে পারিতেছে না, ভাবের ভিতর প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। পরিহাস করিতেছে, বিদ্রূপ করিতেছে, নিন্দা করিতেছে, বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে। পরমেশ্বর, আমরা যে এসব দেখিতেছি না, শুনিতেছি না, তা নয়, খুব দেখ্‌চি, শুন্‌চি, উপায় উদ্ভাবন করিতেও চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু মন বলে হরিনামের শত্রুকে যদি শাসন করিতে হয়, আরো হরিনাম করিতে হইবে। কথাটি সহজ, মন্ত্রটি অসাধারণ। আমরা বোঝাতে চেষ্টা করিলাম কিন্তু নির্ব্বোধেরা বুঝিল না। পরিহাসকারীরা আরো পরিহাস করিতে লাগিল। তোমার কার্য্য তাদের নিকট

আরো দুর্ব্বোধ হইল। অগ্নি আর জল এক হইল। বুঝিতে পারা আরো শক্ত হইল। যে হরিনামরসে মাতে নাই, সে কখন প্রমত্ত ব্যক্তির খেলা বুঝিতে পারে না। যে নেশা করে নাই, সে কখন নেশার মত্ততা বুঝিতে পারে না। যে কখন বৃন্দাবনে যায় নাই, সে তার মধুর ব্যাপার বুঝিতে পারে না। শুষ্ক মরুভূমিতে বসিয়া যমুনাজলের লীলা বুঝিতে পারে না। তবে বল কিরূপে লোকের কাছে এসব অনুভূত হবে? হরি, হাসি পায়, সরল সহজ ধর্ম্মের কথা যা শিশু ধ্রুব প্রহ্লাদ বুঝিতে পারিয়াছে, তা বড় বড় বিদ্বানেরা বুঝিতে পারে না। সোণার গৌরাঙ্গ পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য আপনাকে সন্ন্যাসী করিলেন, কিন্তু তাঁর বৈষ্ণবধর্ম্ম সকলের কাছে ঘৃণিত। এখনো চৈতন্য সভ্যসমাজে স্থান পান নাই। সকলে তাঁকে দূর দূর করে। তৈল আর জল যেমন, হরিনাম আর সভ্যতা তেমনি। আমরা সেই হরিনাম পুনরুদ্ধার করিতেছি। আমাদের প্রাণের হরিনাম লোকের কাছে অপমানিত হইল ইহা সহ্য হয় না। লোক গুলো যে জ্বালাতন করে। হরিনাম শুনিবে না, হরিনাম লইবে না, ভক্তির কথা শুনিলে খড়্গহস্ত হয়, ইহার উপায় কি নাই? পৃথিবী কি চিরকাল হরির বিরোধী থাকিবে? এ সব ভাবিয়া বড় ভাবনা হয়। কিন্তু আবার ভাবি উপায়ত আছে। যেমন লোক হরিনাম চায় না, আরও হরিনাম করিব। গুরু, উপদেশ দাও;

তোমার উপদেশ খুব ভাল, মানুষের উপদেশের মত নয়। তারা বলে, "তোমাদের হরিনামকে লোকে গালাগালি দেয়, তোমরা তাদের সঙ্গে তর্ক কর, তাদের দেবতাকে গালাগালি দাও;" কিন্তু তুমি বল, যে হরিনাম চায় না তার কাণের কাছে অনেক বার হরিনাম কর। হরি, আমাদের রাজা বল, মন্ত্রী বল, সহায় বল, সম্পদ বল সব তুমি। হরি, তুমি না বুঝাইলে বুঝে কে? আবার তুমি বুঝাইলে না বুঝে কে? হরি, তোমাকে অগ্রাহ্য করে? আনন্দময়ী মা হয়ে তুমি পৃথিবীতে এলে, তোমাকে কেউ মানিবে না? হরিনাম করিয়া জিতিব, ভক্তিতে কাঁদিয়া জিতিব। তোমার যে মিষ্ট নাম আমরা বুঝেছি। হরিপ্রেমে মাতিয়া বিরোধী-গণকে পরাজয় করিব। হরি যার, জয় তার। হরি বিমুখ হইলে বিদ্যা বুদ্ধি থাকিলেও কিছু হইবে না। হে প্রেমময়, আমাদের ভালবাসার বস্তু, হৃদয়ের বস্তু, তোমাকে বার বার বলিতেছি, আমাদের যেমন বয়স বাড়্‌চে, যেমন আর কোন কর্ম্ম নাই, একগুণ হরিনাম দশগুণ হবে। হরিনামের ধ্বনিতে উত্তর দক্ষিণ জয় হবে। প্রেমের তরঙ্গে সব ভক্তেরা জয়ী হইয়াছেন, আমাদের কেন হবে না? বড় বড় ইংরাজ পাদ্রী, মুসলমান সকলকে জয় করিব। যদি হরিনামে চক্ষুর জল পড়ে, ভক্তি হয়, যদি সরল হই, অবশ্য জয় হবে। ভক্তির কাছে কেউ দাঁড়াতে পারে না। হায় ভক্তগণ, তোমরা কোথায় রহিলে? তোমাদের দৃষ্টান্ত

পাঠাও। আমরা অত্যন্ত ভাবিত হইয়াছি। কি করিলে দুর্ব্বোধ হরিকে লোকের নিকট বুঝাইতে পারিব? হরি, তুমি আমাদের সর্ব্বস্ব। কাঙ্গালের আর কি সম্বল আছে? হরিনাম আমাদের ধন। বৈরাগ্যের ছেঁড়া কাপড় দাও। দয়াল, ইহা দেখাইয়া বুদ্ধ পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন। এক রাজার রাজ্য ছেড়ে আর এক রাজার রাজ্য পেলেন। এক রাজমুকুট ছেড়ে আর এক রাজমুকুট পেলেন। তোমার ভক্ত ঈশা কি হলেন? বৈরাগী হয়ে স্বর্গের দেওয়ান হলেন। হরিভক্তির মত জিনিষ নাই। আমাদের ভক্তি কম, তাই অগ্রসর হইতে পারি না। তোমার কোমল চরণে এই পাপভারাক্রান্ত মাথা যদি আরো ভাল করে রাখিতে পারি তবেই হবে। আরো ভাল করে প্রেমের সাধন চাই। স্বর্গের ভক্তি এনে দাও। তোমার প্রেমে এখনো ভাল করে জখম হই নাই। আরো জখম কর। হে প্রেমসিন্ধু, হে দয়াময়, দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর যেন আমরা হরিনামে খুব মত্ত হইয়া পৃথিবীর নিকট জয়ী হইতে পারি, তুমি এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

দ্বিজত্বের সুগন্ধ।

২৬ এ সেপ্টেম্বর, ১৮৮১।

হে ঈশ্বর, হে জীবন্ত দেবতা, তুমি কৃপা করে স্পষ্টরূপে বল ব্রাহ্মণের ঘরে আর চণ্ডালের ঘরের কি প্রভেদ। কি কি লক্ষণ থাকিলে দ্বিজপরিবার হয়, কি কি লক্ষণ থাকিলে চণ্ডালপরিবার হয়? দিন দিন আমাদের পরিবার দ্বিজ হইতেছে না চণ্ডাল হইতেছে? আমরা কেবল উপাসনা করিলে স্বর্গে যাব না, কিন্তু আমরা যে বাড়ীতে যে পরিবারে থাকি তা সাত্ত্বিক হইল কি না তার উপর আমাদের পরিত্রাণ নির্ভর করিতেছে। পিতা, আমরা ব্রাহ্মসমাজে চণ্ডালপরিবারের আদর্শ দেখাইতেছি। এক দিন সংসারের বিশৃঙ্খল হইল, মুখ ভার হইল, আর হরিনাম ভাল লাগে না। আবার এক দিন পাঁচটা টাকা পাইলাম মুখ খুসি হইল। এই রকম আমাদের যদি ভাব হয় তবে আমরা চণ্ডালপরিবার। পৃথিবী জিজ্ঞাসা করিতেছে, তোরা ব্রাহ্মণ না চণ্ডাল? তোরা বেদ পাঠ করিস্ না কেবল চামড়া নিয়ে থাকিস্? এ আত্মা নয় সব মাংস আর চামড়া। শ্রীহরি, যেখানে জেয়াদা চামড়ার গন্ধ, সেখানে তুমি থাক না। তুমি মুচি পাড়া ছেড়ে পালাও। এত মুচি এখানে? চামড়ার ব্যবসা চলিতেছে, ইহার ভিতর হরি আসিবেন কেন? আমার হরি, যেখানে গোলাপের গন্ধ, চন্দনের ধূপ

ধূনার গন্ধ, সেখানে যাও। আমাদের গায়ে পাপের গন্ধ, বহুকালের চামড়ার গন্ধ। কেবল চাম্ড়া। আত্মা কৈ? উপাসনার সুগন্ধ কৈ? হরিনামের গোলাপ কৈ ফুটেচে? ভক্তির খুব ভাল ফুলোল তেল দেবতারা পাঠিয়ে দিয়েছেন,পাড়ার লোক মাখ্চে, আত্মারাম তাই মাখ্চে, এ খবরত পাই না। আত্মা, পাড়া থেকে কোথায় গেলে তুমি? প্রেমস্বরূপ, ব্রাহ্মণের পরিবার কোথায় বল? যে বাড়ীতে হোম যাগ যজ্ঞ হইতেছে সেই ঋষি পরিবার কৈ? সেখানে উৎসাহের অগ্নিতে সাধনের ঘি ঢালা হইতেছে। ছেলে মেয়ে পুরুষ সকলে ব্রহ্মানলের স্তব করিতেছে। ভক্তির ফুলের মালা গলায় দিয়া দিন রাত্রি, সকালে বিকালে হরিনাম করিতেছে। সন্ধ্যা হলে স্ত্রীলোকেরা ছাদে বসে গল্প করিতে লাগিলেন,সেখানে সব চিদাত্মা দেবীরা এলেন। সীতা সতী সকলে এলেন। সতী বলিলেন, আমি কিছু কষ্ট পেয়েছি বটে, কিন্তু পুণ্যব্রত রক্ষা করেছি। কষ্টের ভিতরও মনের ভিতর একটা সুখ রাখিয়াছি। সীতা বলিলেন আমার মনে হয়, সতীর পতি বিনা কেহ নাই। পতি ছেড়ে সতীর ধর্ম্ম নাই, পতিরও সতী বিনা ধর্ম্ম হয় না। এই রকম সব গল্প হয়। রাত্রি দুইটা বেজে গেল সে বাড়ীর মেয়েরা আর ছাত থেকে নামে না। আকাশের দিকে তাকাইয়াই আছে। চক্ষু দিয়া কেবল জল পড়িতেছে। দাসীরা বলে এ কি? দয়াময়ী, তোমার প্রেমঘরের

অপরূপ খেলার কথা কি বলিব? এ পাড়াকে ধিক্, কেবল চাম্‌ড়া। আত্মা গুলি শুকিয়ে গেল, কেবল শরীর মোটা হইতেছে। হরিনাম ভাল লাগে না, কীর্ত্তন ভাল লাগে না, উপাসনা ভাল লাগে না। হায় রে, আত্মা শুকিয়ে গেল। আত্মার জ্বর হয়েছে। এ পাপজ্বর, ইহাতে অনেকে মরে। কবিরাজ বলেন ভয়ানক রোগ। বাহিরে হঠাৎ দেখা যায় না, ভিতরে লুকান থাকে। যারা উপাসনা করে না তাদের রোগ সারিতে পারে, কিন্তু যারা উপাসনা করে, অথচ ভিতরে ভিতরে ভাল লাগে না, ডুবে ডুবে জল খায়, তাদেরই রোগ শক্ত। কেন না রোগী বলে, ক্ষুধা হইতেছে রোগ নাই, মনে সুখ আছে, এ আসল বিকার। উপাসনা কমিয়ে কমিয়ে, অরুচির খাওয়া খেয়ে, শেষে খেতে বসে পালিয়ে যায়। উপাসনার ঘরে অনেক জিনিষ, দেবালয় থেকে অনেক মিষ্টান্ন এয়েচে, কেউ খায় না। কেউ পাঁচ মিনিট, কেউ আড়াই মিনিট উপাসনা করে পালাল, কেউ ধ্যানের গন্ধেই পালাল। ভয়ানক অরুচি, ভয়ানক রোগ। হরি, বিধানের অভিপ্রায় ইহাত ছিল না যে এখানে চণ্ডালপাড়া নির্ম্মাণ হয়। দ্বিজপাড়া হবে, হরিনাম কসে খাবে, সকলে ভাল ভাল জিনিষ খুব খাবে। কবে দ্বিজনামের গৌরব রক্ষা করিব। আর চাম্‌ড়ার গন্ধ সয় না, হরি। এখানে যখন শ্রীগৌরাঙ্গ যুধিষ্ঠির বেড়ান, নাক টিপে থাকেন। জিজ্ঞাসা

করিলে বলেন "মনের ময়লা, পাপের ময়লা রাশি রাশি গাড়ী গাড়ী যাচ্চে, যাওয়া যায় না।" এ দিকে ঐ ময়লার গাড়ীর দুর্গন্ধ, এ দিকে চাম্‌ড়ার গন্ধ, মনের ময়লার গাড়ীর গন্ধ। আমরা যখন ভাইয়ের শরীর শুঁকিব কেবল উপাসনার আতরের গন্ধ। স্ত্রীলোকদের শরীরে কেবল পবিত্রতার গন্ধ। তা নয়, কেবল দুর্গন্ধ। হে পিতা, পাড়ার লোকদিগকে মুখ ধুইতে খড়ি কিনে দাও, তাতে ভাল কর্পূর মিশিয়ে দাও। হে দীনবন্ধু, সহায় হও। পাড়াকে দুর্গন্ধ হইতে মুক্ত কর। এত চাম্‌ড়ার গন্ধ! দয়াল, চাম্‌ড়ার গন্ধে যাই যে। রক্ষা কর, এ চাম্‌ড়ার ব্যবসা হইতে মুক্ত কর। আমরা ভাল ব্যবসা করি। ভাল ভাল আতর গোলাপ চন্দনের ব্যবসা করি, আত্মার ব্যবসা করি। আত্মারাম জেগে উঠ। মরে গেলে যে! শুকাইয়া গেলে যে! তোমাকে বুঝি হরিনামের দুদ্‌ কেউ দেয় না? উপাসনার ছোলা কেউ দেয় না? কে তোমাকে চাম্‌ড়ার ব্যবসা করিতে পরামর্শ দিল? আমি জানি, সে দিন দেখিলাম তোমার এক জন বলিতেছে, তোমার বাড়ীতে এত কষ্ট কেন? ধার হয়েছে? চাম্‌ড়ার ব্যবসা কর সব কষ্ট যাবে, নগদ নগদ টাকা আসিবে। আত্মারাম অমনি ভুলে গেলে। শয়তানের প্রলোভনে ভুলে গেলে। শয়তানকে দূর করে দিলে না কেন? ছাড় চাম্‌ড়ার কারবার। ভাল ভাল জিনিষ খাও। ঋষিদের পাহাড়ে যাও। দুর্গন্ধের ভিতর

থেকে বেরিয়ে পড়। নির্ম্মল বায়ুতে যাও। শুদ্ধ সাত্ত্বিক আহার কর। চার ঘণ্টা পাঁচ ঘণ্টা হরিনামে মত্ত হও, চিদাকাশে যাও। আতর, গোলাপ, চন্দন সুগন্ধের ব্যবসা কর। হে দয়াল, শীঘ্র বাঁচাও, নতুবা দুর্গন্ধ যায় না। উপাসনার উপর যত চোট্। পরস্পারের সঙ্গে ঝগড়া হলো, বিবাদ হলো, খাবার গোল হলো, দূর কর হরিনাম। কেন এ রকম হয়? আমিত বলি, দুঃখের সময় হরিনাম আরো মিষ্ট হয়। শরীর গুলো দূর হোক্, চিন্ময় আত্মা বাহির হইয়া পড়ুক, চামড়ার শরীর দূর হউক, চিদাকাশে যাই। শকুন্তলা সীতা সাবিত্রী তাঁহাদের সঙ্গে মেয়েরা মিশুক। তাঁরা কেবল পুস্তকে যেন বদ্ধ না থাকেন। আমার ভাই বন্ধু সকলে চাম্ড়ার ব্যবসা ত্যাগ করুন। হে দয়াময়, হে কৃপাসিন্ধু, দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর যেন এ জীবন শেষ না হইতে হইতে এই চাম্ড়ার শরীর পুড়িয়ে ফেলে আমরা চন্দনের শরীর লাভ করে আপনাদের সুগন্ধে আপনারা মোহিত হই এবং সকলকে মোহিত করি, দয়া করে এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

মত্ততার পথ।

২৭ এ সেপ্টেম্বর, ১৮৮১।

হে প্রেমময়ী, ভক্তেরা ভক্তি সাধন করেন, যোগীরা যোগসাধনপ্রিয়। আমরা কোথায় গিয়া দাঁড়াইব? কোথায় গিয়া পড়িব? বলিতে বলিতে আর ভাল লাগে না। উপাসনা করি, কিন্তু মধুরতা থাকে না। বিষয় কর্ম্ম ছাড়িয়াছিলাম, আবার করি, স্ত্রী পুত্র পরিবারের প্রতি আসক্তি কমিয়াছিল, আবার বাড়িল। এই রকম হইয়া হইয়া এক দিন সংসার ধর্ম্মকে মারিয়া ফেলিবে। এ সম্ভব মনে হয় যে, মানুষ ধর্ম্মের নামে সংসার করিবে, ধর্ম্মের নামে ধর্ম্ম ছাড়িবে। আর এক রকম ইহা হইতে পারে যে, চলিতে চলিতে ক্রমে ধুপ করিয়া এক জায়গায় গিয়া পড়িবে। সে বৃদ্ধ বয়সে পড়িয়া আর উঠিতে পারিবে না। এ দুটোর কোন্‌টা হইবে বলিয়া দাও। আমরা যে এত দিন পরে কোন একটা ভয়ানক পাপ করিয়া মজা করিব তা তত সম্ভব মনে হয় না। তবে ধর্ম্মের নামে পাপ করিতে পারি। উপাসনার সময় যদি ঘুমাই, বলিব ধ্যান করিতেছি। যদি জেয়াদা খরচ করি ধার করি, বলিব ঈশ্বরের আদেশ। যদি উপাসনার সময় কমাইয়া দি, বলিব ধর্ম্মের অনুরোধে। কম উপাসনা হইলই বা, মিষ্ট হইলেই হইল। দেখ হরি, এমনি করিয়া সাজাইয়া সাজাইয়া এক এক কাজে

অর্থ দিয়া সমুদয় ছাড়িতে চেষ্টা করিব। ইতিহাস পাঠে এটা বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, সন্তানাদি বৃদ্ধি হয়ে ক্রমে যত সংসারের ভার বাড়িবে, বলিব "দয়াময়,বিধি দাও,যাতে পাঁচটা টাকা আসে।" বিধি তুমি দাও না দাও মানুষ নিজে বিধি করিবে। দয়াময়, এমনি করে মানুষ সব ফাঁকি দেবে। কিন্তু কাকে ফাঁকি দেবে? তোমায় ফাঁকি দিতে গিয়ে আপনাকে ফাঁকি দেবে। দোহাই ও বড় রাস্তাটা বন্ধ কর। যে পথে গেলে ভক্তি যোগের ভিতর পড়ে যেতে পারি, তাই কর। লোকে লোভ করিতেছে, রাগ করিতেছে, হিংসা করিতেছে, টাকা আনিতেছে, অথচ বলে ধর্ম্মের সংসার। বলে, কেন এই ত আমার বৈরাগ্য আছে। আমি নিজে কম খাই, তবে পরিবারকে বেশী দিতে হবে। দয়াময়, ঐ বড় রাস্তাটায় গিয়া অনেকে মারা গিয়াছে। তাই তুমি ভয় দেখাইয়া দিবে, মানুষ যেমন ভয় পাইয়া দৌড়িয়া পলাইবে, অমনি প্রেমের বর্ষায় পিছ্‌লে পড়ে যাবে, আর দয়ালের ইচ্ছা পূর্ণ হবে। দয়াময়, এমন দয়া কর দেখি, এ দুই পথের যে পথে গেলে প্রেমের গর্ত্তে গিয়া পড়িব, সেই পথে নিয়া চল। সেখানে পরম সুখ, পবিত্র সুখ, অতি নিত্য সুখ। হে পরমেশ্বর, হে করুণাসিন্ধু, দয়া করে এ পথে নিয়ে চল, ও পথটা একেবারে বন্ধ কর। কে কবে পড়িয়া মরিবে, কখন্ কি কুযুক্তি আসিবে, কি হবে, জানি না। তার চেয়ে তোমার প্রেমের গর্ত্তে ফেলে

দাও। ভক্তিতে মরে যাই, দয়াল, মরে যাই প্রেমেতে। যা হবার তাই হবে, ক্রিয়া কর্ম্ম ত ঢের করেছি। এখন প্রেমে মত্ত কর। ভক্তের শেষে যা হয় তাই কর। এ পথে নিয়ে যাও। তোমার নাম গাইতে গাইতে, তোমাকে দেখিতে দেখিতে মত্ত হইব। দয়াল, বিপথে যেন না যাই, বেশ যাচ্চি, যেতে যেতে হয় ত এক দিন পড়ে যাব। কি জানি কি কুবুদ্ধি হইবে। মা আনন্দময়ী, ভুলিয়ে, ভয় দেখিয়ে ঐ পথ দিয়া নিয়া যাও। হে দয়াসিন্ধু, হে অগতির গতি, দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন এই দুই পথের মধ্যে নিকৃষ্ট পথ ছেড়ে ঐ মত্ততার পথ ধরিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হই, দয়াল, তুমি শ্রীমুখের বাণীতে এই প্রার্থনা পূর্ণ কর! [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

দাস্যমুক্তি।

২৮ এ সেপ্টেম্বর, ১৮৮১।

হে দয়াময়,শান্তির সাগর, আমরা দাস্যমুক্তির প্রার্থী হইয়া তব সন্নিধানে আসিয়াছি। আজ আমরা দাস্যমুক্তি চাই। আমরা দাস, দাসানুদাস, তস্য দাস। তোমার দাস ভক্তেরা, মানুষেরা তাঁদের দাস, আমরা মানুষের দাস। তোমার সাধনের ভিতর একটা ভাবে অবহেলা হইয়াছে।

দাসের ভাবটা সাধন হয় নাই। মহাত্মা ঈশার শিষ্য কাথ-লিক ধর্ম্মাবলম্বীরা পরসেবা খুব ভালরূপে দেখাইয়াছেন। কারণ মহর্ষি ঈশা দাসের ধর্ম্ম, পরসেবার ব্রত দেখাইয়া গিয়াছেন। তাই তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যেরা সে ধর্ম্ম খুব বিস্তার করিয়াছেন। দয়াময়, তুমি আমাদের হস্তে ভার দিয়াছ যে, পরিবার পালন করিব, তাদের খাওয়াইব, দেখিব, ছেলেদের মানুষ করিব, তাদের চরিত্র গঠন করিব। আমা-দের দাসের জীবন। কারণ প্রচারকদের যাঁরা টাকা দেন, বলেন, উপযুক্ত পরিশ্রম না করিলে দিব না। অন্য আফিসে যেমন নিয়ম আছে, আমাদেরও তেমনি। কিন্তু আমরা দাসত্বের কাজে ফাঁকি দি; কিছু করি না, সেবা করি না। আমরা সখ্যমুক্তি চাই, প্রভুত্ব কর্ত্তৃত্ব চাই, কিন্তু দাস হয়ে থাকিতে চাই না। মানুষের আবার দাস হইব? হে ঈশ্বর দণ্ড দাও, দণ্ড দিয়ে চাকর কর। আর দেরি করিও না। যেখানে এত বড় কথা বলি যে, আমরা দাস হইব না, সেখানে খুব দণ্ড দাও। যার এত অহঙ্কার, সে কখন স্বর্গে যাবে না। আমরা যে একতারা বাজিয়ে তোমাকে গান শুনিয়ে ফাঁকি দিয়ে স্বর্গে ঢুকিব, তা হবে না। তোমাকে চাকরির ফর্দ্দ দিতে হবে। দাসত্ব করিয়াছি কি না বুঝাইয়া দিতে হইবে, নতুবা স্বর্গের অধিকারী হইব না। দাস্য-মুক্তি খুব আশ্চর্য্য ব্যাপার, উহাতে মানুষ খুব ধরা পড়ে। সখ্যমুক্তিতে মানুষ অত ধরা পড়ে না। নির্জ্জনে গান করি,

সাধন করি, উহা সহজ, উহাতে বিবেকের কাজ অত নাই। স্বর্গে আমাদের জবাব দিতে হবে। হাড়ভাঙ্গা দাসত্ব না করিলে কেউ স্বর্গে যেতে পারিবে না। সেবাতে মুক্তি হয়। যে সেবা করে সে ধন্য। অনুগত ভৃত্য যে সে ধন্য। যে উপরে উঠে, নীচে পড়ে; যে নীচে যায়, সে উপরের দিকে উঠে। মা, দয়া করে এমন করে দাও যাতে আমরা সেবা করি। পরস্পর পরস্পরের নিকট দাসাব্রত লইব। দাস হলে স্বর্গ থেকে খুব আশীর্ব্বাদ আসে। কিঙ্করেরাই ত স্বর্গ কিনিয়াছে। দয়াময়ী, পৃথিবীর চাকরেরাই বৈকুণ্ঠে সুন্দর সুন্দর ঘর ঠিক করিয়া রাখিয়াছে। বিনয় না হইলে স্বর্গে স্থান হয় না। দাসেরা বিনয়ীর চূড়ান্ত। চাকরের ভারি মজা। একটা খড়্‌কে এগিয়ে দিয়াছিল, তার নাম স্বর্গে লেখা হইল। কি বিপদ, কি বিপদ! পাঁচ ঘণ্টা একতারা বাজাইয়া সাধনই করি, আর বড় বড় উৎসবই করি, আর যাহাই করি, চাকরেরা আগে চলে গেল, যোগী ভক্ত পড়িয়া রহিল। মাথা নীচু না করিলে ও ছোট দরজা দিয়া ঢুকিবে না। হে মঙ্গলময়ী, মনে মনে অনেক বার ভাবি আর তাই তোমার কাছে প্রার্থনা করি, দাস্যব্রত দাও। সকলেই সকলের কাছে ছোট দাস। আমাদের কি হয়েছে? সেবা করিবার কি একটুও সময় নাই? হা ঈশ্বর, মধুর দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করে বৃন্দাবনে শেষ জীবনটা কাটাই, ইহা ভিন্ন দেহের কলঙ্ক ঘুচিবে না। আমরা যেন সব বড় বড় নবাব,

মাথা হেঁট করিতে চাই না। বলি কেন সেবা করিব? চাকরি ত ছেড়ে দিলাম, আবার কেন সেবা করিব? সাহেবের কাছে টাকার জন্য যেন মাথা হেঁট না করিলাম, গরিবের কাছে মাথা হেঁট করিয়া সেবা করিব। কেবল যেখানে টাকার প্রত্যাশা আছে, সেখানে চাকরি করিব না; যেখানে টাকার প্রত্যাশা নাই, সেখানে কেন সেবা করিব না? যে এই রকম দাসত্ব করিতে পারে, বৈকুণ্ঠ তার। যার কাছে কিছু প্রত্যাশা নাই, তার সেবা করিব। গরিব ভাইয়ের অসুখ হয়েছে তার সেবা করিব। হয় ত যার সেবা করিলাম, সে অসন্তুষ্ট হইল, বিরক্ত হইল। এই রকম নগদ পুরস্কার পাব। এ পাইয়া মন নরম হইল, বলিলাম এই রকম চাকুরিই ত চাই। মিষ্ট কথার পুরস্কার নাই, সহানুভূতির পুরস্কার নাই, টাকার প্রত্যাশা নাই, চিরকালই খাটিয়া মরিবে। যত খাটিবে আরো গালাগালি। যত গালাগালি দেবে তত আরো খাটিবে। আমি বল্‌চি কিঙ্কর স্বর্গবাসী, কেবল ভাগবতে নয়। পিতা যোগী ভক্ত সবই হইলাম কেবল চাকরই হইলাম না। মা, যদি দয়া করে চাকরের ব্যবসা দাও বাঁচিয়া যাই। আবার তার উপর যদি একতারা বাজাই, সেত সোণায় সোহাগা হবে। খুব কাল কাপড়ের উপর লাল জরদ জরির ভাল ভাল ফুল যেন। গরিব দুঃখী চাকরেরা সকলের খাট্‌চে, অপমানিত হচ্চে, খেটে খেটে অপমানে কাল হয়ে গিয়েছে, তার উপর একতারা

বাজিয়ে সাধন করিতেছে, সোণায় সোহাগা। মরি মরি কি সুখের চাক্‌রি। দাস্যমুক্তি না পাইলে হইবে না। কাথলিক ধর্ম্মের তাঁরা কত সেবা করেন। রোগী গরিব সকলকে সেবা করিতেছেন। চাকর না হইলে হইবে না। মাথা হেঁট হবে যখন দেখিব, আমরা নবাবী একতারা-ওয়ালা সোজা রাস্তায় নরকের দিকে যাচ্চি আর চাকরেরা স্বর্গে চলিয়া যাইতেছে। বেদ বেদান্ত সব উল্‌টে যায়। খান্‌সামা হীরার মুকুট পাইল, আর আমরা যোগী ভক্ত নববিধানবাদী ঐ দিকে অন্ধকারে বসিব? সব উল্‌টে যাবে। নীচের টা উপরে, উপরের টা নীচে যাবে। দয়া-ময়, চাকরি ব্যবসা কেন ছেড়ে দিলাম? দর্প চূর্ণ কর। এই কুড়িটা বৎসর দাস্যমুক্তি কেন সাধন করিলাম না? হে দয়াময়ী, হে কৃপাময়ী, বড় বড় সাধন করিতেছি বলিয়া যে এই দর্পটা, ইহা ত্যাগ করিয়া যাহাতে পরের সেবক হইয়া যথার্থ সেবা করিয়া বৈকুণ্ঠে অধিকার স্থাপন করিতে পারি, মা, তুমি অনুগ্রহ করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নগদ লাভ।

২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮১।

হে দয়াময়, হে রসময়, ফলাফল চিন্তা করিয়া কি করিব? যে উপাসনা আপনার ফল আপনি, সেই উপাসনা করিব।

দেখ, নিত্যানন্দ, অন্যান্য লোকের কৃষিতত্ত্বে বীজরোপণ, ফলভক্ষণ, দুই ভিন্ন কাজ, ভিন্ন সময়ে। তব বিধান কৃষিতত্ত্বে রোপণই ভক্ষণ, বপনই ভোজন, সাধনই সম্ভোগ। ভবিষ্যতের ফল কি আমরা জানি না। এই বীজরোপণ করিতেছি কি ফসল হবে আমরা জানি না। কিন্তু, দয়াল, বীজরোপণ করিতে করিতে যে একটা আহ্লাদ হয়; সাধন আর সুখ দুই একত্র হয়। প্রেমময়, তোমার উপাসনা করে যারা তাদের মধ্যে দুই রকম লোক আছে। এক দল আছে, চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, ধৈর্য্য ধরিয়া থাকে যে ভবিষ্যতে যা হয় একটা হবেই হবে। আর এক দল আছে, বীজ পুতিতে পুতিতে দেখে চাল হইল কি না। হে ঈশ্বর, ইহাত কল্পনা নয়, একটা বিশেষ ব্যাপার। নরনারী সকলকে জিজ্ঞাসা কর, সাধনের সঙ্গে সঙ্গে লাভ হইতেছে কি না। প্রেমসিন্ধু, নববিধানে ছেলে হইতে দশ মাস লাগে না, অমনি রাতারাতি তৈয়ার সন্তানটি হয়। যেমন পুণ্য, তেমনি লাবণ্য। এ এক প্রকার কেমন নূতন সাধন। উপাসনার সময় আমরা বলিতেছি, ঠাকুর দেখা দাও, এখন বল্‌চি আর দশ বছর পরে দেখা দেবে তা নয়, ডাকিতে ডাকিতে দেখা দিবে। ডাকিতে ডাকিতে মুখে সুধা ঢালিয়া দিলে। তোমার ভক্ত এ রকম করে পূজা করেন। উপাসনা হয়ে গেল, সকলের ক্ষুধা তৃষ্ণা হইল, তোমার ভক্তের আর হইল না। তিনি যে উহার ভিতর ডুবে ডুবে জল খেলেন।

এতটা সময় কি না খেয়ে দেয়ে তোমার পূজা অর্চ্চনা করা যায়? ওর মধ্যে সেয়ানা যাঁরা মাঝে মাঝে খেয়ে নেন্। বীজ পুতেই ফল খাব। জগদীশ্বর বলেন, যে দেরি করিবে সে শয়তানের উপাসক। আঁটি পুতিতে পুতিতে ফল পাকিল। হে ঈশ্বর, সাধন আর আনন্দ যেখানে এক হইয়াছে সেখানে আমাদিগকে দাঁড়াইতে দাও। এক মুখ কথা বল্‌চে, এক মুখ তোমার স্তনপান করিতেছে। দুমুখো উপাসনা। এক মুখ দয়াময়ী প্রেমময়ী বলিয়া তোমায় ডাকিতেছে, আর এক মুখ তোমার স্তনপান করিতেছে। ঠাকুর, মাইনে না পেলে তোমার চাকর খাটিতে পারে না। তিন চার মাস মাইনে পড়ে থাক্‌বে তাহলে উপাসনা করা যায় না। তিন চার মাস খেটে খেটে নাজেহাল হয়ে গেলাম, কিছু পেলাম না, সেখানে পোষায় না। হে প্রেমসিন্ধু, আমাদিগকে ধারে উপাসনা করিতে আর দিও না। এমন করে তোমার ছেলে মেয়েদের তোমাকে ডাকিতে দাও যে ডাকিতে ডাকিতে শান্তি সুধা খাইয়া, সুখ পাইয়া, মুখে শ্রী লইয়া ফিরিয়া আসিবে। ঠিক যেন খাইয়া আসিল। প্রেমময়, আমাদের মনে হইতেছে, এই বিধানের সাধনের সঙ্গে সঙ্গে পুণ্যের সুখ রাখিয়াছ। এটা যেন বিশ্বাস করি। এমন উপায় করে দাও যাতে তোমাকে ডাকিতে ডাকিতে প্রাণ ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। যাত্রা করিতে করিতে প্যালা পাব। নগদ কখন পাব এই মনে করে ভক্তেরা বসে থাকেন।

খুব পাইতেছে, আবার খুব গান ধরে দিলে। সকলে মেতে গেল। ৫ ঘণ্টায় এত নগদ পেয়েছ! মোহর শাল হীরার মালা এত পেয়েছ! একতারা ফেলেও দেয় না, উঠেও যায় না। হরি, শুদ্ধ চুক্তি ফুরণে নববিধানের লোকদের হয় না। খুব নাচিব, আবার তুমি হাসিবে, কেমন মজা। যাত্রা আর থামে না, এক জন থামে এক জন ধরে। তোমার বাড়ীর যাত্রা এই রকম। অন্য বাড়ীর যাত্রা ২ টায় বসিয়া ৫ টায় ভেঙ্গে গেল। স্বর্গে দেবতারা শুনে বল্লেন, "ছি ছি, বোধ হয় কিছু পারে নি। একটা পয়সা প্যালা পায় নাই। তা না হলে এত শীঘ্র যাত্রা শেষ হয়?" দয়াময়, এরা সকলে প্যালা পায় না বলে এত শীঘ্র উপাসনা ছেড়ে পালায়। হাত জোড় করে প্রার্থনা করি, হে কৃপাসিন্ধু, হে দয়াময়, তুমি দয়াকরে এমন আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার উপাসনাতে খুব নগদ লাভ করে আরো প্রমত্ত হইয়া যাই, একটি বার এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভগবতী অর্চ্চনা।

৩০এ সেপ্টেম্বর, ১৮৮১।

হে পরম পিতা, হে আশ্চর্য্য প্রেমের আকর, তোমাকে পিতা বলে ভালবাসিলে যেমন খুব তোমার নিকটস্থ ভক্ত

হওয়া যায়, তেমনি তোমার শত্রু যারা তাদের যদি আমাদের শত্রু মনে করিতে পারি তাহলেও খুব নিকটস্থ ভক্ত হওয়া যায়। ভাব রাখিতে গেলে এই দুই উপায়ই চাই। মানুষ মনে করে যে, কেবল হরিনাম করিলেই ভক্ত হওয়া যায়। হরির দুষ্‌মন যারা তাদের যদি আদর করি, তাহলে উপাসনা ঘরে আসিয়া দেখিব, দরজা বন্ধ। শত্রুকে যদি প্রশ্রয় দি হরিকে আর পাওয়া যায় না। কি অভিমান! স্বর্গের অভিমান বড় ভয়ানক। শত্রুকে প্রশ্রয় দিলে ভক্তি শুকায়, চরিত্র খারাপ হয়। ভক্তের খুব সাবধানে চলিতে হয়। এক বাটী ঘন দুগ্ধে যেমন একটু টক পড়িলে ছিঁড়ে যায়, তেমনি ভক্তি ছিঁড়ে যায়। পিতা, তুমি আপনার বেলা সকলকে ক্ষমা কর, কিন্তু আমাদের বেলা এই চাও যে তোমার শত্রু যারা তারা আমাদেরও শত্রু হবে। পিতা, তুমি এই চাও যে নববিধানের শত্রু যারা তারা ক্রমে যাতে অবসন্ন হয়ে পড়ে, অবিশ্বাসীরা দুর্ব্বল হয়, বড় রকম যে পৌত্তলিকতা আছে, দূর হয়। দেখ, মা, আজ সপ্তমীর দিন, লোকে তোমাকে ঘরে আনিবে, না কাহাকে লইয়া আসিল? মৃত মৃত্তিকা তাকে আনিয়া "মা, মা" বলে ডাক্‌চে। আহা দুঃখ হয়! মা মরে গেলে ছেলে যদি মৃত মাকে মা বলে ডাকে, আর স্তনপান করিতে যায়, আর মা কথাও বলে না, এ সেই রকম। তবুত সে মা এক সময় বেঁচেছিল। এ মার

কখন প্রাণ ছিল না, কখন বাঁচিবে না। কেন তবে মাটীকে লোকে মা বলে? মাটী, কাঠ, খড়, এ সব মা হয়ে বঙ্গ-বাসীর প্রাণ মন আকর্ষণ করিতেছে। যত সন্দেশ, ভাল ভাল জিনিষ কোথায় তোমার নামে উৎসর্গ হবে, না কার নামে হইতেছে। কত আনন্দ হইত যদি তোমার নামে এ সব হইত। পুঁতুল, তুই কেন মার জায়গা নিলি? ক্ষুধা পেলে তুই মুখে আহার দিতে পারিস্ না, অসুখ হইলে ঔষধ আনিয়া দিতে পারিস্ না, বিপদে পড়িলে উদ্ধার করিতে পারিস্ না। পাপ করিলে, তুই মাটীত আমাদের বাঁচাতে পারিস্ না। রঙ্ করা পুতুঁল, ছেলে মানুষেরা তোকে পেয়ে ভুলেছে, আমি বৃদ্ধ হয়ে কেমন করে ভুলিব। তুই সামান্য মাটী হয়ে ব্রাহ্মাণ্ডপতির আসন নিলি? সামান্য মাটী, কাঠ খড় হয়ে তক্তার উপর দাঁড়ালি। মা পালিয়ে গেলেন, তুই এলি? পাপের আগুন জল্‌চে বঙ্গদেশে, তুই খড় কেমন করে সে আগুন নিবিয়ে দিবি? তুই ত নিজেই পুড়ে যাস্। কি দুর্দ্দশা, প্রাণ যায় এক জনের। বড় জ্বর বিকার হয়েছে। মারা যায়, নাড়ী পাওয়া যায় না। চীৎকার করিতেছে, মাগো বাপ্‌রে মলাম বলে কাঁদ্‌চে। "কেউ চিকিৎসা করিল না, ঔষধ দিল না" বলে দুই চক্ষু দিয়া অবিরল জল পড়্‌চে। তার পিতামাতা পরামর্শ করিয়া মাটীর পুঁতুল গড়িয়া বিছানায় দিল। রোগীর বুকটা ফাটিতেছিল, এই দেখে একেবারে ফেটে গেল।

মরণের সময় পরিহাস, দয়াময়, তাই হয়েছে। যারা দেশের পিতামাতা, শাস্ত্রকার, চিকিৎসক, তারা কি এই উপায় করে গেল যে বৎসরান্তে যত পাপ হবে একটা মাটীর পুঁতুল হইয়া তাহা দূর করিবে? মাটীর দুর্গা? দুর্গা! দুর্গা! মাটীর পুঁতুল! দেশটা ঘুমাইয়াছে না কি? ঘোর বিকার। বাঙ্গালিগুলো চীৎকার কচ্চে। করে কি! খড়ের দিকে তাকিয়ে বলে, এই আমার পরিত্রাণ। মা ভগবতী, এক বার এ সময় আসিতে হবে। দয়ালু চিকিৎসক, এক বার এসে বঙ্গদেশকে দেখিতে হইবে। বঙ্গদেশ সোণার দেশ, যায় আর কি। রোগীরা প্রলাপ বকিতেছে। কবিরাজ এলে? নিজ মুখে হরিনাম করিতে করিতে আসিবে? হরিনামের সময় এয়েচে। বঙ্গবাসীরা প্রলাপ বক্‌চে। অত্যন্ত শক্ত রোগ। চারিদিকে খড় মাটী বিচিলি পরিহাস করিবার জন্য আনিয়াছে। এক বার মহামন্ত্র ঝাড়। ব্রাহ্মানন্দরস পান করাব। দোহাই কবিরাজ দাও সেই ঔষধ। সোণার দেশকে বাঁচাও। তা না হলে কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিলাম না। এঁর কাছে খেলাম এত দিন। এখন এঁর রোগ হয়েছে চিকিৎসা করাব না? যাদের উপর ভার ছিল তারা কিছু করিল না। মা, বাঁচাও। আমাদের উপায় তুমি। আমরা পূজা করিব, ভগবতী পূজা ত? কত পূজার আয়োজন হইতেছে। ভগবতী পূজা হইবে। ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী দুর্গতিনাশিনী মা

দুর্গায় পূজা হবে। মা, আকাশ যুড়ে বসো দেখি। শান্তি-জলে বঙ্গদেশের সব রোগ পাপ ধুইয়া যাক্, ত্রিভুবনমোহিনী মা আমার। আমার মার ভিতর জ্ঞানের সাগর, প্রেমের সাগর। একবার এস, চিদানন্দময়ী মা। ছেলেরা আমোদ আহ্লাদ করিবে, নূতন কাপড় পরিবে, আতর মাখ্‌বে, পূজা দেখিবে। মেয়েরা কুটুম্বদের খাওয়াবে, অতিথিসেবা করিবে, নূতন কাপড় পরিবে, গল্প করিবে। কি আনন্দ, কি আনন্দ। এ পূজার ভিতরে যা ভাল তোমার কাছে থেকে চুরি করা। সতী স্ত্রীদের আমোদ তোমার, নির্দ্দোষ পবিত্র ছেলে, তাদের আমোদ তোমার। দয়াময়, এ সময় যদি ছোট ছোট ছেলেরা তোমাকে গিয়া বলে, "ভগবতী, এয়েচিস্? আমাকে কোলে কর্‌বি? আমার পায়ে নূতন জুতা আছে। সেই আর বছর আমাকে কোলে করেছিলি, পৃথিবীর মার কোল থেকে টেনে নিয়েছিলি, সেই যে মোয়া খাইয়েছিলি। তুই কে ঠাকুরমা, না দিদিমা? এত দিন আসিস্‌নি কেন? তুমি কি খুব দূরে থাক? আকাশে থাক? দূর বলে আস্‌তে পার নি? তাহলেই বা, তুমিত খুব বড় মানুষ। তবে আস্‌তে পারিলে না কেন? তুমি আমাদের বাড়ী দুবেলা এস না কেন? শুনিছি কারো কারো বাড়ীতে দুবেলা যাও আমাদের বাড়ীতে কেন এস না, গরিব বলে? তোমার নাকি বড় দয়ার শরীর? তবে আসিতে পার না কেন? তুমি তিন দিন বই থাক্‌বে না

কেন ?” এইরূপে ছেলেরা মিষ্ট মিষ্ট করে, আধ আধ করে ধম্‌কাবে, তখন তুমি বল্‌বে আমি সব জায়গায় পড়ে আছি, আমায় বলে, “এত দিন পরে এলে ?” হায়, বঙ্গবাসীরা আমায় মিলে না। জেরুজেলেম, জেরুজেলেম আমি তোমার জন্য এত করিলাম, তুমি আমায় নিলে না। বঙ্গবাসী সব চলে আয়। ও মা নয়, যাঁকে মা বলে ডাক্‌চিস্। এই মা, যিনি কোলে করেন, দুগ্ধ দেন, ঔষধ খাওয়ান। যিনি বৎসরকার দিন কত কাপড় দেন। আমরা এই মার পূজা করিব। আমরা সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী করিব, দশমীর দিনও তোমায় ছাড়িব না। কত ঢাকাই পরিব। মা বলিবেন, “কি, অন্য বাড়ীর ছেলেরা পুঁতুল পূজা করে ঢাকাই পরিবে, এ বাড়ীর ছেলেরা পরিবে না ?” মা আনন্দময়ী, তুমি বল্‌চ বাহিরের ঢাকাই নিয়ে কি হবে ? পুণ্যের বসন পর। মা তুমি দুর্গা, তুমি শিব, তুমি কালী, স্বর্গে দুর্গতিনাশিনী, তুমি স্বর্গের হরিহর, তুমি স্বর্গের ওঁ ওঁ ওঁ। আকাশ যোড়া রূপ তোমার, তোমার চাল চিত্রখানি আকাশ যোড়া। একবার সেই রূপ দেখি আমি। নিরাকারা কেমন তুমি আমাদের বাড়ী এয়েচ, কেউ দেখিল না। আয়, আয় সকলে দেখ্‌বি আয়, মার রূপ। দেখ্ না যে জরির আঁচল খানা পড়েছে, দেখ কি টানা চোক্ ! ঐ থেকে ঐ অবধি। আর তাকাতে পারি না। এক বার দুর্গা হয়ে হাস না। জীবন্ত দুর্গা। ও কুমরের দুর্গা কি হাসিতে

পারে? আমাদের মা হাস্‌চেন দেখ। আমাদের মার রূপ দেখ। এ সকল ব্যাপারই আলাদা। সে পূজা আর এ পূজা ঢের আলাদা। ঝক্‌মারী করেছি তুলনা করে। কি সে, আর কি সে! সে আর একি তুলনা হয়? কেন তুলনা করিলাম? তুলনা না করিলে ওদের ডাকা যাবে কেমন করে? তাই তুলনা করেছি। আমাদের মা ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী, আজ তোমার কাছে মিনতি করিতেছি, কি বল্‌ব বল দেখি? সব বাড়ীতে যাও। ওদের পূজাস্থানে বোস। সব ভেঙ্গে চূরে ফেলে দিয়ে আপনি গিয়ে বোস নিরাকার রূপ ধরে। তোমার ক্ষমতার আর অভাব কি? হরি, এ বড় সর্ব্বনেশে দেশ হয়েছে। বড় অসুখ হইতেছে। পৌত্তলিকতারোগ বড় ভয়ানক। তুমি শান্তিজল ঢাল। সচ্চিদানন্দময়ী মা এস। হে ভগবতী, হে দয়াময়ী, সুপ্রসন্ন হয়ে আজ এমন আশীর্ব্বাদ কর যেন আমাদের মতি ভগবতীর চরণে চির দিন থাকে এবং সকল লোকের মতি যেন ঐদিকে হয়, তুমি অনুগ্রহ করে এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সত্য দেবী প্রতিষ্ঠা।

১লা অক্টোবর, ১৮৮১।

হে দীনবন্ধু, হে দুঃখিবৎসল, তুমি ধর্ম্মের ভিতর

নীতিকে স্থাপন করেছ। যেখানে তুমি আত্মাকে ধ্যানশীল উপাসনাশীল কর, সেখানে চরিত্রকে নির্ম্মল ও দোষশূন্য কর। ধর্ম্ম করিতে করিতে উপাসনা সাধন ভজন করিতে করিতে তোমার ভক্তেরা দোষ পরিহার করেন, এবং শুদ্ধ ও খাঁটি হন। হে পরম পিতা,যদি এদেশে এত ভক্তির আধিক্য, পূজার, আড়ম্বর, তবে কেন এই পূজার উপলক্ষ করে লোকে পাপ করে? যারা কলঙ্কিত, কলঙ্কিনী, তারা কেন এসময় প্রশ্রয় পাবে? পাপীরা, অত্যাচারীরা কেন মনে করে এই তাদের উপযুক্ত সময়। এই পূজার সময় হিন্দুদের নর নারী বালক বৃদ্ধ ইষ্টদেবতাকে পূজা করিবে। যা কেন তাদের ধর্ম্ম হোক না, এই লক্ষ্য করে বঙ্গবাসীরা অষ্টমী পূজা করিতেছে। কিন্তু দুর্গাভক্তির সঙ্গে সঙ্গে শয়তান পূজা কেন? ধর্ম্মসাধনের সঙ্গে সঙ্গে রিপুসাধন কেন? সমস্ত বৎসর পাপ করিল, সেই পাপের বাড়াবাড়ি এই সময় কেন? এক গুণ ব্যভিচার দশ গুণ এ সময়, এক গুণ মদ খওয়া দশ গুণ এই সময়। আজ বড় ভয়ানক। আজ পাপপথে গড়াগড়ি দিবার দিন। এক যম বসিত শত দ্বার খুলিয়া, আজ দশ যম বসিবে সহস্র দ্বার খুলিয়া। কলঙ্কিনীরা বাহির হইল পাপের বোঝা কাঁধে করিয়া, বঙ্গের অধার্ম্মিকেরা স্বেচ্ছাচারী হইয়া পথে বাহির হইল। নির্জ্জনে যারা পাপ করিত আজ দল বেঁধে বাহির হইল। হে পরমেশ্বর, আমাদের স্বজাতির

এই দুর্দ্দশা। কোথায় মা দুর্গা, কোথায় রহিলে, কোথায় নীতি রহিল! একটা কল্পিত দুর্গা নির্ম্মাণ করিয়া তার সম্মুখে যাহা ইচ্ছা পাপ অত্যাচার করিতেছে। ভাগ্যে তুমি মৃত আসার দেবতা। ভাগ্যে তুমি কেবল খড়, কেবল মাটী, যদি জীবন্ত দেবতা হতে, আজ কি করিতে, তোমার নামে এ সব অধর্ম্ম হইতেছে দেখে। দয়াময়ী, বঙ্গদেশ না তোমারি, নববিধান হওয়া অবধি তুমি নাকি বঙ্গদেশকে বিশেষরূপে তোমার প্রচারের ক্ষেত্র বলে চিহ্নিত করিয়াছ? এক পৌত্তলিকতার ভ্রমে দেশ গেল, আচ্ছা তাই যেন মানিলাম যে লোকে বুঝিতে না পারিয়া ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরীকে মাটীর ভিতর পূজা করিতেছে, কিন্তু এই দুর্নীতির বিষয় বুঝিতে পারিতেছে না, তাত বলিতে পারি না। ওদিকে পূজার বাজনা, এদিকে বোতলের শব্দ। ওদিকে নাচ্‌বে যারা, বাজনা বাজাচ্চে কিসের জন্য? কুটিলপ্রকৃতি নারীরা সভ্যদের টেনে নরকে নিয়ে যাবে, সেই জন্য। দয়াময়, কিসের জন্য কাঁদিব? ভ্রমবশতঃ মাটী পূজা করিতেছে সে জন্য, না, জেনে শুনে তোমার নামে পাপ করিতেছে, সে জন্য? গৃহস্থের ঘরে আসুরিক আগুন জ্বলেছে। হা ঈশ্বর, পূজার কদিন বঙ্গদেশ ছেড়ে কোথায় গেলে? শুঁড়ির হাতে, কলঙ্কিনী স্ত্রীদের হাতে, শয়তানের হাতে সোণার বঙ্গদেশ পড়িল। ও দিকে চণ্ডী পাঠ, পূজার আয়োজন, এ দিকে শয়তান তর্জ্জন গর্জ্জন

করিতেছে। বাপের পথে গিয়ে ছেলে মারা যায়, ছেলের পথে গিয়ে পৌত্র মারা যায়। এইরূপে বংশপরম্পরা পাপে ডুবিল। হে দয়াময়, এইরূপে তোমার দেশ গেল, এর কি উপায় নাই? তোমার ভক্তেরা যদি তোমার চরণ ধরে কাঁদেন তাহলে কি কিছু হয় না? দয়াময়ী, তোমার চরণে মাথা রেখে এই বলে মিনতি করিতেছি যে, সুরাপান, অপবিত্রতা, অধর্ম্ম, ব্যভিচার যত পাপ এই পূজা উপলক্ষ করে এ দেশে এয়েচে সে গুলোকে পুড়িয়ে ফেল। কোথায় গেল যোগীদের যোগ সাধন, হোম, আর্য্যদের স্তব পূজা, সে সব গিয়ে আজ মাটী পূজা, তার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক পাপের অত্যাচার। আজ দেশটা কি ভয়ানক হয়ে উঠিল! দেবী কোথায় পড়িয়া রহিল ঠিক নাই, একটা উপলক্ষ করে লোকে মদ খাবে, মাংস খাবে। একি ধর্ম্ম? এ অবস্থায় কোথায় নববিধান এস এক বার। নতুবা উপায় দেখ্‌চি না। আর কিছুতে দেশ বাঁচিবার উপায় দেখিতেছি না। হে দয়া-ময়ী, তোমাকে মিনতি করিতেছি দেশটা বাঁচাও। সব গেল। গৃহস্থের বাড়ীতে ভয়ানক ভয়ানক পাপের আমোদ ঢুকে সকলের সর্ব্বনাশ করিতেছে। অর্দ্ধেক নাস্তিকতা, অর্দ্ধেক মাটী পূজা তার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক পাপ মিশে গেল। আর কি বাকি রহিল? কপটতা, নাস্তিকতা, ধূর্ত্ততা, অবিশ্বাস সব এক হইল। আর শয়তানের রাজ্য বিস্তা-রের বাকি কি রহিল? হায়রে দুর্গা, এসেছিলি দেশ

বাঁচাতে, মা আরো পাপের আগুন জ্বলিল। তোকে শুদ্ধ শয়তানে টানিয়া লইতেছে। আজ অষ্টমী পূজা কি ভয়ানক অত্যাচারই হবে, আসুরিক ঘটনা সকলই হবে। আজ আমাদের মা কোথায় পড়িয়া থাকিবে। হিন্দুদের মাটীর দুর্গাই বড় হবে, তার সম্মুখে রক্তারক্তি হবে। প্রকাণ্ড পাপের দামোদর বেগে আসিল। কিরূপে তাকে বাধা দিব। কে বাঁচাবে তুমি বিনা? তুমি এক হুঙ্কার করিলে, এক নিশ্বাস ফেলিলে কোথায় যাবে সব পাপ। মা, এক বার রণস্থলে দাঁড়াইয়া এই দুর্গার সঙ্গে যুদ্ধ কর। এই যে প্রতিমা খানা, নীচে অসুর উপরে দুর্গা। কিন্তু এই কয় দিন অসুর উপরে উঠে দুর্গা নীচে পড়ে। মা অসুরবিনাশিনী, তোমার প্রতিমাই ঠিক। বঙ্গদেশে অসুরের জয় হইল, দুর্গার পরাজয় হইল। দুর্গতিনিবারিণী এস, এদেশে বাস কর। সকল আসুরিক ভাবগুলোকে দমন করে নীচে ফেল। হে দয়াময়ী, হে কৃপাময়ী, দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর যেন আমরা যত দিন বাঁচি সত্য দেবীকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কেবল তাঁহার পূজা করিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হই, মা, তুমি অনুগ্রহ করে এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

চিন্ময়ী দুর্গালাভ।

২রা অক্টোবর, ১৮৮১।

হে দয়াময়, হে বিঘ্নবিনাশন, পতিত দেশ উদ্ধারের ভার তোমারি হাতে। মাতৃভূমি জন্মভূমির ভার তোমার হাতে। এই যে সময়, এই যে হিন্দুর সাংবৎসরিক মহোৎসবের সময়, ইহা বুঝাইয়া দেয় কত উন্নত এ জাতি, কেমন পতিত এ জাতি, কত সাধু ভাব এ জাতির মধ্যে আছে, কত পাপাসক্তি ইন্দ্রিয়সেবা আছে এ জাতির মধ্যে। কত ভাল হতে পারি আমরা আর্য্য সন্তান, কত মন্দ হতে পারি আমরা আর্য্যের পতিত সন্তান। আজ এই জাতির গৌরবের মুকুট মাথায় দিয়া এ দেশ হাসিতেছে, আজ আবার চিরদুঃখিনীর মত হয়ে মাতৃভূমি কাঁদ্‌চে, বুকচিরে দেখাচ্চে কত দুঃখ। ধর্ম্মের নামে কত পাপ হচ্চে। ঘরে ঘরে কত পাপ, কত দুঃখ। দুইই নবমী পূজায় প্রকাশ পাইতেছে। এত পাপ অত্যাচার পাপাচার চুরি ব্যভিচার, সামান্য মৃত্তিকার কাছে হিন্দুর মাথা আজ অবনত। দেশ শুদ্ধ মেতেছে, কিসের জন্য? পুঁতুলকে দেবতা মনে করে। এ পূজা দেখাচ্চে আমরা কত নীচ হতে পারি, এর চেয়ে নীচ আর কি হবে? খড়ের পর্য্যন্ত পূজা হলো! যাঁরা এক সময় হিমালয়ে তোমার ধ্যান ধারণা করিতেন, আজ বঙ্গদেশে নিম্নভূমিতে এসে তাঁরা খড়ের মাটীর পূজা কচ্চেন। পণ্ডিতেরা এই মাটীর সম্মুখে শ্লোক উচ্চারণ করিতেছেন। পতিত জাতি, তবু

তার পূর্ব্বগৌরব রয়েছে। হীরা ভেঙ্গেছে তবুত হীরক খণ্ড। তার ভিতরও উজ্জ্বলতা রয়েছে। সেত আর সামান্য কাচ নয়। এ জন্য নবমীর দিনে হাত জোড় করে এই প্রার্থনা করিতেছি, এর ভিতর যা কিছু ভাল তা যেন করিতে পারি। খড় মাটী ছেড়ে দেব। মাটী পূজা যেন আর না হয়। কিন্তু নির্দ্দোষ দুর্গা পূজা, সত্য পূজা যেন না ছাড়ি। আজ এ সময় যত নির্দ্দোষ আমোদ তোমার ভক্তদের মন আমোদিত করিতেছে, সে গুলো যেন রেখে দি। দেখ করুণাময়ী, খড়ের দুর্গা দেখে আমরা চিন্ময়ী দুর্গা লাভ করিলাম, হিন্দুদের আরাধিত পূজিত প্রতিমার দিকে তাকাইয়া বিশ্বাসনয়নে দেখিলাম, যদি পূজা করিতে হয়, ওর চেয়ে পূজা নাই। যার ভিতর অন্নপূর্ণা লক্ষ্মী, জ্ঞানদায়িনী সরস্বতী, রূপ বীরত্বের প্রতিরূপ সর্ব্বসিদ্ধিদাতা কল্যাণময় দুটি সন্তান। দুই সখী, দুই সন্তান লইয়া ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী এলেন, এসে দেখ্‌লেন অসুর বিনাশ না করিলে নিজের মহিমা রক্ষা হয় না, পাপ অত্যাচার দূর হয় না। ইহা দেখিয়া তুমি শক্তিপূর্ণ কোটি হস্ত বাহির করিলে, দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ পরাক্রমে আকাশ পূর্ণ করিলে। অসুরের উপর আঘাত পড়িল। বিশ্বেশ্বরী, তোমার পদতলে কেশরী [illegible] নিজে কি তুমি মারিবে ? এই সকল জীবশক্তি দ্বারা মারি[illegible] কোথায় সিংহ, কোথায় সর্প, সব গুলো অসুর নাশ করি[illegible]। [illegible]তর

ভিতর দিয়া পশুভাবপূর্ণ অসুর নাশ করিবে। মানুষ দ্বারা মানুষ দমন হইল। পৃথিবীর দ্বারা পৃথিবীর যা কিছু অমঙ্গল নাশ করিলে। তুমি কেবল উত্তেজনা করিলে। হে করুণাময়ী, এ মূর্ত্তি দেখে আমার চিত্ত ভক্তিতে আর্দ্র হলো, মাটীর মূর্ত্তি কোথায় গেল। ছিল কর্পূরের ভিতর হীরক। কর্পূর উড়ে গেল, হীরক রহিল, মৃন্ময়ী হইতে চিন্ময়ী দুর্গা পাইলাম। সে জন্য মাটীর দুর্গাকে কৃতজ্ঞতা দিলাম। মাটী হইতে চিন্ময়ী দুর্গা বাহির করিয়া শঙ্খধ্বনি করিয়া ঘরে লইয়া আসিলাম! আমাদের কাছে সব নিরাকারা। আমাদের কাছে চালচিত্র নাই, কার্ত্তিক গণেশ লক্ষ্মী সরস্বতী কিছুই মাটীতে বদ্ধ নাই। সব নিরাকার। বঙ্গদেশ সুরাসুরের পূজা করিতেছে। বঙ্গদেশ অসুরকে বড় করে মাকে ছোট করিল। বিজয়ার দিন জয় জয় পাপের জয়, পাপাসক্তির জয়, ব্যভিচারের জয়, বঙ্গদেশ বলবে। মা এই কটা দিন যেন কাণ বুঁজে থাকি। কি! দুর্গাপূজার অসুর দুর্গার বুক চিরে রক্ত খাচ্চে, মা আনন্দময়ী, তুমি এ ভয়ানক খেলা তোমার চোকের সম্মুখে হতে দেবে, মা এটা ঠাট্টা মাটীর পূজা জানি, এ আরাধনা, পূজা, সব মিথ্যা। কিন্তু অসুরের জয়টা যে সত্য হলো। খারাপ টা যে ঠিক হলো, এ কি? মা, দয়া কর। মাটীপূজা দূর কর। ভাল জিনিষ গুলো রক্ষা কর। এই যে এ সময় পুত্র পিতার প্রতি ভক্তি

দেখায় এটি যেন থাকে। স্ত্রী স্বামীর প্রতি যে বিশুদ্ধ প্রণয় প্রদর্শন করে তা যেন থাকে। এই যে বৎসরান্তে পিতা পুত্র, স্বামী স্ত্রীর যে পবিত্র মিলন তা যেন রক্ষা পায়। বঙ্গদেশের গৃহস্থ বড় সুখী। এই যে আদর্শ পরিবার যেন থাকে। মা, ধর্ম্মরক্ষিণী স্ত্রী, পুরুষ তত ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারে না, এখনকার নব্য স্ত্রীরা যেন ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারেন। ধর্ম্মরক্ষার ভার তাঁদের হাতে। মা, লোক-পুলকে, মনুষ্য উৎসাহে এ সময় চারিদিক সঞ্জীবিত। এ সময় বঙ্গদেশ যেন ছুটির পোষাক পরেছে। হে করুণাময়ী, এ সব সামান্য ব্যাপার নয়। এ দেশ চিরকাল ধর্ম্মে সঞ্জীবিত। যা এর ভিতর খারাপ আছে দূর কর। কিন্তু এর ভিতর যে মুক্তাগুলি পড়ে আছে, আমরা নববিধানবাদী তাহা কুড়াইয়া লই। ধন্য ধন্য বঙ্গদেশ। মাটীর দুর্গার ভিতর হইতে চিন্ময়ী দুর্গা বাহির হইতেছেন। কাল রাত্রি পোহাইল। প্রভাত উদিত হইল। বঙ্গবাসিনী তুমি বড় সুখী, বঙ্গবাসী তুমি বড় সুখী। হে দয়াময়ী, হে কৃপাময়ী, তুমি দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর, যাতে আমরা এই পূজার অসার অংশ ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মের মধুরতা পবিত্রতা যাহা আছে গ্রহণ করিয়া আমরা ভাল হই, অন্যকেও ভাল করি, দুর্গে, তুমি অনুগ্রহ করিয়া এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

দেবীর চিররাজ্য।

৩রা অক্টোবর, ১৮৮১।

হে দয়াময়, হে সন্তাপ নিবারণ, তুমি আমাদের দেশের রাজা কবে হবে। কবে এই সব নরনারী তোমার চরণে শরণাগত হইবে। আমরা পাঁচ জন যেমন তোমাকে নিয়ে আমোদ করি, এইরূপ কবে দেশ শুদ্ধ লোক করিবে? এই যে দেশের লোক বৎসরান্তে আমোদ করে, ধর্ম্মের নামে করে বটে. কিন্তু তাহা ফুরাইয়া যায়। এই আজ ফুরাইবে। ধর্ম্মের আমোদ যদি সংসারের আমোদের ন্যায় অস্থায়ী হয়, দুদিনে ফুরাইয়া যায় তা হলে পরব্রহ্মের উপাসনা কেন করি? আমাদের ভজন সাধন যেন অনন্তকাল থাকে। ভ্রান্ত উপাসক কেন এমন প্রার্থনা করে যে, তিন দিন পরে দেবী অন্তর্ধান হবেন, আবার সে নিশ্চিন্ত হয়ে সংসারে নিযুক্ত হইবে। হে দয়াময়, আমরা যা করিব, চিরকালের জন্য করিব। দেবতার সঙ্গে মানুষের ছাড়াছাড়ি করে দেয়, দেবতার সঙ্গে মানুষের মিলনের পর বিচ্ছেদ এনে দেয়, এ জন্য দশমীকে নিষ্ঠুর দশমী বলি। কাল দশমী সাধকমাত্রেরই শত্রু। কত সাধক ভক্ত প্রেম-সাধন, যোগসাধন, ধর্ম্মসাধন করিল, তিন রাত্রির পর সব ছাড়িল, তোমাকে গঙ্গাজলে ফেলে দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া পলায়ন করিল। বৎসরে বৎসরে কত যুবক তোমাকে

ফাঁকি দিয়া পালায়। পৌত্তলিকদের বিচ্ছেদ দেখা যায় কারণ তাদের দেবতা সাকার। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানীদের দেব-বিচ্ছেদ দেখা যায় না। বিচ্ছেদ মনে। এ আরো ভয়ানক। বলে, "এত উপাসনা সাধন করিলাম, এখন আর ভাল লাগে না, এখন দেবীকে গঙ্গাজলে ডুবাব। কত উৎসব কত পূজা করেছি আর পারি না। এখন হরি, বিদায় দাও, বিদায় লও। এখন মা দুর্গা সংসারে ফিরে যেতে ছুটি দাও। এখন আর তোমার মুখ ভাল লাগে না। যেন তোমাকে কঠোর কঠোর মনে হয়। তিন দিন তিন রাত্রি তোমাকে পূজা করিলাম, আর উৎসাহ হয় না। অতএব দেবী, তোমাকে প্রণাম। হিন্দুদের কাছ থেকে যেমন বিদায় লও, ব্রহ্মজ্ঞানীদের কাছ থেকেও তেমনি বিদায় লও। চিরবিদায় লইয়া পলায়ন কর। আর গৃহস্থের বাড়ীতে উপ-দ্রব করো না।" এই বলিয়া, হে ঠাকুর, কত ব্রহ্মজ্ঞানীরা শুষ্ক কল্পিত ব্রহ্ম লইয়া শেষ জীবন কাটাইতেছে। তাদের ভক্তির তিন দিন ফুরাইয়াছে, বিশ্বাস কমিয়া গিয়াছে। লক্ষ্মীশ্রী আর নাই, উপাসনার সে তেজ নাই। মা, গরি-বের প্রার্থনা শোন। গলবস্ত্র হইয়া বলিতেছি, ব্রাহ্ম হয়ে, সাধক হয়ে, মাকে বাড়ী থেকে বিদায় দেব, এ প্রাণ থাকিতে পারিব না। চিরকাল, জন্ম জন্ম তুমি ভক্তহৃদয়ে বাস করিবে। তুমি যেও না, আমরা তোমাকে যেতে দিব না। দশমী যে আমাদের হবে না, আমাদের হৃদয়ে চির দিনই

সপ্তমী অষ্টমী নবমী। দয়াময়, অদ্যকার দিনে এই প্রার্থনা, যদি বিশেষরূপে মহোৎসবের সময় এলে, তবে দুর্গার রাজ্য চির দিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত কর। দুর্গতিনাশিনী, চিরকাল বঙ্গদেশে থেকে অসুর বিনাশ কর। দেবী, দেশকে পাপ-সন্তাপে পোড়াইয়া নিজে ডুবিয়া মরিতে যাইতেছেন, এ বড় ভয়ানক দৃশ্য। এ যেন দেখিতে না হয়। দেবতার পশ্চাৎ দিক্ দেখিতে নাই এ কথা যে বলিয়াছে সে বড় ভাবুক। দেবতা বিমুখ হয়েছেন, এ যেন কারো দেখিতে না হয়। কত ব্রাহ্ম দেবতার পশ্চাৎ দিক্ দেখিতেছেন এবং ব্রাহ্ম-সমাজ ছাড়িয়া যাইতেছেন। আমাদের যেন ইহা কখন দেখিতে না হয়। আমাদের যেন কখন বিজয়া না হয়। দশমী, প্রেমিকের ধর্ম্মবিচ্ছেদ, ঈশ্বরবিচ্ছেদ দেবীবিচ্ছেদ, তা হতে দিও না। বিজয়া তুমি বিজয়া হও। দশমী চলে যাও। মা, তোমার পায়ে পড়ি, গৃহস্থের বাড়ী অন্ধকার করে যেও না, যেও না। যদি হিন্দু বিশ্বাস করেছে, তুমি জগন্মাতা হয়ে এসেছ, তবে তুমি আর যেও না, তার গৃহে মা হয়ে থাক, সিংহাসনে রাণী হয়ে থাক। হে দয়াময়ী, হে কৃপাময়ী, দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর, তুমি আমাদের হৃদয়ে, আমাদের গৃহে, আমাদের দেশে, এটা যেন খুব বুঝিতে পারিয়া মাকে সর্ব্বদা কাছে রাখিয়া সুখী এবং কৃতার্থ হইতে পারি, অনুগ্রহ করিয়া এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শিষ্যব্রত ভৃত্যব্রত।

৪টা অক্টোবর, ১৮৮১।

কৃপাসিন্ধু, শ্রীহরি, আমরা গুরু হইলাম, শিষ্য হইব কবে বলে দাও। আমরা পিতা হইলাম, সন্তান হইব কবে, হে ঈশ্বর বল। প্রভু হয়েছি আমরা. দাস হব কবে? দিলাম অনেক, লইব কবে বল? হে প্রেমস্বরূপ, মানুষের দুই দিক্ আছে। এক দিকে উন্নতি অনেক হইল, অন্য দিকের উন্নতি যদি দয়া করে দাও তবে উন্নতির পূর্ণতা আজ হবে। এই যে নববিধানরূপ বিদ্যালয় করেছ, পরকে ধর্ম্ম শিখাইলাম, গুরু হয়ে উপদেশ দিলাম, প্রভু হয়ে অনেক সেবা লইলাম, এখন মনে হয় শিষ্য হইব কবে? লোকে মনে করে, গুরু হওয়া, প্রচারক হওয়া বড় কঠিন। এক জন উপদেশ দেবে, হাজার হাজার লোকে শুনিবে, এর চেয়ে মানুষের কত উচ্চ পদ হইতে পারে? তোমার প্রসাদে সেই পদ পাইলাম। হে ঈশ্বর, হাজার হাজার লোক আমাদের সেবা করিতেছে, টাকা দিতেছে, কাপড় দিতেছে, কার এ রকম হয় বল দেখি? তোমার চরণে পড়ে আছি। কারো দ্বারে যেতে হয় না, কার এ রকম হয় বল দেখি? উচ্চ দিক্‌টা খুব হলো, এখন আর এক দিক্‌টা হবে কবে? সকলে সেবা করিতেছে, না হয় আমি একটু সেবা করি, সকলকে উপদেশ দিতেছি, না হয় আমি একটু একটু

উপদেশ লই, সকলে দিতেছে না হয় আমিও একটু একটু দি। দেখ, ঈশ্বর, সকলে আমাদের প্রভু বলে, আমাদের মর্য্যাদা সম্মান পৃথিবীতে আর ধরে না। কিন্তু প্রভু হব বলে ত পৃথিবীতে আসি নাই, এয়েচি শিষ্য হব, প্রজার প্রজা হব, দাসের দাস হইব। আগেকার বিধানের বিপরীত ভাব এখন হইল। তখনকার কালে গুরু হওয়া প্রধান ছিল; একটি লোক গুরু হইত, শত সহস্র লোক তার পদতলে পড়িত, এখন আর তা নাই। এখন সকলেই প্রভু, সকলেই রাজা, সকলেই বড়। কেমন একটা ব্যবস্থা হয়েছে যে উপরের দিকে যাবার ভাবটা কমে গিয়েছে। ঊর্দ্ধগামিনী ভক্তি নাই। আমাদের উপরের দিকে কোন প্রভু আছে মানি না। আমাদের অর্দ্ধেক নরকে ডুবিয়া আছে টানিয়া তোল। দয়াময়, আমাদের ভাইদের মধ্যে অনেকে শ্রদ্ধেয় আছেন তাঁদের কেন শ্রদ্ধা করিব না? দয়াময়, তোমার ঈশাত খুব সম্মানিত হয়েছিলেন, কিন্তু আবার খুব বিনয়ী হয়ে সেবা করিতেন, রাজা হয়ে প্রজা হতেন, প্রভু হয়ে দাস হতেন। অমন যে মহর্ষি ঈশা, তিনি অনায়াসে শিষ্যদের পা ধুইয়া দিলেন, এ দেখে আমাদের শিক্ষা পাওয়া উচিত। আমরা বড় হইতেছি। আমাদের নীচে যারা ছিল, তারাও আমাদের দেখে উপরে উঠিয়া আসিতেছে। প্রেমময়, কেন আমরা মনে করিব না যে আমরা চাকরের বংশ। আমরা লোকের কাছে শিক্ষা

নেব, উপদেশ নেব, সেবা করিব। একটা দিক্ চাপা পড়িতেছে। আমাদের বিনয় ভক্তি সেবা কমিতেছে, কিন্তু স্নেহ বেড়েছে, মনটা উপরের দিকে আর উঠেছে, চায় না যে কারো কাছে নরম হই। যারা উপরে ছিল, হে ঠাকুর, তাদের সমান করিয়া দেখিলাম। হে পিতা, নববিধানের সমস্ত লোক গুরুপদ লইতে চেষ্টা করিতেছেন। উপদেষ্টা আচার্য্য হতে চান, এরোগ কেন জন্মিল? হে ঈশ্বর, দয়া কর, এক দিক্ যেমন খুব উপরে উঠিতেছে, আর এক দিক্ তেমনি নেবে পড়ুক। গুরু প্রস্তুতের বিদ্যালয় হয়েছে, শিষ্য প্রস্তুতের বিদ্যালয় খোল। সেখানে আমরা কটি ভাই প্রজা হবার জন্য দাস হবার জন্য শিষ হইবার জন্য শিক্ষা করি। গুরু অনেক হয়েছে আর চাই না। হে মঙ্গলময়ী, অনুগ্রহ করে এমন আশীর্ব্বাদ কর, যাহাতে একটি বিদ্যালয়ে শিষ্যব্রত ভৃত্যব্রত শিক্ষা করে বিনয়ে জীবন শোভিত করিয়া জন্মসার্থক করি, মা, দয়া করে এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নববিধানে অটল নিষ্ঠা।

৫ ই অক্টোবর, ১৮৮১।

হে প্রেমসিন্ধু, হে দয়ার আকর, নীচ হৃদয়ের নীচ কথা আমাদিগকে কখন যেন উচ্চ কাজ হইতে নিবৃত্ত না করে।

হে পিতা, মনুষ্যহৃদয়ের নীচ চিন্তা সর্ব্বদাই নীচ কার্য্যে প্রবৃত্ত করে, কখন কখন উচ্চ কার্য্যে নিযুক্ত করে। পিতা, আশীর্ব্বাদ কর যদি আমরা প্রেমের সাধনে নিযুক্ত হইয়াছি, কখন যেন আমরা কুমন্ত্রণা শুনিয়া নীচ না হই। বর্ত্তমান সময়ে যারা আমাদের আক্রমণ করে তারা যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করে। সত্য যেমন যুগে যুগে একই, তেমনি বিরোধী শত্রু, উৎপীড়নকারী, বিদ্বেষ, হিংসা, রাগ, ইহারাও যুগে যুগে জন্ম গ্রহণ করে। সত্য প্রবল হইতেছে অসত্য মারিবার জন্য, আবার অসত্য প্রবল হইতেছে সত্যকে মারিবার জন্য। পৃথিবীতে সত্যের জন্য উৎপীড়িত হইতে হয়। তোমার প্রসাদে আমরা যদি নবপ্রেমের ধর্ম্ম পাইয়া থাকি, তবে ইহা নিশ্চয় যে বিরোধীরা শত্রুরা এ প্রেমের ধর্ম্ম বিনাশ করিতে চেষ্টা করিবে। যাহাতে প্রাচীন ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার হইবে, সকল বিধানের গৌরব বাড়িবে, এমন উচ্চ কাজ যদি ধরে থাকি, তবে যেন পাঁচজনের আক্রমণ শত্রুতা ও কুমন্ত্রণায় ভীত না হই। পৃথিবী বিবাদ বিসংবাদ সঙ্কীর্ণ ধর্ম্ম চায়। সেই বিবাদ নির্ব্বাণ করিয়া আমরা সকল ধর্ম্মের মিলন করিতেছি, এ লোকেরা সহিবে কেন? তাদের পক্ষে প্রীতিকর হবে কেন? তারা যে সাম্প্রদায়িকতা সঙ্কীর্ণতা, বিবাদ চায়। হে মাতঃ, উচ্চ কর্ম্ম মানুষের মন বড় করিতে চায় না। যদি আমাদের প্রবৃত্তি হয়েছে উচ্চ ব্রতে, তাহা যেন না ছাড়ি।

ধন্য ধন্য আমাদের পিতা মাতা যাঁরা এ শুভ সময়ে আমাদিগকে পৃথিবীতে আনিয়াছেন। ধন্য আমাদের মাতৃভূমি, ধন্য ধন্য নববিধান, যাঁর জন্য আমরা এত ধর্ম্মের রহস্য দেখিতে পাইতেছি। আর ধন্য ধন্য, মা, তোমার দয়া যে আমরা এত উচ্চ ব্রতে নিযুক্ত হয়েছি। প্রেম আসিয়া কুশল শান্তি বিস্তার করিতেছেন। দয়াময়, আমরা যেন অন্যের কুমন্ত্রণায় এসব পথ না ছাড়ি। হে করুণাময়ী, কি জানি কখনও যদি কুবুদ্ধি মনে আসে। যদি এসব কল্পনা, ভ্রম বলিয়া সন্দেহ হয়, তবে যে তখনি মরিব। হে দয়াময়, ঐ সকল যুক্তি শুনিতে দিও না। কেবল তুমি আমাদের প্রিয় হও। তোমার ধর্ম্ম আমাদের আদরণীয় হোক্। প্রাণেশ্বরী, তোমার আশ্রিতদের বাঁচাও। এরা যেন যারা কুবুদ্ধি দিতেছে তাদের দিকে কাণ না দেয়। আমাদের মনকে সতেজ কর। আমরা যেন সত্যকে সন্দেহ না করি। তোমার এই আজ্ঞা যে সাম্প্রদায়িকতা উপধর্ম্ম থাকিবে না। হে করুণাময়ী, হে মঙ্গলময়ী, তুমি দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার প্রদত্ত নববিধানে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া অচল নিষ্ঠার সহিত, অপ্রতিহত যত্নের সহিত, এই উচ্চ ব্রত পালন করি, মা, তুমি অনুগ্রহ করে এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

দেহের মধ্যে স্বর্গ দর্শন।

৬ই অক্টোবর, ১৮৮১।

হে দীনবন্ধু, হে অপার প্রেমের সিন্ধু, এই শরীরের মধ্যেই নরক, এই শরীরের মধ্যেই স্বর্গ। ইহার ভিতর পশু, ইহার ভিতর দেবতা। মন যদি নিম্নগামী হয়, ক্রমেই নীচ হইতে নীচতর, হীন হইতে হীনতর হয়। মন যদি উর্দ্ধগামী হয়, ক্রমে পবিত্র হইতে পবিত্রতর, উচ্চ হইতে উচ্চতর হয়। হে ঈশ্বর, শরীর দ্বারা শরীর জয় কর, মন দ্বারা মনকে জয় কর। নরক দেখিবার জন্য বাহিরে যাবার কি দরকার? স্বর্গ দেখিবার জন্যই বা, মা, বাহিরে যাবার কি দরকার? সব অন্তরে। তোমাকে লইয়া থাকিতে চাহিলে এখানেই দেখিতে পারি। দেবতাদের সঙ্গে বাস করিতে পারি। যোগ ভক্তি সব এই শরীরের ভিতর হইবে। চক্ষু বন্ধ করিলেই ভিতরে বৃন্দাবন দেখিতে পাইব। নরকের আগুনও এই দেহের ভিতর। ইন্দ্রিয়দিগকে প্রবল করিলেই এই দেহে নরক হয়। কি আশ্চর্য্য, স্বর্গ নরক দুই আমাদের ভিতর। দুইয়েরই চাবি আমাদের হাতে। অবিশ্বাসী, নাস্তিক, পাপী হলে যেন নরকে পড়ে আছি। এই দেহেই সব। পাপের কড়া চড়ান আছে, মনে করিলেই আপনাকে তার ভিতর ফেলিতে পারি। আবার স্বর্গও ইহার ভিতর, মনে করিলেই যেতে পারি। দেবলোক ইন্দ্রলোক

বৃন্দাবন সব ভিতরে। উপরে উঠিলেই স্বর্গ, নীচে গেলেই নরক। আত্মাটা উপর নীচ করিতেছে। যখন উপরে আছি, নীচেটা আর মনে নাই। খাওয়া দাওয়া ভুলেছি, ব্রহ্মপ্রমত্ততায় ডুবেছি। দয়া প্রেমে ভাসছি, বুকের ভিতর হরিকে লইয়াছি। হৃদয়বিহারী দেহবিহারী, কেমন সুখ। এই দেহের ভিতর স্বর্গ। আহা নববিধানে কেমন সুখ। যেমন এ নরকের ভিতর বাঘ সাপ হিংস্র জন্তু নরকের কুকুর বসে আছে, এ দিকে তেমনি দেবগণ বসে আছেন। এক পদাঘাত করিলেই নরক দাবিয়ে দেওয়া হইল। বুকের দরজাটা খুলে গেল। কাশী বৃন্দাবন শ্রীক্ষেত্র ইহার ভিতর। ঈশা মুষা শ্রীগৌরাঙ্গ সব এর ভিতর। হে পিতা, স্বর্গ সাজিয়ে রেখেছ বুকের ভিতর। চক্ষু বুজে হরি হরি করিতে কোথায় গেল অন্ধকার, কোথায় গেল নরক। পরমানন্দের হরিদ্বার খুলে গেল। হুহু করে প্রেমপুণ্যের গঙ্গা বহিল। রাগী হইতে চাও, সংসারাসক্ত হইতে চাও পারিবে। আবার উপাসনাশীল হইতে চাও আর এক দিক দেখ। কত আনন্দ, কত পুণ্য। সুন্দরী মাতঃ, তোমার স্বর্গ জীব হৃদয়ে, কেন এমন স্বর্গচ্যুত হই, এমন স্বর্গ হারাই কেন? কত মধু হৃদয়ে, কত মধুকর সেখানে। হরি হে, নরক দেখিতে দিও না, স্বর্গ দেখিতে চাই। এই মলিন পাপ জঞ্জালপূর্ণ যে দেহ, এই দেহের ভিতর ধন্য সেই সাধু যিনি স্বর্গে যান। পবিত্র বুক নির্ম্মল বুক, সর্ব্বদা স্বর্গ

দেখাও। তোমার ভিতর পিতা স্বর্গ রেখেছেন সর্ব্বদা যেন দেখিতে পাই। তোমার ভিতর হরিগুণ গান সর্ব্বদা যেন শুনিতে পাই। তোমার ভিতর হরিপাদপদ্ম ফুটেছে সর্ব্বদা যেন দেখিতে পাই। দয়াময়ী, দেহস্বর্গ সাধন করিতে দাও। হে দয়াময়ী, হে মঙ্গলময়ী, কৃপা করে এমন আশীর্ব্বাদ কর যেন চিরকাল এই দেহের ভিতর তোমাকে দর্শন করিয়া, সাধন করিয়া, শুদ্ধ এবং সুখী হই, মা, অনুগ্রহ করিয়া এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শারদীয় উৎসব।

৭ই অক্টোবর, ১৮৮১।

হে প্রেমসিন্ধু, শারদীয় দেবতা, গ্রীষ্ম তোমারি, বর্ষা তোমারি, শরৎ তোমারি, শীত তোমারি, পর্য্যায়ক্রমে ঋতু পরিবর্ত্তন হইতেছে। প্রত্যেক সময়ে তোমার নূতন করুণা বর্ষণ হইতেছে। বেদীতে যেমন আচার্য্য নূতন নূতন ভাব, নূতন নূতন সত্য প্রকাশ করেন, এই সকল ঋতু আচার্য্য তেমনি নূতন ভাবে নূতন ভাষায় নূতন রূপে তোমার প্রেমতত্ত্ব প্রচার করে। বসন্তের কাছে যে শিক্ষা পাওয়া যায়, তা কেবল তাঁরই কাছে পাওয়া যায়। শরৎ যখন বেদী গ্রহণ করেন, তখন যে শিক্ষা

পাওয়া যায়, তাহা শারদীয়। লোকে বলে চিরকাল কেন ঋতু এক ভাবে থাকে না। যে ফুল ফুটিল শীতে কেন তাহা শুকাইল? মূঢ় মনুষ্য বিচিত্রতা বুঝে না তাই বলে। ভাবুকের হৃদয় বলে আমার প্রভুর বিচিত্রতা না থাকিলে শোভাবিহীন পৃথিবী মনোহর থাকিতে পারিত না। হে পিতা, তুমি কখন মাতা, কখন রাজা, কখন দুঃখীর বন্ধু, কখন পতিতপাবন, কখন পুরুষপ্রকৃতি, কখন বাল্য-প্রকৃতি, কখন নারীপ্রকৃতি। তোমার সৃষ্টির তত্ত্ব অতীব মনোহর এবং বিচিত্র। যখন জলে সরোবর পূর্ণ, জল উচ্ছ্বাসে তোমার খেলা দেখিতে কেমন। যখন স্থল শুষ্ক ছিল, যখন আকাশ হইতে সূর্য্য আগুন ফেলেন, পাহাড় হইতে উত্তাপের আগুন গড়াইয়া আসে, পৃথিবী হইতে উত্তাপ উঠে, শীতল জল পর্য্যন্ত গরম হইল, সেই ব্যাপ্ত উত্তাপের মধ্যে জীব ক্রমে ক্লেশ বোধ করিতে লাগিল। তখন শুষ্ককণ্ঠ জীব বলিল, "জলদেবতা এস, বারি-বর্ষণে শীতল কর।" যেমন মেদিনীর প্রার্থনা, অমনি স্বর্গ হইতে জল আসিল। পৃথিবী জল চায়, মনও তেমনি ধর্ম্ম চায়। মনের ভিতর হইতে যত ব্যাধির রস, অপবিত্রতার রস শুকাইতে উৎসাহের অগ্নি বিবেকের উত্তাপ উপকার করে বটে, কিন্তু অবশেষে মন বলে এখন ভক্তি বারি এস, নতুবা মুকুল হবে না, প্রাণ শুষ্ক হইতেছে। অতএব প্রেমদা, প্রেমদান কর, ভক্তিদায়িনী, ভক্তি দাও, এই

বলে ব্যাকুল প্রাণ যখন স্বর্গের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া থাকে, তখন স্বর্গ কি চুপ করে থাকে? গ্রাম নগর জলে পূর্ণ হয়ে আনন্দে হাসিল। উদ্যান ক্ষেত্র যেন স্নান করিয়া উঠিল। গাছগুলির শোভা হইল। মলিন পত্রগুলি ধৌত হইয়া নূতন শ্রী ধরিল, এবং পাখী আসিয়া বসিল। যেমন মানুষের বাড়ীতে বৎসরান্তে দরজায় কাঠে রঙ্গ দেওয়া হয়, তেমনি হইল। যেন প্রকৃতির বিশ্বকর্ম্মা নূতন রঙ্গ দিলেন। গাছগুলি হাসিল। জীব যেমন আশা করিল তেমনি সাধ পূরিল। কে বড় বড় গাছ ঝাড়িবে, কে গিয়া তাদের পাতা পরিষ্কার করিবে? আর এত জল কে ঢালিবে? মা, তোমার দৃষ্টি সব জিনিষের উপর। তাই বৃষ্টিকে বলিলে উদ্ভিদ্‌রাজ্যে জল ঢেলে ধৌত করে দাও। মা যেমন ছেলেকে গঙ্গার ধারে বসিয়ে পা পরিষ্কার করে দেয়, তেমনি তোমার তরুলতা বালক বালিকাদিগকে স্নান করাইয়া দিল। গাছগুলি উত্তাপে ক্লিষ্ট হইয়াছিল, প্রকৃতি কেবল তাহাদের স্নান করায়। সেই বৃষ্টিতে কত গান হবে। শরৎকালে ক্ষেত্রে বসে মাকে কত ধন্যবাদ দেব। শরৎকালের বেদী থেকে বড় শিক্ষা হয়। খুব জল আকাশ ভেঙ্গে পড়ে পৃথিবীকে স্নান করাইল। এখন ধান্য-বৃদ্ধি, লোকের কুশল শান্তিবৃদ্ধি। হে পরমেশ্বর, তোমার প্রেরিত শরৎ গুরু অনেক দিতেছেন। তোমার নিকট এই প্রার্থনা, তোমার প্রেরিত শরতের নিকট কেবল প্রকৃতি

আর গাছগুলি যেন উপকৃত না হয়; জীবও যেন উপকৃত হয়। বর্ষার পর শারদীয় শ্রী কেমন। একটা বর্ষা এসে হৃদয়কে ঠাণ্ডা করে দিক্, আমরা শারদীয় উৎসব সম্ভোগ করি। বর্ষার শেষ, শীতের আরম্ভ। বর্ষার ঠাণ্ডা এ দিকে, শীতের শীতলতা ওদিকে। মাঝখানে বসে মা আনন্দ-ময়ীর স্নিগ্ধ চরণ সম্ভোগ করি। পাপের গরমি আর সয় না। আমাদের মনে যদি প্রত্যাদেশের বৃষ্টিধারা ক্রমাগত না পড়ে, স্বর্গের আনন্দধারা না বর্ষণ হয়, তবে আমরা মরিব। আমরা জলজীব, আমরাত স্থলজীব নই। শাস্ত্রে বলেছে, তোমার ভক্তেরা মীনস্বরূপ। তোমার ভিতর আমরা মীন-স্বরূপ। শরৎ না হলে মন ত জেগে উঠে না। আছে হৃদয়ে ভক্তির মীন। পাঁকের পুকুরে সূর্য্যকিরণ পড়িয়া জল শুকাইতেছে, ব্রাহ্মসমাজে ডোবার ভাব হয়েছে। হে দীননাথ, করযোড়ে প্রার্থনা করি, ভক্তিবারি বর্ষণ করিয়া অন্তরের অন্তরে শারদীয় উৎসব আনয়ন কর। মরুভূমি-তুল্য প্রাণ লইয়া বল আর কত দিন বাঁচিব? আমরা প্রেম ভিন্ন বাঁচি না। এখন বৃন্দাবনস্পৃহা মনে অত্যন্ত বলবতী হয়েছে। সেই প্রেমধাম, যেখানে প্রেমবর্ষণ, প্রেমনদী, যেখানে শারদীয় উৎসব। সেই মৎস্যেরা ধন্য আর তৃষ্ণায় কাতর হইতেছে না। হে দয়াময়, শরতের শোভার প্রতি-রূপ অন্তরের অন্তরে, কৃপা করে প্রকাশ কর। এ সময় আনন্দময়ী দুর্গে, তোমার ভক্ত ব্রাহ্মণের হৃদয় অধিকার

কর। তুমিও শরতের দেবী, নতুবা এ সময় দুর্গা পূজা হয় কেন? পুতুল দুর্গা পূজা হইল, এখন শরৎকালের আত্মার দুর্গা কোথায় রহিলে? বাহিরের ফাঁকি দুর্গা হাজার হাজার লোকের কাছে পূজা লইলে, খাঁটি দুর্গা কোথায়? এস মা, আমরা এক বার দুর্গোৎসব করি। বাহিরের মৃণ্ময়ী দেবী পূজা অসার! চিন্ময়ী দেবী কৈলাস হইতে অন্তরে আসিতেছেন, আমরা এক বার সপরিবারে সবান্ধবে আনন্দময়ীর পূজা করি, পুড়িয়া গিয়াছে মন স্নিগ্ধ করি। জলে পৃথিবী অভিষিক্ত হইয়াছে, হৃদয় অভিষিক্ত হউক। হে দয়াময়ী, তোমার প্রসাদ বর্ষণে হৃদয়ের যত শুষ্ক ভক্তিলতা প্রেমলতা সরস হউক। বাহিরের মাধবীলতা ধৌত ও সজীব হয়েছে, মনের মাধবীলতাকে সরস কর। মন শারদীয় হও, শারদীয় শোভায় শোভান্বিত হও। এস মা জননী, তোমার রাজ্য পরিষ্কার করে তুমি এসে বোস। তোমার জলে পরিষ্কৃত করে তোমার আসনে তুমি এসে বোস। আমরা শারদীয় উৎসব সম্ভোগ করিয়া স্নিগ্ধ হই। হে দয়াময়ী, হে মঙ্গলময়ী, কৃপা করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর, যেন যত প্রকার পাপের উত্তাপ, অপবিত্রতার উত্তাপ, মনের মালিন্য প্রক্ষালন করে, হৃদয় স্নিগ্ধ করে, শুদ্ধ এবং সুখী হই, মা, তুমি এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

ধর্ম্মের ঘোর, প্রেমের ঘোর।

৮ই অক্টোবর, ১৮৮১।

হে মঙ্গলময়, হে অনাথনাথ, পৃথিবীতে শুদ্ধ হবার জন্য সকলেই চেষ্টা করে, শুদ্ধ থাকা কত কঠিন। পাহাড়ে যোগী যোগ সাধন করেন, গৃহস্থ গৃহে ভক্তি সাধন করেন, সকলে শুদ্ধ হবার জন্য চেষ্টা করেন। কত উপায় কত সাধন চিত্তশুদ্ধির জন্য বাহির হয়েছে। যার সহায় তুমি হলে, সে বেঁচে গেল। হে প্রেমসিন্ধু, যত রকম উপায় সাধক করিতেছেন খাঁটি হইবার জন্য, তার মধ্যে মত্ততা একটি প্রধান উপায়। তা যোগের মত্ততাই হোক্ প্রেমে মত্ততাই হোক্। খাঁটি হইবার এক প্রধান উপায় মত্ততা। যে সাধক অষ্ট প্রহর হরি হরি বলে, তার পাপ করিবার ছুটি কোথায়? সেত চায় পাপ করিতে কিন্তু অবকাশ কৈ? হরি, তুমি তার চব্বিশ ঘণ্টা আপনি অধিকার করেছ, তোমার সাধক কি করিবে? সময় ত আর হইল না। হে দয়াময়, অবকাশ আর হলো না বলে সাধক পাপ করিতে পারিলেন না। তাঁর প্রেমের ঘোর আর গেল না। যোগ ভক্তির ঘোর বড় মজার। যার ধর্ম্মের নেশার ঘোর হয়েছে, সেই কেবল জানে ধর্ম্মের মত্ততার কত সুখ, অন্যে জানে না। হে দীন বন্ধু, তোমার ধর্ম্মের ভিতর যদি তোমার সন্তানদের এনেছ, তবে এ দিক থেকে ওদের টেনে লও। এরা যে ধনমানের

দিকে যাবে, তার যেন আর সময় থাকে না। তোমাকে মা মা বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে যেন প্রমত্ত হইয়া যায়। তখন তার ভিতর পাপ যাবে কেন? তোমার প্রেমের ঘোরে বাস করিতে চাই। নতুবা হৃদয় কিছুতে খাঁটি হবে না। যত ক্ষণ হরি তোমার কাছে, তত ক্ষণ বেঁচে আছি। যত ক্ষণ প্রেমের ঘোরাল রসাস্বাদন করিতেছি, তত ক্ষণ বাঁচিয়া আছি, কেবল হরিকে লইয়া বসিয়া আছি। হরি সঙ্গে কথা কওয়া, হরিমুখ দেখা এতেই আছি। হরিভক্তিসম্বন্ধে ঠিক নেশার মত নিয়ম। চিন্তামণিকে প্রাণের ভিতর লইয়া বসিয়া আছি, সকলেই যেন জড়ভরত হয়ে গেল। ভিতরে এত ব্যাপার, এত উপাসনা, যোগ, আমোদ প্রমোদ যে, বাহিরে যে কিছু হইতেছে তাতে হুঁস নাই। প্রেমময় হরি, যদি কীর্ত্তন করি যেন মত্ত হয়ে করি, যেন অচেতন হইয়া তোমার চরণতলে পড়িয়া থাকি। দয়াময়, মত্ততা না হইলে বাঁচিব না। ফাঁকের ঘর থাকিলে জমাট হয় না। দয়ালু পরমেশ্বর, সংসারের ভাসা ভাসা ধর্ম্ম হইতে টানিয়া লইয়া গিয়া ঘোরতর নববিধানের ধর্ম্মের ভিতর ফেলিয়া দাও। সংসারের কাজ কর্ম্ম করিতেছি, লিখিতেছি, পড়িতেছি, মনটা যেন কে টেনে নিয়ে যাইতেছে, মনটা যেন সন্ন্যাসীর ন্যায়। প্রাণের ভিতরে একতারা বাজিতেছে। সংসারের অনেক কাজ করিতেছি, কিন্তু মন বলিতেছে প্রাণকান্ত কোথায়?

মন একটু সুবিধা পাইলেই পাপের বাজারে গিয়া পাপ কিনিয়া আনিবে। কিন্তু যথার্থ সাধকেরা পাপ কিনিবার ফুরসত পান না। শ্রীহরি, আমাদেরও যেন তাই হয়। যেন পাপ করিতে অবকাশ না পাই। ঘোরতর ধর্ম্মের ভিতর ফেলিয়া দাও, যেখানে ধর্ম্মের নেশা খুব জমাট হইয়াছে। তোমার অনুগত পরমহংসের জীবন যেমন একটা ঘোরাল প্রেমে মগ্ন হয়েছে সেই রকম কর। হে দয়াসিন্ধু, পাত্‌লা ধর্ম্ম থেকে ঘন ধর্ম্মে নিয়ে যাও। পাতলা সাধন থেকে ঘন সাধনে লইয়া চল। যোগীদের সাধন ক্রমে গাঢ় হয়, কোন প্রলোভনে মন অন্য দিকে যায় না। তেমনি ব্রাহ্ম যদি ঘন সাধনে বসে, কিছুতে মন অন্য দিকে যায় না। দয়াল, ঘন জমাট ধর্ম্ম দাও। পাত্‌লা সাধনে হবে না। হে মাতঃ, তুমি যুগে যুগে যেমন তোমার ভক্তদিগকে প্রমত্ত অবস্থায় লইয়া গিয়াছিলে তেমনি আমাদের লইয়া চল। হে মঙ্গলময়ী, হে কৃপাময়ী, দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর যেন প্রেমের ভিতর, যোগের ভিতর ডুবিয়া প্রাণ চির দিনের জন্য প্রমত্ত অবস্থায় থাকে, মা, অনুগ্রহ করে এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [যো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অদ্ভুত নবধর্ম্ম সাধন।

৯ই অক্টোবর, ১৮৮১।

হে দীনবন্ধু, হৃদয়দ্বারের দ্বারস্থ তুমি। সর্ব্বদা দ্বারে দাঁড়াইয়া ভিতরে আসিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছ। তোমাকে যেন হৃদয়ে আসিতে দি। তোমার হৃদয় তুমি লও। তোমার সঙ্গে আমাদের যে কি রকম ব্যবহার দাঁড়াবে তাহা এখনও বলা যায় না। সকলই নববিধানের কারখানা। যা হয়েছে বলা যায়, যা হবে বলা যায় না। হে পিতা, হে নববিধানবাদীর বান্ধব, তুমি এই নববিধান দ্বারা চালাইয়া আমাদের কোথায় লইয়া যাইবে কিছু বলা যায় না। তোমার সঙ্গে বসা, দাঁড়ান, কথা কওয়া, দেখা করা, সকলই নূতন হইতেছে। নূতন নূতন চমৎকার চমৎকার সকল সাধনপ্রণালী ইহার ভিতর হইতেছে। হে পরমেশ্বর, কিছুই জানি না টানিতে টানিতে কোথায় লইয়া যাইতেছ। কিন্তু এ বুঝিতে পারিতেছি কোন দলের সঙ্গে মিশিব না। এই রথ নূতন পথ দিয়া যাইবে, কোন দলের দলস্থ হইবে না। দশ দিক দিয়া সকলে চলিয়াছে, একাদশ দিক বাহির হইল, সে দিক দিয়া নববিধান চলিবে। এ পথ অন্তরেও নয় বাহিরেও নয়। নববিধানের সাধক জ্ঞানীও নয়, মূর্খও নয়, স্ত্রীও নয় পুরুষও নয়। স্ত্রীপুরুষ দুই প্রকৃতি তাদের ভিতর থাকিবে

এবার একটা নূতন কাণ্ড হবে, তার জন্য কারো সঙ্গে মিশাইতে পারিতেছি না। কেউ সামান্য মানুষ ছিল, কেউ প্রত্যাদিষ্ট হয়ে দেবত্ব পেয়েছিল, আমরা প্রত্যাদিষ্টও হইলাম, মনুষত্বও রহিল। দুইয়ের মাঝামাঝি। অদ্ভুত দেব, অদ্ভুত তোমার সৃষ্টি, অদ্ভুত তোমার বিধান, অদ্ভুত সাধন। হে পরমেশ্বর, কেউ যোগী, কেউ ভক্ত ছিলেন, এখানকার সাধক দুই হবেন। এ জন্য, দীনবন্ধু, লোকের পক্ষে এ ধর্ম্ম দুর্ব্বোধ হয়েছে। আমরাও আমাদের পক্ষে একটা প্রহেলিকার ন্যায় হইয়াছি। সব যেন নূতন হয়েছে। ভিতরে কত আমোদ, আমরা কত মজায় আছি, তা, দীননাথ, অন্তর্য্যামী তুমিই জান আর আমরা জানি। যত খোসা খুলিতেছি, ভিতরে নূতন নূতন ভাব। এ যে কি জিনিষ এনেছ, কোন জিনিষের সঙ্গে মিশিবে না, এর দরই আলাদা। এ আকাশেও উড়িবে না, পাতালেও নামিবে না, জলেও ডুবিবে না,ডাইনেও যাবে না বাঁয়েও যাবে না। একি জিনিষ? হেঁয়ালির উত্তর, নববিধান। এমন কি আছে যা দেবতাও নয় মানুষও নয়? হেঁয়ালির উত্তর, নববিধান-বাদী। এমন কি যার এক পয়সাও নাই অথচ লক্ষপতি? হেঁয়ালীর উত্তর নববিধানবিশ্বাসী। শ্রীহরি, কৃপা কর যেন তোমার অদ্ভুত নববিধানরস পান করিয়া নবধর্ম্ম সাধন করিয়া কৃতার্থ হই, মা, অনুগ্রহ করে এমন আশীর্ব্বাদ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অঙ্গীকার পালন।

১০ই অক্টোবর, ১৮৮১।

হে দয়াময়, হে সিদ্ধিদাতা, আমাদের মনের জোর এত অল্প কেন? আমাদের মস্তিষ্কের জোর এত কমিল কেন? আমাদের প্রতিজ্ঞার তেজস্বিতা কমিল কেন? উদ্যম উৎসাহ, অগ্নির ন্যায় রহিল না কেন? বয়সে কি মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হয়? হৃদয়ের আগুন কি কমিয়া যায়? যা বলিব, তাই করিব, এই যে পুরুষত্ব, ইহা কি নরম হয়ে যায়? আমরা যে পুরুষ, জাতিতে পুরুষ, ধর্ম্মে পুরুষ, ভাবে পুরুষ, প্রতিজ্ঞা এবং উৎসাহে পুরুষ, ইহা পৃথিবীকে জানাইয়া দিব। আমরা যা বলিব তার আবার অন্যথা হবে? আমরা বলিলাম রিপুপরতন্ত্র হইব না। ব্রহ্মভৃত্যের মুখ হইতে যখন একথা বাহির হইল, তখন কি আর সে কাছে দাঁড়াতে পারে? নিতান্ত নাস্তিক অস্থির পাষণ্ড না হইলে প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন হয় না। তোমার সন্তানেরা লৌহের মতন। পৃথিবী টাকা কড়ি সুখ সম্পদের এত প্রলোভন দেখাইতেছে কিছুতে মন টানিতে পারিতেছে না। হে প্রেমসিন্ধু, শক্ত সাধক করে দাও। তেজস্বী যোগী ঋষি করে দাও। তাদের নিশ্বাসে পাপ পলায়ন করে। আমরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, এই যে পাড়া করিলাম ইহার ভিতর পুণ্য শান্তি স্থাপন করিব, ব্রাহ্মপরিবারের

আদর্শ করিব। মিথ্যাবাদীরা প্রতিজ্ঞা ভুলে গেল। হে ঈশ্বর, প্রতিজ্ঞা কোথায় গেল? নববিধানবাদীর দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞা কোথায় চলে গেল। এই যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, ঘনতর যোগ করিব, পরস্পরের সহিত সদ্ভাব রাখিব, পাপের দুর্গন্ধ রাখিব না, সুগন্ধ পাড়া করিব, সে প্রতিজ্ঞা কোথায়? বয়সে প্রতিজ্ঞার জোর কমে গেল। নববিধানবাদীর প্রতিজ্ঞা কখন লঙ্ঘন হবে না। হে দীননাথ, কেন আমাদের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা কমে গেল? আমরা যা বলি তা হবে না? আমাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ হবে? আমাদের কথা বৃথা হবে? আমরা কার সন্তান? ব্রহ্মের সন্তান, তেজের সন্তান। আমরা মিথ্যা বলিব? আমরা বলিয়াছিলাম, বাড়ীতে শান্তি পুণ্য হবে, বাড়ীতে বেদ ভাগবত পাঠ হবে, ছেলেরা ঈশ্বরের ভয়ে এবং প্রেমে বর্দ্ধিত হবে। হা ঈশ্বর, সে প্রতিজ্ঞা কোথায়? আমাদের জোর নাই, আগ্রহ নাই। এ জন্য তোমার কাছে প্রার্থনা করিতেছি, যা বলিব তা যেন সাধন করিতে পারি। আমরা তোমার কাছে জোর করিয়া বলিব, এবার উৎসব আসিতেছে, ইহার মধ্যে আমরা এই এই করিব। পাড়ায় অপবিত্রতা থাকিতে দিব না। দেবি, আমাদের সঙ্গে থেকে উৎসাহের অগ্নি জ্বেলে দাও, হৃদয়ের মধ্যে খুব জাগ্রত হয়ে থাক। হে প্রেমসিন্ধু, জোর দাও। জোর কমিয়া গিয়াছে, প্রার্থনা ধ্যান যোগ যেন খুব হয়, এক এক চড়ে

ষড়রিপু, দুঃখ নিরাশা দূর করে দেব। প্রেমময়, আত্মার ভিতর স্বর্গের আগুন জ্বেলে দাও। দেবী, দয়া করে তুমি আমাদের মধ্যে সত্যনিষ্ঠা দৃঢ় করে দাও। সত্যের আদর বৃদ্ধি করে দাও। আমরা পৃথিবীর কাছে দায়ী, অঙ্গীকারবদ্ধ যে, এই এই কার্য্য মরিবার আগে করিব। আমরা যেন অঙ্গীকার ভঙ্গ না করি, সত্য যেন না ছাড়ি। সত্য আমাদের অমূল্য রত্ন। আমাদের সত্যব্রত দৃঢ় করে দাও। সত্যের জন্য কেউ বনবাসী হলেন, কেউ ভক্ত হলেন, বৈরাগী হলেন। দয়াময়, আমরা সত্যব্রত গ্রহণ করে কি করিলাম? আমাদের সত্য স্খলন হইল। ইহার জন্য অনুতপ্ত হই। হে মঙ্গলময়ী, হে কৃপাময়ী, দয়া করে আমাদিগকে এমন আশীর্ব্বাদ কর যেন বয়স যত বাড়িবে তার সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহ উদ্যম বাড়ে এবং সত্যের প্রতি নিষ্ঠা যেন আরো বাড়ে, এবং সত্য সত্য সত্য বলিতে বলিতে সত্য দ্বারা জীবন ভূষিত করি, মা, অনুগ্রহ করিয়া এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বালকত্ব।

১১ই অক্টোবর, ১৮৮১।

হে প্রেমসিন্ধু, হে করুণাময়, বালকত্ব এবং বীরত্ব এই

দুইয়ের মিলন থাকে। বৃদ্ধ বীর নয়, বালকই বীর। ধর্ম্ম, পিতা ঈশা বলিয়াছিলেন, "ঈদৃশ সন্তানদিগকে আসিতে দাও, বাধা দিও না, কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই।" জ্ঞানী বৃদ্ধ পড়িয়া রহিল, স্বর্গে গেল বালকেরা। স্বর্গের কথা দূরে থাক, পৃথিবীতে যত লড়াইয়ে জিত হয় বালকদের। বালক রিপুজয়ী, শমনজয়ী। ধ্রুবের জাত বড় জোরাল। ও জাত-টাই বীর। যত অল্প বয়স তত যোদ্ধা। এক একটা রিপু ওরা জানেই না। ক্ষুদ্র বালক প্রথম রিপুসম্বন্ধে একেবারে নির্দ্দোষ। সে কাম রিপু জানেই না। তার রাগ হয়, কিন্তু থাকে না। লোভও সেই রকম ফক্কা। এই বলিল "সন্দেশ খাব," তার পর এক পয়সার একটা কাগজের ঘুড়ি দেখিয়া সন্দেশ ফেলিয়া দৌড়িয়া গেল, তার পর আবার একটা লাটিম দেখাও, ঘুড়ি ফেলে দৌড়ে যাবে। ও বালক, তুমি ফাঁকি দিয়ে জগৎকে শিখাইতেছ। বালকের জননী, ঐ ভাবে যদি তুমি আমাদিগকে ভাবুক করিতে পার, তবে আমাদের জীবনে মহর্ষি ঈশার বাক্য সফল হয়। ছোট ছোট ছেলে মানুষ ধার্ম্মিক কর। রিপু কিছু জানিব না। বালকের সাদা প্রাণ। দয়াময়, যত ছেলে সব বৈরাগী, না হলে ধূলো খেলা করিবে কেন? বৈরাগী সন্ন্যাসীরাইত ধূলো কাদা মাখে। হে প্রেম, তোমার অবতার ঐ বালক। রিপু পাপ সব ছেড়ে দিয়ে ভোলানাথ হয়ে থাকিব। মান অপমান, ধূলো মোহর সব সমান বালকের কাছে। তবে বালকের মত বীর হই।

ওই যথার্থ বীর, ওত শয়তানের লড়াই করিল না। কুটিলতা ও জানে না, কাম রিপু মান অপমান ও জানে না। আহা ঈশা, তাই তুমি ওকে কোলে নিয়ে কত আদর করিলে। পিতা, চল্লিশত পার হয়ে গিয়েছে, এখন কি আর বালক হওয়া যায় না? এমনি হবে, যে পাপ আর ঢুকিতে পারিবে না। সব দরজা বন্ধ। পাপ কেমন তা জানিব না। ছেলে মানু-ষের মত বসে থাকিব। কুটিল ভাব আর নাই। লুকিয়ে লুকিয়ে পাপ কচ্চি সে রকম আর নাই। সাদা প্রাণ। টেনেটুনে পুণ্য করা, আর মেজে ঘষে রূপ করা সমান। ঐ কাল মন ঘষ্‌চি, ঘষ্‌চি, ও তেমন সাদা হয় না। কাল কি ওরকম করে সাদা হয়? ঘষিলে মাজিলে হয় না, বালকত্ব চাই। ছোট ছেলেরা পিতা মাতাকে শিক্ষা দেয়, বলে "ঘষ্‌চিস্‌ কেন, একবার আমার মত হ।" হে পরমেশ্বর, ভাবিতে দাও যে আমরা খুব বালক। বালক কেবল কাঁদিতে জানে। খেতে না পেলে মা বলে কাঁদিব, মা যেখানে থাক্‌বে দুদ্‌ পাঠিয়ে দেবে, না হয়ত আপনি এসে স্তন্যপান করাইবে। লোভ পাপ কিছুতে হবে না, দয়াময়ীর সন্তান কি আর কাল হতে পারে? বালকের মনে হাসি হাসি একটি ভাব রয়েছে। বালকবৈরাগ্য অতি সুমিষ্ট। বৃদ্ধ হয়ে যদিও পুণ্যবান্‌ হই, তাতে অত সুখ হয় না। মারকাট করে পুণ্যবান্‌ হয়ে সুখ নাই, আর সহজ বালক-স্বভাব-সুলভ ধর্ম্মে খুব সুখ। ছেলেমানুষ করে দাও। রাগ লোভ

থাকিবে না। যারা বালক তাদের হাতে টাকা দিলে মুটোর ভিতর দিয়ে সব পড়ে যায়। বালক প্রচারকের লোভ নাই, বৈরাগীর ছেলের কিছু থাকিবে না। হাতে ভাঁড় একতারা লইবে, আর কিছু ধরিবে না, এ রকম সহজ স্বাভাবিক ধর্ম্ম দাও। দয়াময়, মারামারি কাটাকাটি করে জয়ী হব, এ পথে যেতে দিও না, শয়তান ছোট ছেলের কাছে যায় না। ছোট ছেলের সংগ্রাম করিতেও হয় না। শয়তান উঁকি মেরে দেখে, যদি বালক দেখে চলে যায়। তাই ছোট ছেলের আদর ধর্ম্মরাজ্যে চিরকাল। আমাদিগকে বালকের বীরত্ব দাও। বালকত্ব, বীরত্ব, দুইই দাও। সরলস্বভাব বালক হই, আবার তেমনি ধর্ম্মের জোর দাও। বালকত্ব দ্বারা পৃথিবী জয় করিব। হাতে টাকা মান মর্য্যাদা সুখসম্পদ দিলে ঝুর ঝুর করে মুটোর ভিতর দিয়ে গলে পড়ে যাবে। আমরা ঠিক যেন স্বভাব দ্বারা রক্ষিত হই। স্বভাব সব ঠিক করে দেবে, কতটুকু সংসারে থাকা উচিত, কতটুকু ভালবাসা উচিত, কতটুকু পড়াশুনা করা উচিত, কতটুকু ক্ষমতা পাওয়া উচিত, আমরা কিছু বুঝিব না। দয়াময়ী, বালকের ব্যাপারে তুমি যে কি শিক্ষা দিতেছ। এই যে বালকত্বের সত্য আমরা আদর করে রাখি। হে মঙ্গলময়ী, হে কৃপাময়ী, এমন আশীর্ব্বাদ কর, যেন বালকের সরল নির্দ্দোষ পবিত্র ভাব বুকের ভিতর রাখিয়া সহজে ধর্ম্মসাধন

করে কৃতার্থ হই, মা, অনুগ্রহ করে এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সপ্রেম স্বাধীনতা।

১২ই অক্টোবর, ১৮৮১।

হে দীনবন্ধু, অসহায়ের সহায়, যে বীজ রোপণ করা হইয়াছে, তারই ফল ফলিতেছে। হে ঈশ্বর, স্বাধীনতা এবং প্রেম এই দুই বীজ রোপণ করা হয়েছে। আমাদের মধ্যে এই দুই বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে, তার ফল ফলিতেছে। দুই যদি এক হইত, সকল দিকে মঙ্গল হইত। তোমার সাধকেরা সাধন করিতে করিতে শেষে এখন বুঝিতে লাগি-লেন, বিচ্ছিন্ন হইয়া কাজ না করিলে কাজ ভাল হয় না। " আমি যা কাজ করিব অন্যে তাতে মতামত প্রকাশ করিবে না, অন্যে হাত দিবে না, যা ভাল বুঝিব তাই করিব" এই মত আমাদের সকলের ভিতর অল্প বা অধিক আছে। তোমার যে সাধক পৃথিবীর যে দিক যাইতেছেন এই মত লইয়া যাইতেছেন, এই মত দ্বারা পরিচালিত হইতেছেন। কে বলিতে পারে, হে ঠাকুর, এই রূপে একে একে সকলে চলে যেতে পারে। সকলে অবিশ্বাস করে যে ব্যক্তিকে, তার চলে যেতেই হবে। যার সর্ব্বদা অপমান

হয়, যে সহানুভূতি সাহায্য পায় না, রোগে শোকে যদি বন্ধুতা মিষ্ট কথা পায় না, সে কেন থাকিবে? বিদেশে তোমার কাজ অধিক করিতে পারিবে, তার এই বিশ্বাস হইবে। সকলে যদি ভয় দেখায়, তবু সে যাবে। যিনি যাইতেছেন তিনি এই শিক্ষা দিয়া যাইতেছেন যে, "তোমাদেরও এক দিন এই রকম করে যেতে হবে। আমি আগে যাচ্চি, কিন্তু তোমরাও একে একে যাবে।" দয়াময়, স্বাধীনতার মত অতি আশ্চর্য্য মত। ইহাকে প্রণাম করি। স্বাধীনতার মত স্বর্গীয় মত। এই মতে ঈশা বড় হইলেন, জন উচ্চ হইলেন, পুরুষ মহাপুরুষ হইলেন। মহাপ্রভু, যেমন বীজ পোঁতা হইল, তেমনি ফল হইল। আমরা পরের কথা শুনিবার জন্য জন্মগ্রহণ করি নাই। যা বলা হবে, সম্পূর্ণরূপে তা করা হবে, এ আমরা মানি না। আমাদের বিশ্বাস এ রকম হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়াছে, সকল হইতে আপনাকে স্বতন্ত্র করিয়া লইব। আপনার কার্য্যক্ষেত্র, সাধনের ভূমি স্বতন্ত্র, আপনার প্রচারক্ষেত্র স্বতন্ত্র, সেখানে আপনার অভিরুচি বিদ্যা ইচ্ছা অনুসারে সাধন করিব। যা ভাল লাগে না তা কখন করিব না, যে সকল কাজ রুচিবিরুদ্ধ তা কোন মতে করিব না। এই রূপে, হে ঈশ্বর, আমরা এত দিন বড় হ'লাম। এই রূপে আমরা ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রচার করিতে যাইব। কেহ বাধা দিতে পারিবে না। আমরা স্বাধীনতাপরতন্ত্র। সেই স্বাধীনতার মতে সকলে চলিল।

এতে কার্য্য হবে, জগতে ধর্ম্মবিস্তার হবে। কিন্তু পিতা, স্বাধীনতার পাশে আর একটি বীজ পোতা হয়েছিল, তাহা অঙ্কুরিত হইয়াছিল কিন্তু বাড়িল না। প্রেমের বীজ তত সেবা পাইল না, আস্তে আস্তে উঠিল। একটু শীর্ণ, একটু জীর্ণ, তত জোরে মাথা তুলিতে পারিল না। এজন্য এক জন প্রণাম করে সকলের কাছে আশীর্ব্বাদ লইয়া যাইতে পারিতেছে না। কিন্তু যেতেই হবে তাকে। মা, তোমার প্রেম আর স্বাধীনতা মিলিতেছে না। অতএব তোমার কাছে এই ভিক্ষা করি, যদি এরূপে সকলের চলে যেতে হয়, পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হয়, তাহলে যেন যাবার সময় পরস্পরের সহিত প্রেমবন্ধনের যোগ থাকে। যান তাতে ক্ষতি নাই, মহিমা বাড়িবে, গৌরব বাড়িবে, বিধান চারি দিকে বিস্তার হইবে। কিন্তু এই যেন হয়, যাবার সময় সকলে হরিনাম করে, প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ হয়ে যান। দয়াময়ি, এক দিন আশা ছিল, সকলে ভিন্ন দেশে গিয়া বিধান বিস্তার করিবেন। সে আশা পূর্ণ হবে দেখিতেছি। কিন্তু যাইতে হইলে অগ্রাহ্য করে কারো যেন যেতে না হয়। ২০ বৎসর একত্র থেকে শেষে কি পরস্পরের বিরোধী হয়ে যাবেন? বিদ্বেষী না হলে কেউ কি প্রচার করিতে যেতে পারেন না? কলিকাতায় উৎপীড়িত অপমানিত, তিরস্কৃত না হলে কি প্রচার করিতে যাওয়া যায় না? কলিকাতার উপর রাগ না হলে কি বিদেশে যাওয়া যায় না? হরিনাম করিতে

করিতে পরস্পরকে আলিঙ্গন করে বিদায় লইয়া দশ ভাই নাচিতে নাচিতে দশ দিকে যাইতেছেন, এটা যেন দেখিতে পাই। হে দয়াময়, হে কৃপাময় দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা পরস্পরের সহিত প্রেমে সম্বদ্ধ হইয়া, সময়ে সময়ে বিদায় লইয়া তোমার প্রেমের রাজ্য স্বাধীনতার রাজ্য বিস্তার করি, শ্রীহরি, তুমি অনুগ্রহ করিয়া এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভয়পরাজয়।

১৩ই অক্টোবর, ১৮৮১।

হে দীনবন্ধু, অপার প্রেমের সাগর, আমরা পরীক্ষা দ্বারা বুঝিলাম, পৃথিবীর কুটিল পথের জন্য আমরা প্রস্তুত হই নাই, যেখানে মন পরীক্ষিত হয় না সেখানে বসে হয়ত কিছু দিন তোমায় ভাল বাসিতে পারি, কিন্তু গোলের মধ্যে পড়িলে হয় না। সকলে যদি কেবল নিজ নিজ কার্য্য সাধন করেন, বাধা না দেন, উত্তেজনা না করেন, অপবিত্র করিতে চেষ্টা না করেন, তাহলে মন ভাল থাকিতে পারে, নতুবা দুর্ব্বল মন তিষ্ঠিতে পারে না। সকলে সংগ্রামের উপযুক্ত নয়, কিন্তু এক এক জন সংগ্রাম চায়। তাদের রক্ত গরম, মনের ভাব চঞ্চল যুদ্ধের জন্য। তারা যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী। তারা বড় বীর। কেউ কেউ তার ঠিক বিপরীত। তারা

ভাবে যুদ্ধ যেন আবশ্যক না হয়। শয়তানের সঙ্গে কখন যেন দেখা না হয়। কুপ্রবৃত্তির সঙ্গে যেন কখন যুদ্ধ করিতে না হয়। যুদ্ধ নাই, তবু তাদের ভয় যদি যুদ্ধ করিতে হয়। দেখ, নাথ, এই দুই দলের লোক আছে। এক দল বীর, তারা যুদ্ধের জন্য এত প্রস্তুত যে "আয় যুদ্ধ আয়" বলে ডাকে, আর এক দল আছে এমনি ক্ষীণ দুর্ব্বল যে যুদ্ধ এলো বলে ভয়ে কাঁপে। যদি লোকে অপমান করে, অপবাদ দেয়, হীনতা লজ্জা মস্তকের উপর আসে মন তোমার পাদ-পদ্ম ছেড়ে কোথায় পালাবে। যদি ইন্দ্রিয়সুখের প্রচুর আয়োজন হয় মন তার ভিতর কোথায় ডুবে যায়। আমাদের মন ক্ষীণ দুর্ব্বল, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত নয়। তোমার আসল খাঁটি সন্তান যাঁরা, কি বীর পুরুষ। আমরা টেনে টুনে ধর্ম্ম করি। যারা প্রলোভন থাকিতেও মিথ্যা বলিতেছে না, বিষয় কর্ম্মের ভিতরও হরিনাম রাখিতেছে তারাই ধর্ম্মবীর। ভীরুদের স্বর্গরাজ্য সাহসীদের স্বর্গরাজ্য অপেক্ষা অনেক পৃথক্। ভীরুদের বৈকুণ্ঠে যাইতে ইচ্ছা করিতেছে না। লড়াইয়ের ভিতর গিয়া পড়ি। পাঁচ হাজার দশ হাজার প্রলোভন রয়েছে, দেখাব তাদের এমনি করে জয় করিতে হয়। দিগ্বিজয়ী হইব। জনক ঋষির জীবনের দৃষ্টান্ত আমা-দের ভিতর প্রতিষ্ঠিত কর। তাঁর রাজ্যভার মাথায় ছিল, কিন্তু মন টলিল না। ইচ্ছা হয় ওরকম হতে, কিন্তু ভয় হয়। পরমেশ্বর কাকে কি রকম করেছ, কিছু জানি না

কারো ভিতর এমনি অগ্নি জ্বেলেছ যে কেবল যুদ্ধ করিতে দৌড়িতেছে। নিজের জীবনে যুদ্ধ না থাকিলে অন্যের জন্য যুদ্ধ করিতে যায়। দেশের জন্য যুদ্ধ করে, পাড়ার লোকের জন্য যুদ্ধ করে, মদ নাস্তিকতা হইতে দেশ রক্ষা করে, সংগ্রামে জয়ী হয়ে দেশ বাঁচায়। দয়াময়, সে জীবন মনে হলে বড় আহ্লাদ হয়। কিছুতে ভয় নাই। আর ভীরু ধার্ম্মিক চুপ করে অবসন্ন হয়ে পড়ে রয়েছে। ঘরের দরজা বন্ধ করে হরি বলে সে এক রকম বাঁচিল বটে, কিন্তু, হে বীরের দেবতা, তাতে মনে তত সন্তোষ হলো না। সে এক রকম লুকিয়ে পালিয়ে বাঁচিল। হে পরমেশ্বর, যে দিকে যাব, রিপুসংহার করিয়া আসিব। তোমার যে ব্রাহ্মগুলি, যত ক্ষণ পরীক্ষা না আসে ভাল থাকে। একটু কষ্ট শোক পাইল, খেতে পাইল না, টাকার অনাটন হইল, অমনি প্রসন্ন শুদ্ধ মুখ কলঙ্কিত অবসন্ন হইল। দয়াময়, দয়া করে শত্রুপরাজয় মন্ত্র যদি দাও, অভয় পদ যদি দাও তা হলে ধর্ম্মপরাক্রম দেখাই। বীরের খুব বীর। পৃথিবীর দুর্গন্ধ তার কাছে যাইতে পারিবে না, এমন যোগী বিশ্বাসী করে দাও। অনেক উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু সাহসের উন্নতি ততটা হয় নাই। অজেয়ার সন্তান, এই নামের উপযুক্ত কেমন করে হব বলে দাও। এমন শিক্ষা দাও যাতে সিদ্ধপুরুষ হয়ে বসিয়া থাকিব, দুর্ভেদ্য প্রস্তরের মত হব। তোমাকে যদি সর্ব্বস্ব

করে হৃদয়ে রেখে দিতে পারি, তবে পাপকে কেন ভয় করিব? সকলকে তোমার কাছে অভয় দাও। সকলকে এমনি নির্লোভী অনাসক্ত ব্রহ্মানুরাগী করে রাখ যে এরা অনায়াসে পৃথিবীর সুখ সম্পদের ভিতর বসিয়া রাজর্ষির ন্যায় হরিনাম সাধন করিতে পারিবে। হে দয়াময়, হে অনাথনাথ, দয়া করে ভীরু জনে এমন আশীর্ব্বাদ কর যেন সকল প্রকার ভয়কে পরাজয় করিয়া রণক্ষেত্রে "মা মা" শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে শত্রু জয় করে শুদ্ধ হই, মা, গরিবের এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

দীনতা।

১৪ অক্টোবর, ১৮৮১।

হে পরম পিতা, হে দুঃখীদের ত্রাতা, যাঁরা খুব বড় হয়েছিলেন, তাঁরা অত্যন্ত দীনাত্মা ছিলেন। অহঙ্কারী কোন কালে ভক্তশ্রেষ্ঠ হয় নাই, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক হয় নাই, দশ জনের কাছে প্রেরিত বলিয়া প্রসিদ্ধ হয় নাই। অত বড় ঋষি ঈশা, তিনিও আপন মুখে বলিয়াছিলেন, আমি অতি দীন। এ সব ভাবিলে আমাদের হতাশ হইতে হয়। কারণ আমরা অতি অহংকারী। পাপের জন্য আমাদের চক্ষে অনুতাপের অশ্রু পড়িল না। আমরা পৃথিবীকে

বলিয়া আসিতেছি, আমরা অতি ধার্ম্মিক, পৃথিবীর অনেক কাজ করি। এ অহঙ্কার আমাদের ভিতর কেন আসিল? সাধুরা পৃথিবীতে বিনয়ের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। আমরা লেখা পড়া শিখেছি, অনেক ধর্ম্ম সাধন করেছি, অনেক বার প্রত্যাদেশ শুনিয়াছি, এই সকল ভাবিয়া মন গরম হয়েছে। অহঙ্কারের আগুন না নিবিলে পরিত্রাণ হয় না। মাটীতে পড়ে মাটী হয়ে রহিলাম না কেন? সকলের কাছে ভৃত্যের মত হইলাম না কেন? মানুষের কাছে ছোট হইলাম না, তোমার কাছে ছোট হই, কারণ তাতে বড় হওয়া হইল। কিন্তু মানুষের কাছে মাথা হেঁট করিতে পারি না। আমাদের অহঙ্কারী দাম্ভিক মাথা সাধারণের কাছে হেঁট হয় না। বিদ্যার গরমি, সাধনের গরমি, ভক্তির গরমি মনে প্রবিষ্ট হয়েছে। হে পরমেশ্বর, সকল রকম অহঙ্কারের আগুনে বিনয়ের জল ঢেলে নিবিয়ে দাও। পাপ অধর্ম্মের আগুন যাদের মনে এখনো রয়েছে তারা কেন অহঙ্কার করিবে? অহঙ্কার শয়তান যেন পাপ চক্ষে না আসে। কটাই বা ধর্ম্ম কাজ করিয়াছি? হস্ত কি শুদ্ধ হয়েছে? হৃদয়ে কি আর অপ্রেম আসে না? মনে কি কুচিন্তা অবিশ্বাস হয় না? খুব কি মত্ততা হয়েছে? ধ্যানের সময় মন কি অন্য দিকে যায় না? তবে কিসের অহঙ্কার করিব? হে পিতা, অহঙ্কারী হয়ে তোমার কাছে ভয়ানক অপরাধ করেছি। অহঙ্কারের

কিছু কারণ নাই, যা লইয়া অহঙ্কার করিব। এখনও বিশ্বাস হয় নাই। তোমাকে সরল মনে ভাল বাসিতে পারি না। পরিবারের মধ্যে তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলাম না। ধর্ম্মের সম্বন্ধ তাদের সঙ্গে হইল না। হে হরি, ভবে এসে কিছু হইল না। পৃথিবীতে এসে কি করিতেছি? কজন লোকের উপকার করেছি? তোমার প্রেমের কিছু পাইলাম না, পুণ্যেরও কিছু পাইলাম না। আমাদের অহঙ্কার করিবার কিছু হয় নাই। তোমার শ্রীমুখ দেখে যে বসে খুব হাসিব তাহার সময় হয় নাই। হে স্বর্গীয় দর্পহারী, ভারি অহঙ্কার আমাদের মধ্যে, দর্প চূর্ণ কর। আমাদিগকে দীনের দীন কর। তৃণ তুমি আমাদের কাছে এস, ভাই হয়ে বন্ধু হয়ে নম্রতা শিক্ষা দাও। হে দয়াল, তৃণস্বভাব করে দাও। হে দয়াময়ী, যাকে তুমি নাবিয়ে দাও, তাকে তুমি কোলে তুলে লও। যাকে নীচ কর, তাকেই আবার উচ্চ কর। অতএব এই কথাটী মনে করে এই ভিক্ষা করি, হে প্রেমময়ী, হে মঙ্গলময়ী, তুমি দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর যেন দর্পহারীর প্রসাদে সকল দর্প চূর্ণ হইয়া আমরা গরিব দীন হীন হইয়া তোমার চরণ সেবা করিয়া প্রচুর পুণ্য শান্তি সঞ্চয় করিতে পারি, মা, অনুগ্রহ করে এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নীতিরক্ষা।

১৬ই অক্টোবর, ১৮৮১।

হে প্রেমসিন্ধু, হে অনাথনাথ, তোমার আলোকে হৃদয়ে বোঝা যাইতেছে এবং নানা ঘটনাতেও সেই বুদ্ধির আলোক বুঝিতেছে যে আমাদের মঙ্গলের ও উন্নতির জন্যে নীতি বর্দ্ধনের বিশেষ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। পুণ্যধন যখন হৃদয় থেকে পড়ে যায় সাবধান হইতে হবে। বিশেষরূপে চেষ্টা করিব নীতিবিষয়ে যে একটা একটা দোষ আছে তাহা সংশোধন করিতে। পৃথিবীর কাছে বড় হীন হতে হবে, যদি এত দিন পরে কপটতা দূর করিবার চেষ্টা হয়। কেন ধর্ম্মকে সংসারে স্থাপন করে নাই, সন্তানপালনের দায়িত্ব লয় নাই, ক্ষমা করে নাই, এ সকল বিষয়ে এত দিন পরে ইহাদের দৃষ্টি পড়িল বলিয়া লোকে ঘৃণা করিতে পারে। কিন্তু সে জন্য কি চরিত্র ভাল করিতে অবহেলা করিব? নীতিতত্ত্বের প্রতি উদাসীন হইব। হে দীনবন্ধু, কি এমন উপায় হইতে পারে বল যাতে আমরা হেসে খেলে দিন দিন পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারি। চরিত্রে আমাদের অনেক দোষ আছে। নীতি অর্থ ধর্ম্ম, সুনীতিপরায়ণ হওয়া অর্থ তোমার যা আদেশ বিবেকের ভিতর দিয়া আসিতেছে তাহা পালন করা। ছোট ছোট গরলের ফোঁটার মত দোষ মনের ভিতরে পড়ে হরিভক্তদের কষ্ট দিতেছে। আমাদের

অনেক সামান্য সামান্য পাপ আছে আমরা যদি বিচারিত হই ভাল জবাব দিতে পারি না। হে পিতা, যে ধর্ম্ম-সমাজে সামান্য সামান্য দোষের জন্য শাসন নাই, সে ধর্ম্মসমাজ বাঁচে না। হে দয়াময়, যে পাপী নিজের প্রায়শ্চিত্তের জন্য চিন্তিত হইল না সে পাপীদের মধ্যে অধম। আমাদের আশু উপায় করা উচিত যাতে ছোট ছোট দোষ গুলি আমাদের ভিতর হইতে যায়। আমরা সময় নষ্ট করিব না, না খেটে খাব না, পরের জন্য দায়ী হব, অপবিত্র চিন্তা মনে যদি স্থান দিয়ে কলঙ্কিত হই তাহা হইলে অনুতপ্ত হব। রসনা যদি প্রবঞ্চনা করে, শাস্তি ভোগ করিব। আমাদের মধ্যে ছোট ছোট বিষয়ে চরিত্র সংশোধন করে লও। আমাদের মধ্যে মিথ্যা কথা স্বার্থপরতা থাকিবে না। অহঙ্কারী মিথ্যাবাদী এবং যে পরের টাকা গোল করে এমন লোক এখানে থাকিতে পারিবে না। পাপের গন্ধ বাড়িয়া উঠিল ধর্ম্মসমাজ রক্ষা করা উচিত হইতেছে। আমাদের বিধানের বিশেষ একটি মত যে নীতিপরায়ণ হতেই হবে। যোগী ভক্ত বরং একটু গৌণেও হলে হবে। দয়াময়ী, তোমার পরিবারের মধ্যে এরকম যেন হয়, যে একটু পাপ হলে অনুতাপ করে প্রায়শ্চিত্ত করে, তার পর খাঁটি হয়। নীতিসম্বন্ধে যদি শৈথিল্য থাকে, তবে সেই বৈষ্ণব সেই শাক্ত সেই সন্ন্যাসী, বাহিরে আড়ম্বর ভিতরে অনীতি। নীতি অর্থ শুদ্ধতা,

নীতি ছাড়া পবিত্রতা হয় না। যদি নীতি না রহিল, আমাদের ধর্ম্ম রহিল কৈ? তাই বলি ঈশ্বর আমাদের মধ্যে একটি সভা হোক যাতে নীতিসম্বন্ধে পরস্পরের সঙ্গে কথা হয়। সামান্য সামান্য পাপে ক্রমে মানুষকে কি ভয়ানক পাপী করে ফেলে। নিয়ম করে দাও মিথ্যা বলিব না, স্বার্থপর হইব না, অহঙ্কার করিব না। হেসে হেসে নৃত্য করিতেছি, গান করিতেছি তার সঙ্গে সঙ্গে খাঁটি হইতেছি। দিব্য চক্ষে সব দেখিতেছি, দিব্য ভাবে সব ভাবিতেছি। প্রাণের ভিতর পুণ্যের প্রস্রবণ থাকিবে, এই রকম কর। হে পিতা এ সকল রিপু গুলো যতই দুর্ব্বল করিতে পারি ততই ভাল। নীতি—শাসনের নিয়ম লঙ্ঘন করিলে পরস্পর পরস্পরকে শাস্তি দিবেন। হে দয়াল হরি, এমনি আমরা পরস্পরের মধ্যে লেখা পড়া করিয়া লই যে আমাদের ভিতর নীতিসম্বন্ধে যা সামান্য সামান্য দোষ আছে তা সংশোধন করিব। পিতা, বড় ইচ্ছা হয় খাঁটি হই। উপাসনা দ্বারা অনেক দূর লইয়া আসিলে আর উপাসনা দ্বারা বুঝাইতেছ যে এত উচ্চ অবস্থায় নীতিসম্বন্ধে সামান্য সামান্য দোষগুলি আমাদের মধ্যে থাকা ভাল নয়। হে মঙ্গলময়ী, হে কৃপাময়ী দয়া করিয়া আমাদিগকে এমন আশীর্ব্বাদ কর যেন মা মা বলে ডেকে এই নীতিবর্দ্ধন-ব্রত গ্রহণ করি এবং পরস্পরের সকল দোষ সামান্য সামান্য ত্রুটি সংশোধন করিয়া আমাদের ঘর খানি খাঁটি

করিতে পারি, মা, তুমি সহাস্য মুখে এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [সু]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পাপের পরীক্ষা।

১৭ই অক্টোবর, ১৮৮১।

হে পরমপিতা, হে সিদ্ধিদাতা, জ্ঞানদাতা, মুক্তিদাতা, তুমি এক বার কৃপা করে আমাদিগকে আপন আপন বিবেকের নিকট পরিষ্কৃত হইতে দাও। ছাত্রদের বৎসরান্তে পরীক্ষাবিধি আছে। তোমার শিষ্যদের কেন সে নিয়ম থাকিবে না? জগদীশ্বর, এই যে আমাদের ধর্ম্মজীবন ইহা একটি প্রকাণ্ড পরীক্ষার ব্যাপার। আসিয়াছি ভবে পরীক্ষা দিতে। এত দিন কি শিখিলাম, কত দূর খাঁটি হলেম, পবিত্র প্রেমের ভিতর কত দূর পবিত্র হলেম, কামক্রোধ ইত্যাদি রিপুকে কতদূর জয় করিলাম, ইহার পরীক্ষা কর। যদি পরীক্ষায় অক্ষম হই, তা হলে কষ্ট পাব, ইহকাল পরকালে অনেক যন্ত্রণা পাইতে হইবে। হে গুরু, তোমার পাঠশালায় এত দিন কি শিখিলাম, সত্যসাধন, রিপুসংহার কত দূর করিলাম, বৎসরের শেষে হাড়ভাঙ্গা পরীক্ষা। সে পরীক্ষা না দিতে পারিলে উন্নতদিগের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারিব না। কত কঠোর তপস্যা, কঠিন

পরিশ্রম করিতে হইবে, তবে ত তোমার কাছে পরীক্ষা দিতে পারিব। মঙ্গলস্বরূপ, যারা প্রেরিত বলে লোকের কাছে পরিচিত হইয়াছে, এদের খুব পরীক্ষা হওয়া উচিত। হে ঈশ্বর, এক বার আমাদিগকে পরীক্ষার আগুনে ফেল পরীক্ষা না আসিলে ছাত্রেরা বুঝিতে পারে না কত দূর শিথিল। এ জন্য তোমার রাজ্যে পরীক্ষা বিধি উৎকৃষ্ট বিধি। দয়াময়, আমরা তোমার বিদ্যালয়ে বড় যে নিকৃষ্ট শ্রেণীর ছাত্র। আলস্যে লেখা পড়া হয় না। আমাদের উন্নতি ভাল হয় নাই। পরীক্ষার সময় অবসন্ন হয়ে বসে থাকি, এক একটা শক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে পারি না। আমাদের চরিত্রসম্বন্ধে, ধ্যানসম্বন্ধে, পরোপকার করি কি না সেই সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে ভিতরের পাপ দেখিয়া অত্যন্ত অনুতাপ হয়। হে ঈশ্বর, আমাদের ইচ্ছা নয় যে পরীক্ষা দি। কিন্তু বাঁচিতে হইলে পরীক্ষা দিতে হইবে। হে পরমেশ্বর, প্রত্যেককে একটী একটী পরীক্ষা করে প্রায়শ্চিত্ত করাও। পরীক্ষা করে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া হাত ধরে অগ্রসর করে নিয়ে চল। আমাদের মত দুষ্ট সন্তানেরা কখন ভাল হবে না, যদি না তুমি খুব কঠিন পরীক্ষা দাও। হে পিতা, আমাদের পাঠ কেন হলো না জিজ্ঞাসা কর। বলবে আমি পরীক্ষা করিব। হে দীনবন্ধু, হে কাতরের বন্ধু দুঃখীর বন্ধু, পতিতপাবন, দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা বার বার পরীক্ষিত হয়ে পাপের

প্রায়শ্চিত্ত করে পুণ্যপথে ফিরিতে পারি, মা, অনুগ্রহ করে এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

দৈন্য।

১৮ই অক্টোবর, ১৮৮১।

হে দয়াময়, হে সুখদাতা, তুমি আমাদিগকে গরিব করেছ। ইহাতে তোমার অনেক অভিপ্রায় নিহিত আছে। তোমার গূঢ় মুক্তিপ্রদ বিধান এই ঘটনাটীর ভিতর নিহিত আছে। সকলের সৌভাগ্য নয় যে দীন হয়, তুমি যাকে দীন কর সে দীন হয়। যার দীনতা তোমার প্রদত্ত সেই ভাগ্যবান্। ভাগ্যবান্ তাকে বলি যাকে সম্পদ্‌বিহীন সর্ব্বস্বান্ত করিয়া ভিখারীদলে প্রবেশ করাইয়াছ। দুঃখী হওয়া বড় কঠিন। সুখী অনেকে হইল। কিন্তু দুঃখী হওয়া সকলের ভাগ্যে ঘটে না, কেবল তোমার চিহ্নিতদের ঘটে। দীনতার মহিমা অনেক। দুঃখক্ষেত্রে কত ফল ফলে। অশ্রুবারিতে যে ক্ষেত্র সিক্তি তাতে কত ফল ফলে বর্ণনাতীত। যত প্রচারক হয়েছে তাদের আগে গরিব করে দীন করে, তার পর তুমি ধর্ম্মসমাজের উচ্চ আসনে বসাও। ঈশ্বর তুমি এই শিক্ষা দিয়াছ যে গরিব বলে পরস্পরের মুখপানে তাকাতে, গরিবের চাল চলন, খাওয়া পরা, মুখের

চেহারা পূজা উপাসনা সমুদয় ভাল; দৈন্যশাস্ত্রের প্রথম অক্ষর অবধি অতি চমৎকার। গরিব ভাই দশটি গাছতলায় বসে আছে, আর তোমার নাম করে প্রেমে উন্মত্ত হইতেছে, হরি হরি বলিতেছে, ইহা কি পৃথিবীতে স্বর্গের দৃশ্য নয়? তুমি এই পাড়াটা গরিবের পাড়া করেছ। আমরা যদি এই পাড়াকে বড়মানুষের পাড়া করিতে যাই, মরিব। হে দীন-নাথ, হে দরিদ্রের সখা, গরিবের নরম মুখশ্রী তুমি আপনি তুলি দিয়ে আঁকিয়া থাক। গরিব হওয়া অত্যন্ত বড়. পাণ্ডবেরা যখন অত্যন্ত সম্পন্ন ছিলেন, ঐশ্বর্য্য দেখাইয়াছেন, রাজসূয় যজ্ঞ করাইয়াছেন, তখন তাঁদের অত ভাল দেখায় নাই। যখন সস্ত্রীক পঞ্চ পাণ্ডব বনে গেলেন দুঃখ কষ্টে জীবন ধরিলেন, যেন মেঘে ঘেরা চন্দ্র। সে শোভা অতি সুন্দর। সেই যে দীনাত্মা হলেন, দুঃখিনী দ্রৌপদী কৃষ্ণকে ডাকিলেন, সেই চেহারা দেখে প্রাণ গলে যায়। দুঃখিনী দ্রৌপদীর ভক্তি দেখে প্রাণ গলে যায়। তার বিপন্ন যুধিষ্ঠিরের বড় শোভা। রাম যদি বরাবর সিংহাসনে বসে থাকিতেন, সীতা বামে বসে থাকিতেন তাহলে কি হতো? লোকে বলিত খুব রাজা, এই পর্য্যন্ত। যখন তাঁরা বনে গেলেন, তখন তাঁদের ব্যবহার চেহারা কি রকম? দুঃখিনী সীতার চেহারা কেমন মধুমাখা। হা পরমেশ্বর, পৃথিবীতে দুঃখী পরিবার যারা তারাই সুখী, আমরা অত্যন্ত মূর্খ তাই বুঝিলাম না কেন আমাদের দুঃখী পরিবার করেছ। আমরা অবিশ্বাসী

তাই এসব কথার মহিমা বুঝিতে পারি না। দীনাত্মার মুখেই স্বর্গ। দুঃখেতে হৃদয় বিনয়ী হয়, মন কোমল হয়, পিতার চরণ খুব জড়াইয়া ধরি। দুঃখকে পৃথিবীর লোক বড় ঘৃণা করে এই বড় দুঃখ। এমন সৌভাগ্য কার হয় যে মা তুমি আদর করে বল, "আমার জন্য পাঁচ-টাকার চাকুরি ছেড়ে দে" এই বলে প্রচারক কর। এই পাড়া দুঃখীর পাড়া। এমন দুঃখী সুখী পরিবার, সুখী দুঃখী পরিবার আরত কোথাও পাওয়া যায় না। মন, এক বার বিশ্বাসনয়নে দেখ এই পাড়াতেই স্বর্গ লুকাইয়া আছে। আমাদের স্ত্রী পুত্র পরিবারকে তুমি দুঃখী করেছ। তুমি বলিতেছ "আমি দিতে পারি কিন্তু দেব না। আমি এদের দুঃখ দিয়া শুদ্ধ করিব। বঙ্গদেশকে দেখাব যে দুঃখের ভিতর কেমন ভাল হওয়া যায়।" দয়াময়, অনেক কালের পর এই প্রেরিতদল দুঃখব্রত গ্রহণ করে ধর্ম্মের মহিমা প্রকাশ করিবার জন্য দাঁড়াইয়াছে, দেখ, মা, কোন রকম কুবুদ্ধি এসে এদের যেন লোভী রাগী না করে। সুবুদ্ধি দাও যেন দৈন্যব্রত এদের পবিত্র করে দেয়, মা, দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

দৈন্যব্রত।

২০শে অক্টোবর, ১৮৮১।

হে দয়াময়, হে অগতির গতি, ভক্তদের দীনতাব্রত তোমার প্রেমের নিদর্শন। কেন না যাকে তুমি আপাততঃ কষ্ট দাও, তাকে তুমি পৃথিবীর কাছে প্রেমেতে চিহ্নিত করিয়া পরিচিত কর। পিতা দয়াসিন্ধু, এই যে শরীরের অপবিত্র উত্তাপ, ইহাকে শীতল করিবার জন্য পৃথিবীতে দীনতারূপ মহারত্ন সৃজন করেছ। দৈন্য পাপ অগ্নিকে নির্ব্বাণ করে। দীনের দীনতা অহঙ্কার খর্ব্ব করে, প্রাণকে প্রেমিক করে, হৃদয়কে শীতল করে। এই জন্য দীনতা বার বার আসিতেছে। এজন্য ঘুরিয়া ফিরিয়া নৌকা খানা বার বার দীনতার ঘাটে আসে। পরমেশ্বর, দুঃখী ভাবে তোমার কাছে পড়িয়া থাকিলে মানুষের অনেক পুণ্য শান্তি সঞ্চয় হয়। পিতা, বুঝিতে দাও যে বৈরাগ্যসাধন দুঃখ-সাধন পৃথিবীতে এক মাত্র সুখের উপায়। আমাদের সংসার, স্বার্থপরতা, অহঙ্কার, ভ্রমবুদ্ধি, ভেদবুদ্ধি পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছে। তুমি টানিতেছ পরস্পরের দিকে, আমরা টানিতেছি, আপনার দিকে। কত বার চেষ্টা করিলাম একটা ভ্রাতৃমণ্ডলী হয়, কিন্তু সংসার টেনে নিয়ে যায়। পিতা দৈন্যব্রত পালন করিতে পারিলাম না। বড় শক্ত ব্রত। আমরা যে কটি এক দলের এক ভাবের লোক,

আমরা উচ্চপদ, বিলাস, সুখের আশা করিতে পারি না। আমাদের জন্য, নববিধানের প্রচারক কটির জন্য তুমি শাকান্ন ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছ। আমরা কেন বার বার সংসারের সুখ বিলাস অন্বেষণ করিতে যাই। আমরা কি বুকে হাত দিয়া বলিতে পারি যে খাঁটি হয়েছি? তার প্রায়শ্চিত্তের জন্য দৈন্যব্রত আবার লইব। জগদীশ্বর, এদের অন্য লোক হইতে স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্ন করে মুখে শাকান্ন দাও। আমরা পশুর মত আহার বিহার করি, ধার্ম্মিকের মত করি না। তোমার নিকট বসিয়া তোমাকে স্মরণ করিতে করিতে, হরিনাম করিতে করিতে, শাস্ত্রপাঠ করিতে করিতে, নানারূপ আমোদ করিতে করিতে, সাধুরা আহার করিতেন। এ রকম বন্যপশুর আহার ইষ্টপ্রদ হইতে পারে না। আহারের সঙ্গে আমরাত হরিনাম মাখাইয়া লই না। সকল কার্য্য তোমার নামে করি। কুটীর আমাদের ধর্ম্ম হউক। কুটীর আমাদের ভরণ হউক। সব কাজ ধার্ম্মিকের মত হউক। এ ছোট দলটাকে ধর্ম্মের দল করে দাও। পিতা নিয়ম করে বেঁধে দাও। নীতি স্বাস্থ্য শরীর রক্ষাব বিধিতে বাঁধ। কুটীরের দৈন্য ও বিনয়ে বাঁধ। আমাদের যথার্থ বৈরাগী কর। আমাদের মনের গরমি দূর করে দাও। আমাদের সকলকে দুঃখী দীন করে দাও। কুটীরে বসে তোমার নাম করিতে করিতে দুমুটো শাকান্ন খাই, তাই খেয়ে শরীর অমৃতরসে প্লাবিত হবে। হে মঙ্গলময়ী,

দয়াময়ী,দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর যেন আমরা দৈন্যব্রত গ্রহণ করে শরীর মন শুদ্ধ করি, মা, তুমি অনুগ্রহ করে এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বংশ স্মরণ।

২১শে অক্টোবর, ১৮৮১।

হে দীনবন্ধু, হে প্রেমসাগর, তুমি আমাদিগকে আমাদের উচ্চতা বুঝিতে দাও, মাহাত্ম্য জানিতে দাও। অনেক দিন বিদেশে থেকে আমাদের ঘর বাড়ী বংশ কুল ভুলিয়া গিয়াছি। বিদেশে দোকান পসার খুলে নীচ হয়ে গেলাম। বাপ পিতামহের নাম ভুলে গেলাম। পিতা প্রেমস্বরূপ, সংসারে এত নীচতা যে মানুষ এখানে কিছু দিন থাকিলেই নীচ হয়। এই যে উপাসনা কিসের জন্য ? আমাদিগকে কুল স্মরণ করিয়া দিবার জন্য। কি ছিলাম, কোথায় ছিলাম, কাদের সঙ্গে ছিলাম, তাহা মনে করাইয়া দেয়। আমাদের জ্যেষ্ঠ যাঁরা তাদের দ্বারা কুল উজ্জ্বল। আমরা এদেশে আসিয়া নীচ জাতির সঙ্গে মিশে মিশে নীচ হয়ে গেলাম। বড় ভাইদের নাম ভুলে গেলাম, পিতার নাম ভুলে গেলাম। এই উপাসনার সময়, যে দেশে ছিলাম, সেখানকার সুখপ্রদ শান্তিপ্রদ বাতাস এসে

গায়ে লাগে। সেই সকল ছেলেবেলার কথা স্মরণ করায়। আহ্লাদ হয়, বড় বড় লোকের সঙ্গে বেড়াতাম, তাঁরা আদর কত্তেন, কত শাস্ত্র শ্লোক শিখিতাম। এখন সে সব কোথায় গেল। সে বন্ধুবান্ধবেরা কোথায় গেলেন, ঈশা মুষা কোথায় গেলেন। আমরা যে তাঁদের বংশ তা আর বিশ্বাস হয় না। আমাদের প্রকৃতি অবধি কাল হয়ে গেল। ঈশ্বর, আমাদের মহত্ত্ব পুনরায় স্মরণ করিতে দাও। আমরা এখানকার নয়, আমাদের বাড়ী এখানে নয়। অনন্ত যেখানে সেখানে আমাদের ঘর। জন্মিবার পূর্ব্বে সেখানে ছিলাম। সেখানে নীচ ছিলাম না, বিবাদ করিতাম না, পবিত্র অন্ন খাইতাম, পবিত্র জল পান করিতাম, পবিত্র বাড়ীতে বাস করিতাম। সেই স্বর্গের বাস আর এই পৃথিবীতে বাস। কত তফাৎ! সেই লাল টুক্‌টুকে ছেলে গুলি তোমার বুকের ভিতর কেমন অজ্ঞাত অব্যক্ত ভাবে ছিল। তার পর পৃথিবীতে এলাম। মাতৃগর্ভে যখন ছিলাম, তখনও ভাল ছিলাম, পৃথিবীর বায়ু গায়ে লাগে নাই। তার পর জন্মের পর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নীচ হয়ে গেলাম। প্রেমময়ী, এই কিছুকাল পৃথিবীতে থেকে এর মধ্যে কত জঞ্জাল পাপ কলুষ হৃদয়ে জড় করিলাম। দূর করে এসব কুচিন্তা, সংসার কামনা পাপচিন্তা কেন ফেলে দি না, উপাসনার সময়, উপরের দিকে নিয়ে একেবারে ব্রহ্মের ঘরে নিয়া যাবি না কেন? সেখানে জ্ঞান,

উপার্জ্জন করিব, যোগসাধন করিব, ভক্তদের সঙ্গে ভক্তি শিখিব, যোগীদের সঙ্গে একতারা নিয়ে ধ্যান সাধন করিব, ঈশা মুষার সঙ্গে মিশিব। সেই খানে উপাসনার সময় যেতে দাও। আমাদের মনে করাইয়া দাও কার বংশের লোক আমরা, কোথায় বাড়ী, আমাদের পুরাতন পরিচয় দাও, একটু আশা হউক। কেবল পাপ করে করে শরীর দুর্গন্ধ করেছি। আমরা উচ্চ গোত্রের লোক, দেবি তাই বিশ্বাস করিতে দাও। যত মনে করিব আমরা পশু সন্তান, তত-আরো নীচ প্রকৃতি হব। যোগীদের সন্তান যারা, তারা উপরে উঠিবে। আমরা উপাসনার সময় সেই পুরাতন বাড়ীতে বেড়াতে যাব, তোমার চরণে গিয়া প্রণাম করিয়া আসিব, আর থালা থালা পুণ্য লইয়া পৃথিবীতে আসিব। আর নীচ হব না। হে মঙ্গলময়ী, হে দয়াময়ী, দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা আমাদের মহত্ত্ব ও উচ্চকুল স্মরণ করে সকল নীচ প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করে যোগ ভক্তিতে উন্নত হই, মা, অনুগ্রহ করে এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভয়।

২২শে অক্টোবর, ১৮৮১।

হে প্রেমময়, হে নববিধানের বিধাতা, ভয়ঙ্করা দেবীর পূজা আজ এই বঙ্গদেশকে উৎসাহিত করিতেছে। প্রেমময়,

আজ ভয়ের সহিত শক্তির পূজা। হে পরমেশ্বর, ঘোর কালবর্ণ অনন্ত কালের। সেখানে ভয় হবে নাত কি হবে? যে রং মিশিয়া যায় কালের সঙ্গে, সেই রং কালী। অন্ধকারে দেবদর্শন হয় না। বিশেষতঃ এই কালরূপ, অনন্তরূপ অন্ধকারে মিশাইয়া আছে, কিরূপে হিন্দুরা দেখিবে? তাই তারা মূর্ত্তি প্রস্তুত করিল। তোমার ইচ্ছা ভঙ্গ হইল। কাল এক মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া আজ বঙ্গদেশ ভয়ের সহিত সে মূর্ত্তি পূজা করিল। পিতা, আছে বটে এমন এক ধর্ম্ম ভাব, যা প্রেম ভক্তির ভিতর পাওয়া যায় না। সে ভয়। মহাদেবী, মহাশক্তি তুমি যে ভয়ঙ্করা দেবী। পাপ করিয়া মানুষ ভয় করিবে না? রুদ্র মূর্ত্তি কি তোমার নাই? পাপ করিলে কেবল প্রেমের মূর্ত্তি দেখাইয়া তুমি কি প্রশ্রয় দেবে? সময়ে সময়ে মানুষের ভয় পাওয়া উচিত। দেবীর খাঁড়া মনুষকে ভয় দেখাবে। নতুবা কি সে পামর মানুষের শাসন হবে? সকল ধর্ম্মেই এই কথা আছে, ব্রহ্মকে ভয় করিবে, ভাল বাসিবে। যখন অধার্ম্মিক হই, তখন ভয় করিব, যখন ভাল পথে থাকিব, তখন ভাল বাসিব। হরিদাস প্রেমেতে পাপ ছেড়ে ভাল হন, কালিদাস ভয়ে পাপ ছেড়ে ভাল হন। এক খানি অসুরনাশিনী মূর্ত্তি প্রাণের ভিতর রাখিয়া দি, তা হলে পাপ করিতে ভয়ে প্রাণ কাঁপিবে। এই কালীপূজার আগাগোড়া ভয়ের ব্যাপার। ভীত মন বলিতেছে আর পাপ করিব না। অন্ধকারে কেবল তোমার

ঐ খড়্গখানি চক্‌মক্‌ করিতেছে। এটি উপাসকের পক্ষে ভাল। কে অন্ধকারে নাচে? কে খড়্গ হস্তে? কে অন্ধকারে চক্‌মক করিতেছে? তখন বিশ্বাসী ভয় পায়। বলে, মাগো তারা, নিস্তারিণী কোথায়? তোমার রুদ্রমূর্ত্তি কেন? দেবী, শাসনের ভয় দেখাও। অন্ধকার রাত্রি, তোমার সাধকেরা শবসাধন করিবে, শব হবে, জিতেন্দ্রিয় হবে। ভয়কে ভয় দেখাবে। জগদীশ্বর, এ সময় অন্ধকারে স্তম্ভিত হয়ে যোগী যোগাসনে বসে শবসাধন করে ভয় দমন করিতেছে, বলিতেছে মা, এ সময় দেখা দাও, পাপ শমনকে দমন কর। ভয় এই, পাছে পাপ করি. দুষ্কর্ম্ম করি, পাছে প্রেমভক্তি উড়ে যায়, পাছে অসত্যবাদী হই, পাছে শয়তানের রাজ্যে যাই, পাছে তোমাকে ভাল না বাসি, এই ভয়ে তোমার কাছে মিনতি করি। ভয় ভাঙ্গ। ঘোর অন্ধকার, তার ভিতর সূক্ষ্ম কালীমূর্ত্তি। কেবল অন্ধকার, কালী কেবল অন্ধকার। আর কিছুই নয়। আকার নাই। অন্তরের অন্ধকার, যোগের গভীর জলের অন্ধকার। মা, ভয় বিপদ হইতে উদ্ধার কর, কালীযোগ, শক্তিযোগ সাধন করি। অভয়ে, অন্ধকাররূপ তোমার, ভয়েতে আরাধনা করি। হে অন্ধকার, ভীত কর, সংশোধন কর। হে অন্ধকার, তোমাতে ডুবাও। ইন্দ্রিয়সুখবিলাস এখানে আসিতে পারে না। এখানে বড় শক্ত ব্যাপার। সমস্ত পাপগুলি বলি দিতে হবে। একটি পাপকেও ইনি প্রশ্রয় দেন না। অন্ধকার

শ্মশানে তোমার কালীমূর্ত্তি দেখে আমার সব ভ্রূকুটি দূর হয়েছে। আত্মার ভিতর ভয়, মনের ভিতর ভয়, পরস্পরকে ভয়, পরিবারকে ভয়, সমাজকে ভয়, সব ভয়। যত ভয়, তত ধর্ম্ম। তার পর অভয়া এসে সকল ভয় বারণ করেন। হে পিতা, ভীত করে পরিত্রাণ কর। অন্ধকার অনন্ত আদ্যাশক্তির ভিতর মিশে যাই। হে দয়াময়ী, হে মঙ্গলময়ী, দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর, তোমার কালীমূর্ত্তি দেখে তোমাকে শ্রদ্ধা ভক্তি অর্পণ করে, যোগাসনে উপবিষ্ট হয়ে শুদ্ধ এবং সুখী হই, মা কালী, এমন আশীর্ব্বাদ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বিধানের পূর্ণতা সাধন।

২৩শে অক্টোবর, ১৮৮১।

হে পিতা, হে প্রেমসিন্ধু, প্রথমে লোকে তত বুঝিতে পারে না, ক্রমে লোকে বুঝিতে পারিতেছে, নববিধান কি। এই রূপে ক্রমে ক্রমে এক জন লোক হইতে আর এক জনের চক্ষে নববিধানের আলো প্রকাশ হইতেছে। নববিধান এখন ক্ষুদ্র শিশু, ক্রমে উন্নত হবে। আমরা আগে মনে করি নাই যে ইহা এত বড় প্রকাণ্ড ধর্ম্ম হইয়া উঠিবে। পৃথিবী ইহার রাজধানী হবে, স্বর্গরাজ এর রাজা হবে। বড়

বড় প্রেরিত সাধুরা ধর্ম্ম স্থাপন করেছেন আমরাত কটি সামান্য লোক। আমাদের ভিতর নববিধানের ধর্ম্ম প্রচার হইল। সকলে মানিতেছে ইহা একটি বৃহৎ ব্যাপার। বালকের হাতের একটি ছোট খেলা ঘর যদি প্রকাণ্ড রাজ-বাটী হয়, তবে তার কি আহ্লাদ হয়। এ তাই হয়েছে। ছেলেখেলা করিতে করিতে প্রকাণ্ড ব্যাপার হইয়া উঠিল। আমরা পুতুলখেলা করিতেছিলাম, একটা প্রকাণ্ড ধর্ম্ম হইল। দেশ বিদেশের পণ্ডিতেরা এ ধর্ম্মের আলোচনা করিতেছেন। এত বড় প্রকাণ্ড ধর্ম্ম হবে ভাবিয়া আমরা আরম্ভ করি নাই। প্রথমে আমরা ব্রাহ্ম হইলাম। তার পর ঈশা মুষার প্রতি একটু ভক্তি হলো, তার পর হরিনামের সুধা আরো গড়াইল। কতকগুলি সামান্য সামান্য লোক কাজ কর্ম্ম ছাড়িয়া ছেলেখেলার প্রচার করিতে করিতে হইল প্রচারক, তার পর হইল প্রেরিত। একটু বৈরাগ্য করিতে করিতে হইল গৃহস্থ-বৈরাগী। আমরা পুকুরে স্নান করিতেছিলাম, করিতে করিতে দেখিলাম মহাসমুদ্রে। দুইটি চারিটি ফুল লইয়া তোড়া বাঁধিতেছিলাম, তার পর দেখি স্বর্গের পুষ্পোদ্যানে বসিয়া আছি। তুমি আমাদিগকে খেলাঘর করিতে ডাকিয়া আনিয়া শেষে কোথায় ফেলেছ। এখন দেখি শাস্ত্র মন্ত্র তীর্থ, হোম, জলসংস্কার, প্রকাণ্ড একটি ধর্ম্মবিধি। এর ভিতর আপন ইচ্ছায় কিছু করিতে পারি না. লোকে বলুক না বলুক, বুঝিতেছে যে একটি প্রকাণ্ড ধর্ম্ম। এখন যদি

উপাসনা খারাপ হয়, চরিত্রের মূলে যদি কলঙ্ক থাকে, বিশ্বাস ভক্তির দোষ থাকে, তা হলে সব যাবে। এ সময় সুব্যবস্থা করে দাও যেন আমাদের চরিত্র উপাসনা সব ভাল হয়। কেহ একটা সামান্য পাপ করিলে কুচিন্তা করিলে সে পাপ তাকে যন্ত্রণা দেবে। সে তাহা স্বীকার না করে থাকিতে পারিবে না। পাপ করিবার ইচ্ছা পর্য্যন্ত মনে আসিতে পারিবে না। আপনার পাপ আপনি ধরা দেবে। আপনি অনুতাপ করিবে, আপনি প্রায়শ্চিত্ত করিবে। আমার প্রাণ এখনো বশীভূত হইল না ঈশ্বরচরণে। আমি এখনো অভক্ত? আমার মন এখনো শুষ্ক হয়? এ সব পাপ মনে হলে গা কাঁপিবে। বল পরমেশ্বর, আমরা যে ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি, তার উপযুক্ত হইতেছি কি না? দয়াময়, এখন আর ছেলেখেলা নয়। সত্যধর্ম্ম আসিয়াছে। সত্যদৈববাণী হইতেছে যে সকলে পবিত্র হও, খাঁটি হও। এখন পৃথিবীতে ধর্ম্ম চলিল, বাণ এলো। বাণের তলায় এখন ভাঙ্গা নৌকা? বল "বিবেক ভক্তি বিশ্বাস সব খাঁটি কর।" এখন পরস্পরকে খুব শাসন করি, আর দেরি করিলে হইবে না। যখন নববিধান সত্য সত্যই সত্য হইয়া উঠিল, তখন আর দেরি করিলে হইবে না। হে দয়াময়ী, হে কৃপাময়ী, দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা এই জাগ্রত জীবন্ত সময়ে পবিত্র শাসনে শাসিত হয়ে সকলে নববিধান প্রচার করি, এবং উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা তোমার

বিধান পূর্ণ করি, মা, তুমি আমাদিগকে এমন শুভবুদ্ধি দাও। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।

২৪শে অক্টোবর ১৮৮১।

হে অধমতারণ, হে স্নেহময় পিতা, এই বিশেষ দিনে বঙ্গদেশ ভ্রাতার মর্য্যাদা রক্ষা করেন। এই বিশেষ দিনে সমস্ত বঙ্গদেশে ভ্রাতার প্রতি ভগ্নির প্রণয় শ্রদ্ধা এবং স্নেহ প্রকাশিত হয়। বৎসরের এই দিন হিন্দু উৎসর্গ করেছেন ভ্রাতৃপ্রেমে। আমরা ব্রাহ্ম। প্রাচীন অপেক্ষা নবীন প্রেম অধিক। এই নবধর্ম্মে কোথায় ভ্রাতার প্রতি আদর মর্য্যাদা অধিক হবে তা না হয়ে ভ্রাতৃপ্রণয় কমিতেছে। যদি কমে গিয়ে থাকে, তবে পিতা তোমার প্রতিও ভক্তি কমিতেছে। যারা তোমাকে মা বাপ বলে ডাকে, তাদের ঘরে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ কখনই সম্ভব নয়। হে মঙ্গলময়, প্রণয়ের ছড়াছড়ি আজ এ দেশে। সেই হিন্দুসমাজকে নমস্কার করি, যাঁর শুভবুদ্ধিতে ভ্রাতৃপ্রণয়ের কীর্ত্তি একটি বিশেষ উৎসবে স্থাপিত হয়েছে। ভ্রাতার গৌরব বঙ্গদেশ বুঝেছিল। শাস্ত্রকার বুঝেছিল, নতুবা এ চমৎকার সুপ্রথাটি আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত হইল কেন? আর কোন দেশেত

নাই। ভগ্নী বসিলেন, আদর, স্নেহ, যত্ন, প্রণয় দিলেন। ভগ্নীর স্নেহ ভক্তি আশীর্ব্বাদে ভাই অমর হইল। আজ গরিব দুঃখী হোক্ বঙ্গদেশে ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দেবে। ভাইয়ের মর্য্যাদা রাখিল। ভ্রাতৃভাব কি পবিত্র ভাব। স্বর্গের ভাব ভাই বলে ডাকা, এ স্বর্গীয়। দলের ভিতর ভাই, সম্প্রদায়ের ভিতর ভাই, ধর্ম্মে ভাই। সুন্দর ভ্রাতৃ-প্রণয় এ কাল হৃদয়ে নাই। হে কৃপাসিন্ধু, কেমন চমৎকার একটী পত্তনভূমি রয়েছে হিন্দুসমাজে নববিধানের জন্য এই ভাই ফোঁটাতে। হে প্রেমময়ী, এই ব্যাপার আমাদিগকে বুঝিতে দাও। নববিধানবাদীর কি করা উচিত এই ভাব থেকে? ভ্রাতৃপ্রণয় কি? কোনরূপ স্বার্থ থাকিবে না। ভাইকে আদর করিব। আমার হৃদয়ের ভাই, প্রাণের ভাই, আদরের ভাই, ঘরের ভাই, মার পেটের ভাই, আমার অনেক গুলি ভাই। এই বলিতে বলিতে, এই কথা সাধন করিতে করিতে চক্ষে আনন্দধারা বহিবে। ভাই ধন ভালবাসার ধন, বুঝেছে কেবল ভগ্নীর মন: ভগ্নী ভিন্ন ভাইকে কে চেনে? তুমি দু জনকেই করেছ। ভগ্নী আপন হৃদয়ের পবিত্র অনুরাগ ঐ ফোঁটার সঙ্গে ভাইয়ের কপালে দেন। পৃথিবীতে শঙ্খধ্বনি হইল। ভাইফোঁটা কি? আরম্ভ হইল আপনার ভাইতে, কিন্তু ভগ্নীর হাত পৃথিবীশুদ্ধ লোকের কপালে গেল। পৃথিবীশুদ্ধ লোক তাঁর ভাই। সমস্ত জগ-তের কপালে ফোঁটা দিলেন। চারি দিকে শঙ্খধ্বনি হইল।

এর চেয়ে পবিত্র জিনিষ আর কিছু নাই। ভাইয়ের মত জিনিষ ভগ্নীর কাছে নাই। ভগ্নীর মত জিনিষ ভাইয়ের কাছে নাই। ফোঁটা দেওয়ার অর্থ এই যে তোর এত আদর, তুই উপযুক্ত হ। ভাল হয়ে চলিস্। কার সম্পর্কে ফোঁটা দেওয়া হল? জগজ্জননী যে সকলের মা। তিনি কাছে বসে বল্‌চেন ফোঁটা দে। সব মার খেলা। বসে বসে তামাসা দেখিতেছেন। একটাকে ভাই সাজিয়ে আর একটাকে ভগ্নী সাজিয়ে খেলা দেখ্‌চেন। পবিত্র স্বর্গের প্রেমের এক কোণ কেটে পৃথিবীতে ফেলে দিলে সেটা হলো ভাইফোঁটা। পবিত্র স্বর্গীয় জিনিষ যেমন ঘরে ঘরে হইতেছে, তেমনি যদি সমস্ত পৃথিবীতে হয়, তা হলে বেশ হয়। সকলে যদি সকলের ভাই হয় তাহলে পাপ রহিল কৈ? পিতা, আমাদের মধ্যে পবিত্র স্বর্গীয় প্রণয় স্থাপিত কর। কেবল ভগ্নী ভাইকে ফোঁটা দেবে না। ভাইও ভাইকে দেবে। সকলকে ভাই কর। ভাইয়ের মত জিনিষ নাই। হে মঙ্গলময়, দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর যে সুমিষ্ট পবিত্র ভাব ভ্রাতৃপ্রণয় হৃদয়ে রেখে জগতের সকলকে ভাই বলে, ভগ্নী বলে ডেকে অত্যন্ত বিনয়ী নম্র প্রণত হয়ে ভ্রাতৃসেবা করে শুদ্ধ হই, তুমি অনুগ্রহ করে প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শক্তি।

২৫শে অক্টোবর, ১৮৮১।

হে পিতা, হে মুক্তিদাতা, তিন জনের বল পরীক্ষিত হইতেছে। তোমার বল, আমার বল, পাপের বল। কার বল অধিক। কে অপর দুই জনকে পরাজয় করিতে পারে সর্ব্বদা যেন এই প্রশ্নের মীমাংসা হইতেছে। সৌভাগ্যবান্ সে যে বলিতে পারে আমার বল নয়, পাপের বল নয়, কিন্তু ঈশ্বরের বল অধিক। তার অপেক্ষা নিকৃষ্ট যে সে বলিল ঈশ্বরের বল বুঝিতে পারি না, কিন্তু আমার বলে কোন রকমে পাপ জয় করি। সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট সে যে বলে আমার বল নাই, ঈশ্বরেরও বল নাই, কিন্তু পাপের বল অধিক, কারণ পাপই জয়ী হয়। হে ঈশ্বর, কখন কখন এ জীবনে পাপ জয় করেছি বটে, কিন্তু এখনও এমন বলিতে পারিতেছি না যে, আমি সামান্য বটে, কিন্তু মহাপ্রভুর বল যখন লাভ করি তখন আমার সম্মুখে কোন পাপ থাকিতে পারে না। হরি, এরূপ যাতে হয় এমন শিক্ষা দাও। কার বল অধিক একি আমরা বলিতে পারিব না? তুমি আছ বলি, অথচ পাপকে বড় বলিব? ভক্তের জীবন কি এই সাক্ষ্য দেবে যে হরিও বড় নয়, হরিসন্তানও বড় নয় কিন্তু পাপ বড়? পাপ যাই সম্মুখে এলো, কোথায় বিবেক গেল, কোথায় বল রহিল। পাপ সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিল। হতভাগ্যের জীবন এইরূপ। হরির জয়, বলে

সব পাপ যদি পরাজয় করিতে পারি তা হলেই ভাল, হে পরমেশ্বর, মান ধন সম্পদ সুখ এ সব বড়, ধর্ম্ম বড় কেউ বলে না, তাই পাপের জয় হয়। ধিক্ আমাদের জীবন! এখন পাপ বড়? এখনও সংসার বড়? এখনও খাওয়া বড়? আমাদের তেমন জোর হয় নাই। আমরা কি করে বলিব হরি বড়? মায়ার সঙ্গে হরির যুদ্ধ হইতে লাগিল। মায়া কত খেলা খেলিতেছে, কত প্রলোভন দেখাইতেছে। হরি সর্ব্ববিজয়ী, তাঁর জয় হবেই হবে। কিন্তু মুখে বলি সর্ব্ব-শক্তিমান্ অথচ পাপ জয় হয় না। তুমি এক বার প্রবল হও আমাদের ভিতর। উপাসনা বড় হউক। পিতা, বল দাও, সাহস দাও। দয়া করে আশাবলে বলী কর, উৎসাহবলে বলী কর, ধ্যানবলে বলী কর, ভক্তিবলে বলী কর। আমাদের বল নাই, তুমি প্রবল হয়ে এস। ভগবতী শক্তিরূপা হইয়া আসিবেন। সেইরূপ দেখিতে ইচ্ছা হয়। তা না হয়ে একে দুর্ব্বল, দৌর্ব্বল্যের পূজা করে আরো দুর্ব্বল হয়ে পড়িলাম। উপাসনার জোরে মানুষ ভবসাগর পার হয়ে যায়। সেই উপাসনার বল আমাদের ঘরে এসে মারা যাচ্ছে। একটা প্রলোভন, মিথ্যা কথা, রাগ, অমনি সব বিশ্বাস গেল। শক্তি নাই যেখানে, সেখানে ভক্তি কি? বল যেখানে নাই সেখানে হরি কৈ? নিরাশা হইতেছে, উপাসনার সময় ঘুম পাইতেছে, রাগ হইতেছে, কিছু ভাল লাগে না, মন শুষ্ক হইতেছে, এ হইল ভক্তির

ভাঁটা। যত জল শুকাইতেছে, হাড় গোড় কাদা বাহির করিতেছে, জগদীশ্বর, তুমি যদি নববিধানবাদীর বাড়ীতে এস, জোয়ার হয়ে এস। এ রকম অশক্তি দুর্ব্বলতা আর সহ্য হয় না। জোর করে এস ব্রহ্ম। জোয়ার হয়ে এস। নববিধানের পূর্ণিমাত? বাণ ডেকে এস। ভক্তিজল খুব বাড়িবে। ভয়ানক তেজ হবে। ঘুম কি সে সময় থাকে? পাপ অসারতা মিথ্যা কথা কি সে সময় থাকে? মহাদেব,এস শাস্ত্র। তেজ হয়ে এস, বল হয়ে এস, মহাশব্দে এস। আমরা দুর্ব্বল ক্ষীণ হইব না। আমরা অসিধারিণীর শিষ্য। আমরা শক্তির উপাসক শাক্ত। রক্ষাকালী হও, তবে আমরা দৌর্ব্বল্য হতে রক্ষা পাই। হে প্রেমময়ী, বয়সে মানুষ ক্ষীণ হয়, নিরাশ হয়। দেখ যেন আমাদের এ রকম না হয়। ব্রহ্মের শিষ্য কালিদাস। কেন দুর্ব্বল হবে? ওঠ। এই বলে আমরা পরস্পরকে টানিয়া তুলিব। শাক্তের ভিতর রক্তের জোয়ার। দেবি, বল শক্তির বড় অভাব হয়েছে। আমরা ভয় যেন না করি। দেবি, যুদ্ধ ক্ষেত্রে দাঁড়াও। অসুর বিনাশ কর। হে দয়াময়ি, কালি অসুরবিনাশিনি, আমাদের মনে এই দৃঢ় সংস্কার দাও যে পাপ কখন জয়ী হয় না কিন্তু কালী, হরি, মা, সমরে জয়ী হন, এই বিশ্বাসে আমরা যেন মনে সর্ব্বদা তোমার নামকে জয়ী করিতে পারি, মা, দয়া করে আমাদিগকে এমন আশীর্ব্বাদ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভ্রাতৃসেবা।

২৬শে অক্টোবর, ১৮৮১।

হে পিতা, হে মহাপ্রভু, নীতিসম্বন্ধে নূতন নিয়ম কৈ হইল? আমরা সেই পুরাতন নিয়ম এখনও রক্ষা করিতেছি। আপনাকে উচ্চ করিয়া অন্যকে নীচ আসন দি। কৈ সেই নীতির সময় আসিল না? হে দেবতা, কি নিয়ম করিবে বলিয়াছিলে কৈ করিলে না? আমরা বুঝি তোমার কথাতে সায় দিলাম না, তোমার প্রস্তাবে অনুমোদন করিলাম না, তাই বুঝি অগ্রসর হইলে না? কৈ আমরা পরের জন্য কি করিলাম? মন কৈ খাঁটি হইল? শরীর ত শুদ্ধ হইল না। শরীরের প্রায়শ্চিত্তবিধি কৈ করিলে না ত। হে করুণাসিন্ধু, দয়া কর, অন্ততঃ এ জীবনে কিছু দিনের জন্য ভ্রাতৃসেবার ব্রত লই, পরের জন্য কিছু করি। ধন্য তাঁরা, যাঁরা পরের দুঃখ মোচনের জন্য পরিশ্রম করেন, তাঁদের শরীর শুদ্ধ যাঁরা একটির মুখেও অন্ন দেন। ধন্য তাঁরা, কারণ গরিবকে দিলে ভাইকে দিলে, তোমাকে দেওয়া হয়। আমরা হতভাগ্য আমাদের সে সৌভাগ্য হয় না। ভ্রাতৃসেবা অত্যন্ত প্রয়োজন তাতে মনের গরমি নষ্ট হয়। নীতির কথা আবার বল। ভ্রাতৃসেবার বিধি বলে দাও। একটা সময় নির্দ্ধারণ করে দাও যার ভিতর আমরা খাটি থাকিব। পাপ করিব না, কুচিন্তা আসিবে না

মনে। সেবা করিলে দুজনে ধন্য হয়। ' যে সেবা করে সে এবং যে উপকৃত হয় সে। দয়াময়, নীতির শাসন এনে দাও। আমাদের পরোপকার এতে নিযুক্ত কর। ভ্রাতৃসেবা আমাদের জীবনের ব্রত কর, অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য এই ব্রতে ব্রতী করে দাও। আমারা বুঝিতে পারিব, চাকর হইতে এই পৃথিবীতে এসেছি কি না। ঈশ্বর, এই শরীর টাকে দাবিয়ে দাও। খুব নীচু কর। বড় অহঙ্কার আমা-দের। অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকেরাত কত পরের সেবা করে, আমরা কেন করি না। আমাদের দর্প চূর্ণ কর। সক-লের সেবা করি। সকলকে এক একটি কাজ দাও। নীতি-সঙ্গত ব্যবহার পরস্পরের প্রতি করিতে দাও। পরের সেবা করে শরীরকে শুদ্ধ করি, প্রায়শ্চিত্ত করি। আম-রাত যথার্থই গরিব। তবে গরিবের ধর্ম্ম দাও, গরিবের ভাব দাও। পরের প্রতি শ্রদ্ধা বিনয় নম্র ভাব দাও। হে দয়া-ময়, দয়া করে আমাদিগকে এমন আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা পরস্পরের প্রতি নীতিপরায়ণ হয়ে ভ্রাতৃসেবাতে জীবন উৎসর্গ করে শরীরের প্রায়শ্চিত্ত সমাধা করি, আজ আমাদের সকলকে এই আশীর্ব্বাদ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নৈকট্য সম্ভোগ।

২৭শে অক্টোবর, ১৮৮১।

হে প্রেমসিন্ধু, সময়ে সময়ে তুমি এই পৃথিবীতে খুব নিকটরূপে দর্শন দিয়া থাক। এখন সেই একটি বিশেষ যুগ যখন তোমাকে অতি নিকট বস্তু বলিয়া ধরিতে হইবে। সময়ে সময়ে তোমার অতি আশ্চর্য্য লীলা হয়। সে কি? তোমার ভক্তদের খুব নিকটে তুমি আসিয়া থাক? তুমি খুব নিকটে, অত্যন্ত নিকটে। এ জন্য মানুষ চুপি চুপি কথা বলিলেও তুমি শুনিতে পাও। পূর্ব্বে মানুষ "হে ঈশ্বর হে ঈশ্বর" বলিয়া চীৎকার করিত, এখন খুব আস্তে আস্তে বলিলেও শুনিতে পাও। তুমি ভারি নিকটে। পরমেশ্বর, চুপি চুপি কথা কবার সময় অতি মহৎ সময়। ভাবুকের পক্ষে কৃপা করে তুমি অতি নিকটে এসেছ। স্বর্গের বাতাস পৃথিবীর বাতাস এক হইতেছে। আমাদের খুব নিকটে যাইতে বলিতেছ। নিকট হইতে নিকটে গিয়া শেষে এক হয়ে যাই। যেখানে এ রকম ব্যাপার, সেখানে আমরা আসিয়াছি। এখন, জগদীশ্বর, তুমি আমাদের খুব নিকটে এসেছ ইহাতে আর কিছু সন্দেহ নাই। কথা না বলিলেও তুমি জানিতে পারিতেছ হৃদয়ে কি হইতেছে। নিকটের হরি, তুমি আদরের হরি। আশীর্ব্বাদ কর যেন এই নৈকট্য চিরকাল থাকে। তীর্থে গিয়ে,

চীৎকার করে তোমাকে ডাকা এ সব দূরের সাধন। কিন্তু এই যে অব্যবহিত সাধন ইহাই ভাল। জয় জগদীশ্বর, জগদীশ্বর, প্রেমের জল খুব বেড়েছে। খুব মাতা মাতির সময়। যারা অবিশ্বাসী অভক্ত তারাই এখন চুপ করে থাকে। হে প্রেমসিন্ধু, হে দয়াময়, হে গতিনাথ, কৃপা-করে এমন আশীর্ব্বাদ কর, যেন এই সময়ের জোয়ারের জলে নৌকা খানা ভাসাইয়া দিয়া, একেবারে তোমার শ্রী চরণের ঘাটে পৌঁছিয়া কৃতার্থ হই, মা, তুমি অনুগ্রহ করে এমন আশীর্ব্বাদ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

স্মরণ।

২৮ অক্টোবর, ১৮৮১।

হে পরমপিতা, দীননাথ, বিশ্বাসবাদীদের দেবতা, একটী সামান্য মনের বৃত্তি ধর্ম্মের কত কাজ করে। আর সেটী অবসন্ন হলে কত দুর্ঘটনা হয়। মনের বৃত্তির মধ্যে একটি আছে স্মরণ, এই স্মরণে পরিত্রাণ, বিস্মরণে মানুষ বিপথ-গামী। স্মৃতি যদি না থাকে ধার্ম্মিকদিগের মধ্যে তবে অর্দ্ধেক ধর্ম্ম উড়ে যায়। আমাদের স্মৃতি শক্তি অতি দুর্ব্বল। আমরা এর প্রতি মনোযোগী হই না। আমরা মানি না যে ইহার দ্বারা উপকার হয়। ইহা ক্রমে হ্রাস হয়ে যায়।

কত বার তুমি আমাদিগকে বিপদ হইতে রক্ষা করেছ, কত দয়া করেছ, জীবনে কত লীলা দেখাইয়াছ, এসব কি স্মৃতি পথে রহিল না? সব কি বিস্মৃতিসাগরে ডুবে গেল? বেদ বেদান্ত মানিতে গেলে স্মৃতিশক্তি চাই। কেন এমন কুবুদ্ধি ঘটিল যে আপনার জীবনে যে সব লীলা করিয়াছ তাহা ভুলিয়া গেলাম? তোমার দয়ার কথা স্মৃতিপথে থাকিতে দাও। সে সব কথা ভাবিতে গেলে প্রাণ মন মোহিত হয়ে যায়। নিজের বুদ্ধির উপর নির্ভর করিলে অস্থির হইয়া কোথায় পলায়ন করিতাম, কিন্তু তোমারি কাছে পড়িয়া আছি। শ্রীহরি, তুমি রাখিলে তাই রহিলাম। তুমি বাঁচালে তাই বাঁচিলাম। ঘোর বিপদের ঝড়ের সময় নৌকা খানা যায় যায়, তখন শ্রীহরির পাদপদ্ম পাইয়া বাঁচিয়া গেলাম। সে সকল কথা স্মরণে থাকিলে যে বেঁচে যাই। সেই যে এক একটা মহাবাক্য বলেছিলে, কত বার মিষ্ট মিষ্ট করে কত সময়, কত ভাবে কত কথা বলেছিলে। হায় রে স্মৃতিশক্তিবিহীন মন, জানিয়া জানিলে না, বুঝিয়া ও বুঝিলে না। দয়াময়, স্মৃতি দাও। আর নূতন করুণার দরকার কি? যে সব বড় বড় প্রেমের কীর্ত্তি করেছ সে সব ভাবিলেই পরিত্রাণ পাব। হে দেবি, আমরা ভুলে যাই। আমাদের মনে খুব মুদ্রিত করে দিলেও ভুলে যাই। তোমার দয়ার উপর সন্দেহ হয়। দীনসখা, তুমি আমাদের পিতা মাতা সর্ব্বস্ব, তুমি

আমাদের অনেক দিনের সোণার ঠাকুর। তোমাকে আমরা কি করিয়া ভুলিব বল দেখি? আমাদের এমন নিষ্ঠুর মন, আমরা সংসারের সামান্য সামান্য বিষয় মনে রাখি, আর তোমার দয়া ভুলে যাই। পাপ মন সব কথা ভুলিয়া যাইতেছে। ওরে মন, দয়াময়ের প্রেমের লীলা ভুলিস্ না। প্রেমময়, তুমি আমাদের মনে স্মরণশক্তি খুব প্রবল করে দাও। তোমার পুরাতন প্রেমের কীর্ত্তি সকল মনে জাজ্বল্যমান করে দাও। হে কৃপাময়ি, হে মঙ্গলময়ি, দয়া করে এমন আশার্ব্বাদ কর যেন তোমার প্রেমের কীর্ত্তি সকল আমরা না ভুলি, কিন্তু স্মৃতিশক্তি দ্বারা সে সমুদায় ভাল করে মনে রেখে পুরাতন সত্য সকল হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি, মা, সর্ব্বমঙ্গলা তুমি অনুগ্রহ করে এমন অশীর্ব্বাদ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

চক্ষুদর্শন।

২৯শে অক্টোবর, ১৮৮১।

হে পরমেশ্বর, হে দয়াময়, হে সিদ্ধিদাতা, হে পুণ্যদাতা, তুমিত ঘরে ঘরে বেড়াইতেছ, পথে পথে ফিরিতেছ। তোমার দৃষ্টি সর্ব্বদাই আমাদের প্রতি স্থির রয়েছে, তবে, ঈশ্বর, এই সত্যটি আমাদের হৃদ্গত সত্য কেন না হয়? বুদ্ধিতে এ

ন্যতা রহিল, জীবনে কেন স্থাপিত না হয়? এক জন ভয়ানক চক্ষু খুলিয়া আমার সম্মুখে বসিয়া রয়েছে একটু পাপ করিবার উপক্রম করি, অমনি ধমক দেয়। এ ভাব যদি কেউ হৃদয়ঙ্গম করেছে তবেই তার জীবন ভাল হয়েছে। তুমি সর্ব্বব্যাপী সকলেই বলে। তুমি আমায় দেখিতেছ? তবেত তুমি আমার চরিত্র জান। তবেত আমার ভয়ে কাঁপা উচিত। চোরকে যখন পুলিসে ধরে তখন কি তার গা কাঁপে না? পুত্র অন্যায় কর্ম্ম করিতেছে তখন যদি পিতা দেখিতে পায়, ভয়ে কি তার মুখ শুকাইয়া যায় না? শিষ্য অন্যায় করিতেছে আচার্য্য তাহা দেখিলে শিষ্যের কি ভয় হয় না? প্রকাণ্ড হইতে প্রকাণ্ড তুমি, সর্ব্বসাক্ষী অন্তর্যামী, তোমার কাছে আমরা যে নিরন্তর এইরূপ স্বেচ্ছাচারিতা প্রকাশ করিতেছি, আমরা কি ভয়ে কাঁপিব না? চক্ষুবিশ্বাস বড় ভয়ানক। তুমি আছ এ বিশ্বাস একরকম, কিন্তু তুমি দেখিতেছ এ বড় ভয়ানক, যে দিকে চাই সে দিকে চক্ষু। মনের ভিতর অবধি চক্ষুর আগুন। চক্ষু চক্ষু চক্ষু, চারিদিকে কেবল চক্ষু, মানুষের সংশোধনের জন্য এই চক্ষুর বন্দোবস্ত। জীবের শুদ্ধির জন্য ভগবানের চক্ষু চারিদিকে রাখা হইয়াছে। ভ্রান্তমন তাহা বুঝিল না। পরমেশ্বর, গম্ভীর তোমার বর্ত্তমানতা, গম্ভীর তোমার আবির্ভাব। কিন্তু চক্ষুবিহীন ঈশ্বর যদি আমরা কল্পনা করি, তবে সে কল্পনাবাদীর কল্পনা। তুমি

আছ বলিলেই বোঝায় তুমি দেখিতেছ। ব্রাহ্মকে তুমি চক্ষু দিয়া ঢেকেছ। পাপ কেমন করে করিবে? কখন করিবে? মানুষ যেমন রোগগ্রস্ত হয়, সে তেমনি চক্ষুগ্রস্ত হয়ে যায়। শ্রীহরি, তোমার চক্ষু যাকে পায় সেই পুণ্য পায়। হে ব্রহ্ম চক্ষু, তোমাকে বিশ্বাস করিতে দাও। চক্ষু বিশ্বাস করিলেই আমার পরিত্রাণ। নাস্তিক হই, অবিশ্বাসী হই, চক্ষু কিছুতে যায় না। একি কম চক্ষু? মজার চক্ষু। চক্ষু নাই অথচ চক্ষু। হায় রে মন তুই পাপ করিস এত চৌকিদারের ভিতর? তোর শরীরময় যে চক্ষু। ব্রহ্ম চক্ষু আকাশময়, চক্ষু তাকিয়ে দেখ না। তাকাতে চায় না। তাকালেই যে শুদ্ধ হতে হবে। হে সর্ব্বব্যাপী চক্ষু, কি মনে করে পৃথিবীতে তোমার আগমন? পাপী উদ্ধার করিতে? তবে তাই কর। চক্ষু চারি দিকে ঘুরিতেছে, ভগবানের চক্ষু জীবদেহ প্রদক্ষিণ করিতেছে কেন? পাপ আসিতে দেবে না। চক্ষু বড় ভয়ানক। আমরা ভাবি না, বিশ্বাস করি না তাই মজা করে থাকি। হৃদয়, খুব বিশ্বাস কর। যেমন স্পষ্টরূপে মানুষের চক্ষু দেখিতেছি, তেমনি ভগবানের লক্ষ লক্ষ চক্ষু চারি দিকে দেখিব। চক্ষে চক্ষে সমস্ত পৃথিবী ভরাট হয়েছে ইহা মনে করাইয়া রাখিতে পার, তাহলে বলি তুমি পাপীকে পরিত্রাণ করিবে। জ্বলন্ত বিশ্বাসীরা এ রকম করে চক্ষু বিশ্বাস করেন, চক্ষু থেকে কি নিস্তার আছে? পাপ করে কি লুকাইতে

পারি? শ্রীহরি, চক্ষু দেবীকে নির্ম্মাণ কর। জয় জয় জ্যোতি-র্ম্ময় চক্ষু, জীবের পবিত্রতা তুমি, পাপীকে পরিত্রাণ কর। হে ঈশ্বর, তুমি প্রকাণ্ড জ্বলন্ত চক্ষু লইয়া এ ঘরে বসিয়া আছ, বলিতেছ শান্ত হও, শুদ্ধ হও, কে কি ভাবিতেছ আমি দেখিতেছি, আমি সূক্ষ্ম ভাবে বিচার করিব। আমি সহজে ছাড়িব না। আমি হরি নাম ধরি। তুমি রয়েছ ভয়ে অঙ্গ অবশ হউক। হে মঙ্গলময়, হে দয়াময়, কৃপা করে এমন আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার জীবন্ত মুক্তিপ্রদ চক্ষু অন্তরে বাহিরে সকল স্থানে দেখিয়া পবিত্র হই, অনুগ্রহ করে এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সৌভাগ্য দর্শন।

৩০ অক্টোবর, ১৮৮১।

হে পরম পিতা, হে দয়াল বিধাতা, আমরা যেন সর্ব্বদা আমাদের সৌভাগ্যের জন্য কৃতজ্ঞ থাকি। মানুষ যত আপ-নার দুর্ভাগ্য বিপদ ভাবে, যত অসার দিক্ দেখে, ততই অকৃতজ্ঞ অবিশ্বাসী নিরাশ হয়। আর আমরা যত সম্পদের সৌভাগ্যের দিক্ দেখি, ততই আশান্বিত হই, কৃতজ্ঞ ও বিশ্বাসী হই। পৃথিবীতে কেহ কেহ কেবল মন্দ দিক্ দেখে, কেহ কেবল ভাল দিক্ দেখে। মন্দ দিক্ দেখা

মরিবার সময়। ভাল দিক্‌টা দেখিব, আশা উদ্দীপন করিব। খুব বিপদ, তার ভিতরও আশা করিব, ধৈর্য্য ধরিব। অন্ধকার বিপদের ভিতর নিরাশ অবিশ্বাসের গাছ হয়, আর সৌভাগ্যের উত্তাপে আশা বিশ্বাসের গাছ হয়। আমরা সৌভাগ্যের দিক্ দেখিব। নববিধানবাদীদের বিশেষ এক সৌভাগ্য যে, আমরা এ সময় জন্মিয়াছি। এ সময় জন্ম গ্রহণ করা কি চেষ্টায় হয়, না সাধন ভজনে হয়? শুভ ক্ষণে আমরা হয়েছি। এক শতাব্দী পূর্ব্বেও আমরা জন্মিতে পারিতাম, কি এক শতাব্দী পরেওত জন্মিতে পারিতাম, ইহার কিছুই ত দেখিতে পাইতাম না। কিন্তু তুমি অত্যন্ত দয়ালু তাই এ জীব গুলিকে বিশেষ সৌভাগ্যরত্নের হার গাঁথিয়া ইহাদের গলায় পরাইয়া দিলে। বলিলে ধন্য ধন্য তারা,যারা বঙ্গদেশে আমার বিশেষ কৃপার সময়,নববিধানের সময় জন্মেছে। আমরা বিশেষ সৌভাগ্যশালী। বিশেষ প্রেমের লীলা দেখাতে লাগিলে ভক্তের হৃদয়ে। বাহিরে বাণ বর্ষণ হইতেছে, লোকে গালাগালি দিতেছে, কিন্তু হরি-নামবাদীরা ভিতরে ভিতরে রত্ন কুড়াইতেছে। শুভ ক্ষণে আমাদের জন্ম। নবধর্ম্মে ধার্ম্মিক যাঁরা, তত্ত্বজ্ঞ যাঁরা, তাঁরা এমনি বুঝাইয়া দিতে পারেন যে, এদের জন্মের সময় শুভ তারা ছিল, তাই এত বিপদে, গালাগালিতে, ঝড়ে এরা অবসন্ন হইল না। এরা তবে এদের জীবনে ঈশ্বরের বিশেষ কিছু একটা কৃপা দেখিবে। আমরা কজন নববি-

ধানবাদী এ সময় কেন জন্মিলাম? তুমি ত অনায়াসে ৫০০ বৎসর পরে আমাদিগকে পৃথিবীতে আনিতে পারিতে। আসিয়া দেখিতাম, সব চলিয়া গিয়াছে, নববিধানের পূর্ণিমা গিয়াছে, জলন্ত প্রত্যাদেশের সময় গিয়াছে। তখন কাঁদিতাম। আমাদের পরে যারা আসিবে তারা ইতিহাস পড়িয়া সব জানিবে, শুনিবে, কিন্তু দেখিতে ত পাইবে না। কেন আমরা অন্য দেশে জন্মিলাম না? কেন আমরা এ দেশে এ সময় জন্মিলাম? ধন্য মার প্রেম। সকলি মার খেলা। সময়ের মাহাত্ম্য না বুঝিলে শ্রীমদ্ভাগবত বুঝিতে পারিব না। এই কলিকাতায় কলিযুগে অবিশ্বাসীরা টাকা সুখ সম্পদ দেখিতেছে, বিশ্বাসীরা ঈশা, মুষা, শ্রীগৌরাঙ্গ দেখিতেছেন, স্বর্গের পুণ্যশান্তি দেখিতেছেন। এই যে মহাতীর্থে আমরা কেমন করে আসিলাম কিছু জানি না, কিন্তু প্রেমময়ী, কপালে অনেক সুখ লিখিয়াছিলে, তাই বাঁচাইয়া রাখিলে, বৎসর বৎসর নূতন নূতন সুধা খাওয়াইলে। নববিধানের আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কীর্ত্তি দেখেছে, এদের তুমি মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ কর। শ্রীমতী, পৃথিবীতে আমরা স্বর্গ দেখিলাম, এখানে বসে হরির কথা শুনিলাম, হরির শ্রীমুখ দেখিলাম, অবিদ্যার ঘন আঁধার দূর হইল, আর চিত্তাকাশে হরিসূর্য্য উঠিলেন; নবরশ্মি বিস্তার করিলেন। পরকালের বিষয় সন্দেহ ছিল পূর্ব্বে, এখন পরকাল ঘরের ভিতর। নববিধানবাদীদের জন্য পরলোক এখানে

এলো। পাছে অবিশ্বাস বিভ্রম সন্দেহ হয়, তাই পরদাটা খুলে দিলে, ঈশা মুষা শ্রীগৌরাঙ্গকে সাজিয়ে, ডালি সাজিয়ে গুটিকতক হৃদয়ের পুতুল তাতে দিয়া আমাদের হাতে হাতে সঁপে দিলে। জয় জয় শ্রীহরি। তাঁর কাছে প্রার্থনা করিলে এরকমই হয় বটে। নগদ নগদ হাতে দিলে। ঈশা, শ্রীগৌরাঙ্গ সকলে এসে বাড়ীর ভিতর বসিলেন। ভাইদের বুকের ভিতর বসাইলাম। এই ঘরের ভিতর বেদ, পুরাণ, ভাগবত, ললিতবিস্তর, বুদ্ধদেব, সব আছে। এই-খানে দুঘণ্টা সাধন করিলে সব দেখিতে পাবে। কাশী বৃন্দাবন, জগন্নাথক্ষেত্র, ঈশা মুষার তীর্থ, সব এখানে। বনবাসীর আশ্রম চাও এখানে বসো। দূরে যেতে হলো না, সব এখানে। প্রেমময়ী, কি আনন্দে আনন্দিত করিলে, কি সুখে সুখী করিলে, কি সৌভাগ্যে সৌভাগ্যবান্ করিলে, বলিতে পারি না। কি দয়া করিলে এই ছেলেদের প্রতি। হরিভক্তদের মধ্যে অধম যারা তাদের তুমি দয়া করিলে, শুভ ক্ষণে আনিলে। মা দয়াময়ী, তোমার কাছে এই ভিক্ষা, আর কি কি করিব, এই যে মাহেন্দ্র ক্ষণে জন্ম দিয়াছ, ইহার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দেব। আমরা দেখে শুনে ধন্য হলাম। হে দেবী, হে করুণাময়ী, যখন এত কৃপা করিলে, তখন যেন প্রাণের ভিতর এ সব মনে থাকে। এ সব রত্ন যেন হৃদয়ে থাকে। এখন নিজগুণে কিছু হয় না। এখনকার সময় এই, যা চাওয়া যায়, তাই পাওয়া

যায়। পাপভারাক্রান্ত নৌকাখানা বেগে চলিয়া যাইতেছে। ধন্য বঙ্গদেশ, ধন্য বঙ্গবাসী। হে মঙ্গলময়ী, হে কল্যাণ-দায়িনী, দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর, এই যে সময়ের মাহাত্ম্য, আমরা দর্শন, শ্রবণ, ধ্যান, আলোচনা করি, এবং তুমি যে এই শুভ ক্ষণে জন্ম দিয়াছ, এই বিশেষ কৃপা স্মরণ করে উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা দিয়া কৃতার্থ হইতে পারি, মা, তুমি দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর। [যো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ব্রহ্মময়ত্ব।

৩১ অক্টোবর, ১৮৮১।

হে পিতা, ব্রহ্মবান্ হয়েও হইতে পারিতেছি না। এ সঙ্কটে কিরূপে উদ্ধার পাইব? শুনিয়াছি বিশ্ব ব্রহ্মময়, অগ্নি জল বায়ু সব ব্রহ্মময়। শুনিয়াছি যত জড় আছে, হরি তোমাতে পরিপূর্ণ। আমরা যে তোমাতে পরিপূর্ণ পাত্র, ঘট যেমন জলে পূর্ণ। এরূপে পূর্ণ আছি কি নাই, সে বিষয় সন্দেহ হয়। এই দেহমন পাত্র হরির দ্বারা পূর্ণ আছে কি? ব্রহ্মকে হৃদয়ে রাখি, কিন্তু মনে শত ছিদ্র, ব্রহ্মবারি থাকে না। যাঁরা ব্রহ্মভক্ত, তাঁরা সে সব ছিদ্র বন্ধ করেন, ব্রহ্মবারি পূর্ণ থাকে। তাঁরা ব্রহ্ম ভাবেন, দেখেন। যোগী ঋষিরা জঞ্জাল অপবিত্রতা দূর করে সাধন

যারা পাত্র দুটি খালি করেন, তার পর অনুতাপের জলে ধৌত করিয়া পরিষ্কার করেন, এবং নির্ম্মল ব্রহ্মবারিতে পূর্ণ করেন। স্বচ্ছ সাধুর দেহ মনের পাত্রে স্বচ্ছবারি দেখা যায়। আমরা সংসারের আধার হয়ে বসে আছি। সংসারের চিন্তা ভাবনা জঞ্জাল ময়লা জল সব ইহার ভিতর। আমরা যদি ভক্ত হই, খুব করে দেহ মনকে পরিষ্কার করে হরিরসে পূর্ণ করি। দেহ মন হরিতে ডুবে গেল। দেখিলেই বুঝিব আমি হরিময়। আমি এই পাত্রে হরিনামরস রাখিয়াছি, হাজার হাজার লোকের ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর করিব, স্ত্রীপুত্র পরিবার খাবে। আর কিছু নাই দেহে, খালি হরি, হরির ভরাট হইয়া গিয়াছে। প্রাণটা যখন খুব ব্রহ্মপ্রেমরসে পূর্ণ হইয়াছে, যখন উথলিয়া উঠিল, তখন চক্ষু দিয়া জল পড়িল। লোকে বলে অশ্রুজল, তা ত নয়, প্রেমরসের উচ্ছ্বাস বহিল। প্রাণটা ব্রহ্মময় হয়ে চক্ষু দিয়া প্রেমাশ্রু বহিল। হরিভক্ত বুঝিলেন, এত দিনের পর আমার নদ নদী সাগর সব উথলিয়া উঠিল। হে প্রেমসিন্ধু, ভিতরে ভিতরে নববিধানের ভক্তদের হৃদয়ে কল পাতিয়া দিয়াছ, নল দিয়াছ, সে নলের প্রেমের মহাসমুদ্রের সঙ্গে যোগ রয়েছে। যোগে বসিলে সে জল হু হু করে আসে। প্রাণেশ্বরী, সে আনন্দের সময় খুব শান্তি সুখোদয় হয়। যোগ ধ্যান অর্থ প্রেমের উচ্ছ্বাস। তোমার প্রেমের সমুদ্র থেকে জল আস্‌চে, সে জল উথ্‌লে পড়্‌ছে, আবার

তোমাতে গিয়া মিশ্‌চে। তুমি আপনাতে আপনি মিশ্‌চ। আমি কেবল একটা জলের কল। আমি কেবল একটা নল। ভরাট কর যদি পূর্ণ হই, নতুবা ছিদ্র দিয়া সব পড়ে যাবে। ইচ্ছা হয় আমাদের দলের লোকেরা ব্রহ্মময় হয়। চক্ষে জল দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে মনে, ব্রহ্মজলের জোয়ার হয়েছে। চক্ষু সাদা দেখিলে বুঝিলাম যে প্রাণে ভাঁটা হয়েছে। আমি জলে সাঁতার দিতে চাই, আমার প্রকাণ্ড শরীর মন। এ সমান্য জলে স্নান করে কি হবে? এর চেয়ে বড় বড় সাধন চাই। হরিরসে সর্ব্বদা না ডুবিলে হবে না। শ্রীহরি, তোমাতে যাঁরা স্নান করেন তাঁরা ধন্য। উপাসনায় স্নান না করিলে দেহের পাপ কলুষ যায় না। হরিনামের সরোবরে ডুবিতে হইবে। সেই অবস্থা চাই। যোগ ভক্তিতে সিদ্ধ হয়ে স্থির হই। দেহটি ভরাট করি। হরিনামরসে পূর্ণ হই, আনন্দে ডুবে থাকি, ভিতরে পূর্ণ, বাহিরে পূর্ণ। শ্রীহরি, ব্রহ্মবান্ না হলে, পরিপূর্ণ না হলে, তৃপ্তি হয় না। আধখানা পাত্র খালি থাকিলেও হইবে না। আমার প্রাণ সর্ব্বদা ব্রহ্মপ্রেমরসে ভিজে থাক্। সংসারের বড় উত্তাপ, সব শুকিয়ে যায়। যদি গঙ্গার মত হই, সর্ব্বদা স্রোত বহিবে। জলে ভেসে আছি, ডুবে আছি, তা হলে দুঃখ পাপ থাকিবে না, পাপ দুঃখ যা আসিবে, জলে ভাসাইয়া দিব। স্রোতে সব ভেসে যাবে। তবে যথার্থ ব্রহ্মসাধনে সুখ আছে। হরি পূর্ণ করে দাও। পূজা অর্চ্চনা

সাধন সার্থক হবে, যদি ব্রহ্মবান্ হই। হরি, কবে এমন শুভ দিন হবে যে আমরা দেহমনকে তোমাতে পূর্ণ করিয়া রাখিব। চক্ষে হরি, বুকের ভিতর হরির পাদপদ্ম, মাথায় হরি, হরিনামরসে ভিতর পূর্ণ। শ্রীহরি, তোমার চরণামৃতে জীবশরীরকে অভিষিক্ত কর, স্নান করাও, আসল জল-সংস্কার এই। হে দয়াময়, হে মঙ্গলময়, দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার নামামৃতরসে পূর্ণ করে, ভরাট করে, তার ভিতর ডুবে থাকি, তুমি অনুগ্রহ করে এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।